Contents

প্রথম বর্ষ

চতুর্থ সংখ্যা

اللہ نزل احسن الحدیث

القرآن الحکیم ۳۹: ۲۳

ترجمان الحدیث

بنگال و آسام میں تحریک اہل حدیث کا واحد ترجمان

তর্জুমানুল হাদিছ

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্য্যালয়

পাবনা, পাক বাঙ্গালা

প্রতি সংখ্যা ।।০ আনা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

রবিউছ্-ছানি ১৩৬৯ হিঃ

বিষয়—সূচী

বিষয় ঃ—	লেখক ঃ—	পৃষ্ঠা ঃ—
১। হজরত (দঃ) (কবিতা) ...	মোহাম্মদ আবুল হাশেম	... ১৫৩
২। ছুরত্ আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছির ·	... ...	... ১৫৫
৩। শিক্ষার ইছ্‌লামি আদর্শ ...	মোহাম্মদ আব্দুর রহমান বি, এ, বি, টি, ...	... ১৬১
৪। সভাপতির অভিভাষণ ...	মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী	... ১৬৭
৫। সিপাহী বিদ্রোহের প্রস্তুতি ...	মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী	... ১৭৫
৬। ভূমির অধিকার ও বণ্টন ব্যবস্থা— ...	... ...	... ১৭৯
৭। একখানি পত্র ...	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী	... ১৮৫
৮। সাময়িক প্রসঙ্গ (সম্পাদকীয়) ...	... ...	... ১৯০

T

O

T O L E T

E

T

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদিছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র।

প্রথম বর্ষ || রবিউছ্‌-ছানি, ১৩৬৯ হিঃ—পৌষ/মাঘ ১৩৫৬ বাং। || চতুর্থ সংখ্যা

হজরত (দঃ)

মোহাম্মদ আবুল হাশেম।

হজরত্‌ হজরত্‌
বিস্ময়ে মরি ভাবি যবে মনে
তুমি কত সুমহৎ!
যাহারা তোমারে করেছে জুলুম
করেছে নিঠুরাঘাত
তুমি তাহাদের নাজাতের লাগি
করিয়াছ মোনাজাত।
অবহেলা ভরে গিয়াছ দলিয়া
যত বালা মুছিবৎ
হজরত্‌ হজরত্‌।

'সারাদিন মান খাই নাই কিছু'
যে কেহ বলেছে আসি
শেষ রুটি খানি দিয়াছ তাহারে
নিজে রহি উপবাসী—
পাথর বাঁধিয়া বুকে—
সত্যের সেবা করিয়া গিয়াছ
সদা সস্মিত মুখে—

এতিম অনাথ আতুর জনেরে
আপনার কোলে নিলে
ইহুদী-অতিথি ময়লা তাহার
নিজ হাতে ধুয়ে দিলে
শিখাইয়া দিলে জন সেবা হল
সব সেরা এবাদত্‌
হজরত্‌ হজরত্‌।

অপরে করিতে বল নাই তাহা
কর নাই যাহা নিজে—
সবাকার তরে রেখেছ নজির
তোমার জীবন টী যে।
ভিক্ষারে ঘৃণা করিয়াছ, তবু—
ভিখারীরে বুকে ধরে—
কর্মী বানায়ে ছাড়িয়া দিয়াছ
কুঠার দিয়াছ করে—
হজরত্‌ হজরত্‌
মোরা গোনাগার, তাই ভুলে যাই
তোমার দেখানো পথ।

বল নাই মিছা, ওয়াদা খেলাফ
কর নাই কোন দিন
দুষমণ যারা তারাও তোমায়
বলিত আল্ আমীন।
তুচ্ছ করেছ রাজ্য বিভব
সুখ সম্ভোগ কত
এই দুনিয়ার কোন প্রলোভনে
হও নাই অবনত।
এক হাতে যদি চাঁদ ধরা দেয়
আর হাতে আফতাব
তবু করিবেনা, বলিয়াছ তুমি,
সত্যের অপলাপ।
শিখায়েছ তুমি আল্লাহ ছাড়া
এলাহী কেহই নাই
নাই ভেদাভেদ মানুষে মানুষে
সবে মোরা ভাই ভাই।
তুমি এসেছিলে আলমের লাগি
এলাহীর রহমৎ।
গর্বিত মোরা নাহই গরীব
তোমারি তো উম্মত
হজরৎ হজরৎ।

www.ahlehadeethbd.org

تفسير القرآن العظيم
কোর্‌আন-মজিদের ভাষ্য।

ছুরত্ আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছির।

فصل الخطاب — فى تفسير ام الكتاب —

পবিত্র কোরআনের একশত চৌদ্দটী ছুরা বা অধ্যায়ের সূচনা যে মহিমান্বিত ছুরত্ কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে তাহা আল্‌ফাতিহা নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম রাগেব কোর্‌আনের শব্দকোষে 'ফাতিহা' শব্দের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

প্রত্যেক বস্তুর উৎপত্তির স্থানকে ফাতিহা বলে, কারণ উহার সাহায্যে তাহার পরবর্ত্তীর— আগমন পথ সুগম হয়। এই জন্য উপরোক্ত ছুরত্ ফাতিহাতুল-কিতাব বা গ্রন্থ-সূচনা নামে পরিচিত। কাহারো সাহায্যে কেহ কিছু আরম্ভ করিলে বলা হয়—অমুক ব্যক্তি (افتتح كذا) এই ভাবে সূচনা করিল,— মুফ্‌রদাতুল-কোর্‌আন, ৩৭৬ পৃঃ।

وفاتحة كل شئ مبدؤه الذى يفتح به ما بعده وبه سمى فاتحة الكتاب — وقيل افتتح فلان كذا اذا ابتدء به وفتح عليه —

নাম সম্বন্ধে আলোচনা।

গুণের মাত্রানুসারে বিশেষণের পরিমাণ নিরূপিত হইয়া থাকে, আল্‌ফাতিহার বৈশিষ্ট্য ও মর্য্যাদানুযায়ী এই ছুরতকে বহু নামে বিভূষিত করা হইয়াছে। নিম্নে তেইশটী নামের আলোচনা করা হইবে।

১। আল্‌ফাতিহা, ফাতিহাতুল কিতাব — সূচনা বা গ্রন্থের প্রস্তাবনা। — الفاتحة فاتحة الكتاب

(ক) উবাদা বিন্‌ছ্‌ছামিতের (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করিবে না, তাহার নমায হইবে না,—বুখারী, মুছ্‌লিম, তির্‌মিযি ও আবুদাউদ। *

لاصلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب —

(খ) আবু হোরায়রার (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ না করিলে নমায হইবে না,—আবু দাউদ ও তির্‌মিযি। *

لاصلوة الا بقراءة فاتحة الكتاب —

২-৩-৪। উম্‌মুলকোর্‌আন,—উম্‌মুল্ কিতাব,—আছ্‌ছাব্‌উল মাছানি। — ام القرآن — ام الكتاب — السبع المثانى

কোর্‌আনের উৎস বা মূল, — গ্রন্থাগ্র্য, পৌনঃপুনিক পাঠ্য সপ্তক।

(ক) উবাদা বিন্‌ছ্‌ছামিতের (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি উম্‌মুল কোর্‌আন পাঠ করিবে না, তাহার নমায হইবেনা,—মুছ্‌লিম। †

لاصلوة لمن لم يقراء بام القران

(খ) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন : রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নমায পড়িল, অথচ তাহাতে উম্‌মুল কোর্‌আন পাঠ করিলনা, সে নমায ক্ষতিগ্রস্ত, সে নমায ক্ষতিগ্রস্ত, সে নমায ক্ষতিগ্রস্ত—অসম্পূর্ণ,—মুছ্‌লিম, আবু দাউদ ও দারকুৎনী। ‡

من صلى صلوة لم يقراء فيها بام القرآن فهى خداج فهى خداج فهى خداج غيرتمام

(গ) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন : রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, তোমরা যখন 'আল্‌হাম্‌দো' পড়িবে, তখন বিছ্‌মিল্লাহির-রহমানির রহিম পাঠ করিও। আল্‌হাম্‌দো'ই

اذا قراتم الحمدلله فاقرؤا بسم الله الرحمن الرحيم انها ام القرآن وام الكتاب والسبع المثانى —

* বুখারী : (১) ৯১ পৃঃ ; মুছ্‌লিম : (১) ১৬৯ পৃঃ ; তির্‌মিযি : (১) ২৫৫পৃঃ আবু দাউদ (১) ৩০২পৃঃ।

* আবু দাউদ : (১) ৩০১ পৃঃ ; তির্‌মিযি : (১) ২৫৫ পৃঃ।

† মুছ্‌লিম : (১) ১৬৯ পৃঃ।

‡ ঐ ঐ ; আবু দাউদ (১) ৩০২ পৃঃ ; দারকুৎনী, ১১৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

উম্মুল কোরআন ও উম্মুল কিতাব ও আছ-ছাবউল মাছানি,—দারকুৎনী ও বয়হকি। *

(ঘ) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন : রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : الحمد لله رب العلمين ام القرآن وام الكتاب والسبع المثانى — আলহাম্‌দো লিল্লাহে রাব্বিল আলামিনই উম্মুল কোরআন ও উম্মুল কিতাব ও আছ-ছাবউল মাছানি,—বুখারী, দারমি, আবুদাউদ ও তিরমিযি। †

৪ ও ৫। আছ-ছাবউল মাছানি—আলকোরআনুল আযিম। السبع المثانى – القرآن العظيم – পৌনঃপুনিক পাঠ্য-সপ্তক, মহিমান্বিত আল-কোরআন।

আল্লাহ তাআলা আপন রছুল হযরত মোহাম্মদ মোছতফা (দঃ) কে ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم — সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন এবং নিশ্চয় আমি আপনাকে পৌনঃপুনিক পাঠ্য-সপ্তক ও মহিমান্বিত কোরআন প্রদান করিয়াছি,—আল্ হিজ্‌র : ৮৭ আয়াৎ।

(ক) আবু ছঈদ বিন্নুলমুআল্লা (রাঃ) বলেন : রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে আলহাম্‌দো লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন-ই আছ-ছাবউল মাছানি ও আল-কোরআনুল আযিম যাহা তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছে,—বুখারী, আহমদ, দারমি, আবু দাউদ, নাছায়ী, ইবনে জরির, ইবনে হিব্বান, ইবনে মর্দ্দওয়ে ও বয়হকি। ‡

(খ) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : উম্মুল কোরআন-ই আছ-ছাবউল মাছানি ও আল কোরআনুল আযিম,—বুখারী ও আহমদ। ¶

* দারকুৎনী, ১১৮ পৃঃ; ছুনানুল কোবরা : (২) ৪৫ পৃঃ।
† দারমি, ৪৩০ পৃঃ, দুররে মনছুর : (১) ৩ পৃঃ।
‡ বুখারী : (৩) ৯৬ পৃঃ; দারমি, ১৮৪ পৃঃ; আত-তাজ (৪) ১৪ পৃঃ, দুররে মনছুর (১) ৪ পৃঃ।
¶ বুখারী : (৩) ৯৬ পৃঃ।

(গ) আবু হোরায়রার (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) উবাই বিনে কাআব (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি নমাযে কি পাঠ কর ? উবাই উম্মুল কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যাহার হস্তে আমার প্রাণ আছে, তাহার শপথ ! তওরাতে, ইনজিলে, যবুরে (এমন কি) কোরআনেও ইহার ন্যায় ছুরত অবতীর্ণ হয় নাই, ইহা পৌনঃপুনিক পাঠ্যের অন্তর্গত সপ্তক, অথবা (বলিলেন ইহা) পৌনঃপুনিক পাঠ্য সপ্তক এবং মহিমান্বিত কোরআন,—আহমদ, দারমী, তিরমিযি, নাছায়ী, হাকিম ও বয়হকি। *

৬। আলকনয ধনাগার। الكنز —

(ক) আনছ বিনে মালেক (রাঃ) বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ফাতিহাতুল কিতাব প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে আমার আরশের ধনভাণ্ডার হইতে আমি ইহা আপনাকে প্রদান করিলাম,—শোআবুল ঈমান। †

(খ) আলি মুর্ত্তযা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আরশের নিম্নস্থ ধনাগার হইতে ফাতিহাকে অবতীর্ণ করা হইয়াছে,—মুছনদে ইবনেরাহওয়ে। †

(গ) ওয়াহেদী আছবাবুন্নযুল গ্রন্থে এবং ছাআলবী আপন তফছিরে আলিমুর্ত্তযার (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ফাতিহা আরশের নিম্নস্থ ধনভাণ্ডার হইতে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে। ‡

৭। আলহাম্‌দ—প্রশংসা। الحمد —

(ক) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, আলহাম্‌দ উম্মুল কোরআন ও উম্মুল কিতাব ও আছ-ছাবউল মাছানি,—দারমী ¶

* দারমী, ৪৩০ পৃঃ; তিরমিযি : (৪) ৪২ পৃঃ; হাকিমের মুছতাদরক : (১) ৫৫৭ পৃঃ; দুররে মনছুর : (১) ৪ পৃঃ।
† দুররে মনছুর : (১) ৫ পৃঃ।
‡ ইৎকান, ১২ পৃঃ। ¶ দারমী, ৪৩০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

(খ) আবূ হোরায়রার (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমরা আল্হাম্দ পড়িবে, তখন বিছ্মিল্লাহির রহমানির রহিম পাঠ করিও,——দারকুৎনী ও বয়হকি। *

৮। আছ্ছালাৎ—নমায, প্রার্থনা। الصلوة —

আবু হোরায়রার (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ বলেন, আমি ছালাৎ কে আমার ও আমার দাসের মধ্যে আধাআধি ভাবে বণ্টন করিয়াছি, অর্দ্ধাংশ আমার জন্য এবং অর্দ্ধাংশ আমার দাসের জন্য, অর্থাৎ আমার দাস যাহা প্রার্থনা করে, তজ্জন্য,—— মুছলিম, আবূ দাউদ ও দারকুৎনী। †

শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানি আল্হাম্দকে ছুরত-আছ্ছালাৎ নামে অভিহিত করার কারণ সম্পর্কে লিখিয়াছেন : কারণ নমাযে উক্ত ছুরা পাঠ করা فان قراءتها فريضة وهى ফরয, উহা নামাযের ركن تبطل الصلوة بتركها — একটী রুকন (অঙ্গ), উহার আবৃত্তি পরিহার করিলে নমায বাতিল হইয়া যায়, গুনিয়াতুত্তালেবিন, ৮৫৩ পৃঃ।

৯। আন্নুর—জ্যোতিঃ النور —

ইব্নে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক ফেরেশ্তা রছুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিলেন, আপনি দুইটী নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যাহা আপনাকে প্রদান করা হইয়াছে, অথচ আপনার পূর্ব্ববর্তী কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই, একটী ফাতিহাতুলকিতাব, অপরটী ছুরা বাকারাহর শেষাংশ,——মুছলিম, নাছায়ী, হাকেম ও তাবারানী। ‡

১০। শিফা—আরোগ্য। الشفاء —

(ক) আবদুলমালিক বিনে উমায়র (রাঃ) বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : ফাতিহাতুল কিতাব সকল পীড়ার জন্য শিফা,—দারমী। *

(খ) আবদুল্লাহ বিনে জাবির (রাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, ফাতিহাতুলকিতাবে সকল পীড়ার আরোগ্য রহিয়াছে, —আহমদ ও বয়হকি। †

১১। রাকিয়াহ—ঝাড়ফুঁক। الراقية —

আবূছঈদ খুদ্রী (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তিকে কোন বিষাক্ত সরীসৃপ দংশন করায় তাহাকে ছাহাবীগণ ছুরা ফাতিহার সাহায্যে ঝাড়ফুঁক করেন এবং তাহার ফলে লোকটী আরোগ্য লাভ করে। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি কি অবগত আছ যে, ফাতিহা ঝাড় ফুঁকের মন্ত্র?——বুখারী ও হাকিম। ‡

১২। আল্ ওয়াফিয়াহ—সম্পূরক। الوافية —

(ক) সমগ্র কোর্আনে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, ছুরা ফাতিহায় তৎসমুদয়ের সারাংশ উল্লিখিত আছে বলিয়া ছুফ্য়ান বিনে উআয়না ফাতিহাকে ওয়াফিয়া নামে অভিহিত করিতেন,— কাশ্শাফ। ¶

(খ) ছাআলবী বলেন যে, অপর ছুরাগুলি আংশিকভাবে নমাযে পাঠ করা যাইতে পারে, কিন্তু ফাতিহাকে আংশিকভাবে পড়িলে নমায বাতিল হইয়া যায়, উহা পুরাপুরী পাঠ করা অপরিহার্য্য হওয়ায় উক্ত ছুরার নাম ওয়াফিয়াহ হইয়াছে। §

১৩। আল্ কাফিয়াহ্ যথেষ্ট। الكافية —

ছুরা ফাতিহার সাহায্যে অন্যের অভাব পূরণ করা যাইতে পারে, কিন্তু ফাতিহার অভাব অন্য কাহারো দ্বারা পূরণ হয়না বলিয়া আবদুল্লাহ বিনে ইয়াহ্য়া বিনে আবি কছির ছুরা ফাতিহাকে কাফিয়াহ বলিতেন,—ছাআল্বীর তফছির। ‡

* দারকুৎনী, ১১৮ পৃঃ ; ছুনানুল কুবরা : (২) ৪৫পৃঃ।

† মুছলিম : (১) ১৬৯ পৃঃ ; আবুদাউদ : (১) ৩০২ পৃঃ ; দারকুৎনী, ১১৮ পৃঃ।

‡ মুছলিম : (১) ২৭১ পৃঃ : মুছতাদ্রকে হাকিম : (১) ৫৫৮ পৃঃ ; দুররে মনছুর : (১) ৪ পৃঃ।

* দারমী, ৪৩০ পৃঃ।

† দুররে মনছুর : (১) ৪ পৃঃ।

‡ বুখারী : (৩) ১৪৭পৃঃ : মুছতাদ্রক : (১) ৫৫৯পৃঃ।

¶ দুররে মনছুর : (১) ৩ পৃঃ।

§ ইৎকান, ৬৫ পৃঃ। ‡ দুররে মনছুর : (১) ৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৪। আছাছুল কোর্‌আন—কোরআনের ভিত্তি। اساس القرآن –

ইমাম শা'আবী ছুরা ফাতিহাকে "আছাছুল কোর্‌আন" নামে অভিহিত করিতেন,—ছাআলবীর তফছির। *

১৫। ছুরা আদ্‌দো'আ—প্রার্থনা। الدعاء –

১৬। ছুরা আল্‌মাছ্‌আলা—যাচ্ঞা। – المسئلة

মাক্‌ছুল বলেন যে, উম্মুল কোর্‌আন দোআ ও মাছআলা।

১৭। ছুরা আছ্‌ছুওয়াল—ভিক্ষা, প্রশ্ন – السوال

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি তদীয় তফছির-কবিরে ছুরত-ফাতিহার নাম ছুরত-আছ্‌ছুওয়াল উল্লেখ করিয়াছেন।

১৮। ছুরা আত্‌তাফ্‌বিয—সমর্পণ – التفويض

হাফিয ইবনে হজর আছকালানি বুখারীর শরহ ফতহুলবারীতে এই নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

১৯। তা'লিমুল-মাছ্‌আলাহ—প্রার্থনা-পদ্ধতী শিক্ষা। تعليم المسئلة –

আল্লাহর কাছে কি ভাবে কি প্রার্থনা করিতে হইবে, ছুরা ফাতিহায় মানুষকে তাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এই ছুরার অন্যতম নাম তা'লিমুল-মাছআলাহ,—মুযিহুল কোরআন।

হাফিয জালালুদ্দীন ছৈয়ুতি ছুরা ফাতিহার নিম্নোক্ত নামগুলি উল্লেখ করিয়াছেন :

২০। আল্‌ মুনাজাৎ—প্রার্থনা। المناجات –

২১। আশ্‌শুক্‌র—কৃতজ্ঞতা। الشكر –

২২। আশ্‌শাফিয়াহ—আরোগ্যকারী – الشافية

২৩। ফাতিহাতুল কোর্‌আন—কোর্‌আনের ভূমিকা। فاتحة القرآن –

ফাতিহা' ও "উম্মুল-কিতাব' নাম করণের কারণ।

প্রসিদ্ধ আরাবী শব্দ-কোষ লিছানুল আরবে লিখিত হইয়াছে যে, وام الكتاب فاتحة لانه يبتدء بها فى كل صلاة – উম্মুলকিতাব কোর্‌আনের ফাতিহা বা আরম্ভ, কারণ প্রত্যেক নমাযের প্রারম্ভে উহা পঠিত হইয়া থাকে। হাদিছে বলা হইয়াছে যে, উম্মুল কিতাব ই ফাতিহাতুল কিতাব কারণ সকল নমাযে প্রত্যেক ছুরার প্রারম্ভে উহা পঠিত হয় এবং কোরআনেও উহাই সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ করা হইয়া থাকে,—(উম) ২৯৭ পৃঃ।

وجاء فى الحديث ان ام الكتاب هى فاتحة الكتاب لانها هى المقدمة امام كل سورة فى جميع الصلوات وابتدئ بها فى المصحف' فقدمت –

ইমাম রাগেব বলেন যে, ছুরা ফাতিহাকে উম্মুল কিতাব বলার কারণ এই যে, উহা কোরআনের সূচনা, অর্থাৎ উহা হইতে কোরআন নির্গত বা আরম্ভ হয়,—মুফ্‌রদাতুল-কোর্‌আন, ২১ পৃঃ।

وقيل لفاتحة الكتاب ام الكتاب لكونها مبدء الكتاب –

ইমাম বুখারী বলেন যে, এই ছুরার নামে উম্মুল কিতাব হইবার কারণ এই যে, কোর্‌আনে সর্ব্বপ্রথম এই ছুরা লিখিত হইয়া থাকে এবং এই ছুরা পাঠ করিয়া নমায শুরু করা হয়,—বুখারী, তফছির : (৩) ৫৫ পৃঃ।

سميت ام الكتاب لانه يبدء بكتابها فى المصاحف و يبدء بقراءتها فى الصلوة –

মাওয়ার্দ্দি বলেন যে, ইহা কোর্‌আনের অগ্রণী এবং অন্য সকল ছুরা ইহার পরবর্ত্তী ও অনুসারী হইবার কারণে এই ছুরার নাম উম্মুল কোরআন হইয়াছে। এই জন্য সৈন্য বাহিনীর পতাকাকে 'উম্‌' বলা হয়, কারণ উহা অগ্রণী থাকে আর সৈনিক দল তাহার অনুসরণ করে। মক্কাকে সকল জনপদের অগ্রণী হওয়ার জন্য 'উম্মুলকোরা' বলা

سميت ام القرآن لتقدمها وتاخر ما سواها' تبعاً لها' لانها امته وتقدمته و لهذا يقال لراية الحرب :— ام لتقدمها واتباع الجيش لها' ولمكة ام القرى لتقدمها على سائر القرى' وقيل ام الشئ اصله وهى اصل القرآن لانطوائها على جميع اغراض القرآن و ما فيه من العلوم والحكم –

* ছুরে মনছুর : (১) ৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

হয়। কোন বস্তুর মূল 'উম্' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এই ছুরায় কোর্আনের সমুদয় উদ্দেশ্য এবং যাবতীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞান উহাতে সমাবেশিত হইয়াছে—ইত্কান, ৫৬ পৃঃ।

আছ্ছাবউম্ মিনাল মাছানি'—পৌনঃপুনিক পাঠ্য সপ্তক নাম করণের কারণ।

উমর ফারুক (রাঃ) বলেন, যে হেতু নমাযের প্রত্যেক রাক্আতে ছুরা ফাতিহা পাঠ করিতে হয়, সেই জন্য উহাকে মাছানি বলা হইয়াছে,—ইবনে জরির হাছান ছনদ সহকারে উক্ত উক্তি রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন,—দুর্রেমন্ছুর : (১)

আলি মুর্তুযা (রাঃ) বিছ্মিল্লাহ সহ সপ্ত আয়ৎ বিশিষ্ট ছুরা হওয়ার দরুণ আল্হাম্দোকে আছ্ছাবউম্ মিনাল মাছানি বলিয়াছেন,—দার্কুৎনী, ১১৮ পৃঃ।

আল্ফাতিহার বৈশিষ্ট্য।

১। আল্লাহ তাআলা এই পবিত্র ছুরতকে "আল্কোর্আনুল আযিম" বলিয়াছেন,—আল্ হিজর : ৮৭ আয়ৎ।

২। রছুলুল্লাহ (দঃ) ফাতিহাকে কোর্আনের মহত্তম ছুরত (اعظم سورة من القرآن) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন,—আবু ছঈদ বিনুল মুআল্লার বাচনিক বুখারী ও ছুননের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত।

৩। তওরাৎ, যবুর, ইন্জিল এমন কি কোর্আনেও ফাতিহার ন্যায় মহিমান্বিত ছুরা অবতীর্ণ হয় নাই,— দারমি।

৪। কোন নবী বা রছুল ছুরা ফাতিহার ন্যায় ওয়াহি লাভ করেন নাই,—মুছলিম।

ছুরা ফাতিহা কোথায় এবং কখন অবতীর্ণ হইয়াছে ?

ছুরা ফাতিহার অবতরণ সম্পর্কে চারি প্রকার উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম : উহা মক্কায় নবুওতের সূচনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় : উহা মদিনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। মুজাহিদ, যুহরি, আতা, ইব্নেযিয়াদ, আবদুল্লাহ বিনে উবায়দ বিনে উমায়র প্রভৃতি এই অভিমত পোষণ করিতেন। তৃতীয় : ফকিহ আবুল্লায়ছ ছমরকন্দী বলেন যে, ফাতিহার প্রথমাংশ মক্কায় আর শেষাংশ মদিনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। চতুর্থ : কেহ কেহ মনে করেন যে, ফাতিহার মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহা রছুলুল্লাহর (দঃ) উপর দুইবার অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, একবার মক্কায় আর একবার মদিনায়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিমত কোন প্রকারেই গ্রহণযোগ্য নয়, উহা কোরআনের বিরুদ্ধ : কারণ,

১। ছুরা আল্হিজ্রের অন্যতম আয়তে আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে বলিয়াছেন, আমি নিশ্চয় তোমাকে পৌনঃপুনিক পাঠ্যের অন্তর্গত সপ্ত শ্লোক বা সপ্তক প্রদান ولقد آتيناك سبعا من المثاني করিয়াছি। বুখারী প্রভৃতির ন্যায় বিশ্বস্ত গ্রন্থে উক্ত আয়তের তফছির সম্পর্কে রছুলুল্লাহর (দঃ) নিজস্ব উক্তি বর্ণিত হইয়াছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : ছাব্আম মিনাল মাছানির অর্থ ছুরা ফাতিহা। ছুরা আল্হিজ্র যে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে দ্বিমত নাই, সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, ছুরা আল্হিজরের পূর্ব্বেই ছুরা আল্ফাতিহা অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং এই ছুরাকে অবতীর্ণ করার অনুগ্রহ ছুরা আল্হিজ্রে আল্লাহ প্রকাশ করিয়াছেন।

২। ইছলামের কোন নমায ছুরা ফাতিহা ব্যতিরেকে পঠিত হয় নাই এবং নমায যে মক্কাতেই ফর্য হইয়াছিল তাহা সর্ব্বসম্মত রূপে প্রমাণিত।

৩। ওয়াহেদী ও ছাআলবী আপনাপন ছনদ সহকারে হযরত আলির (রাঃ) উক্তি রেওয়াৎ করিয়াছেন যে, আরশের নিম্নস্থ কোষাগার হইতে ফাতিহাতুল কিতাব মক্কায় অবতীর্ণ হয়। আবুউবায়দ আপন ফাযায়েলে যে ছনদ সহকারে এই রেওয়ায়ৎ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা বিশুদ্ধ,—ইৎকান, ১২ পৃঃ।

রছুলুল্লাহর (দঃ) উপর সর্ব্বপ্রথম কি অবতীর্ণ হইয়াছিল, সে সম্বন্ধেও মতভেদ রহিয়াছে। বুখারী মুছলিম, হাকিম, বয়হকি ও তাবারানি প্রভৃতি আয়শা উম্মুল্মোমেনিন ও আবুমুছা আশ্আরির (রাযিআল্লাহো আন্হুমা) বাচনিক রেওয়াৎ করিয়াছেন

যে, সর্ব্ব প্রথম রছুলুল্লাহ (দঃ) এর উপর ছুরা ইক্‌রার প্রথম ৫টি আয়ৎ অবতীর্ণ হইয়াছিল। পুনশ্চ বুখারী ও মুছলিম জাবির বিনে আবদুল্লাহর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, সর্ব্ব প্রথম ছুরা আলমুদ্দাছ্‌ছের নাযেল হইয়াছিল। পূর্ব্ব বর্ত্তী ভাষ্যকারগণের মধ্যে আল্লামা যমখ্‌শরি এবং আধুনিকগণের মধ্যে শায়খ মোহাম্মদ আবদুহু বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছেন যে, ছুরা ফাতিহা সর্ব্বপ্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিল। বায়হকি তাঁহার দালায়েলে আবু ময়ছারা তাবেয়ীর বাচনিক এই মর্ম্মের এক হাদিছও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই হাদিছটী মুর্ছাল অর্থাৎ ইহার ছনদে ছাহাবির নাম উল্লিখিত নাই সুতরাং মর্ফু বিশেষতঃ বুখারী ও মুছলিমের মিলিত ভাবে বর্ণিত হাদিছের সমকক্ষতায় ইহার মূল্য নাই। এক্‌রা ও মুদ্দাছ্‌ছের সম্পর্কিত হাদিছ দুইটীই বিশুদ্ধ এবং এতদুভয়ের বর্ণনার সামঞ্জস্য ও সমাধান এই যে, একত্রিত ভাবে গোটা ছুরা হিসাবে সর্ব্ব প্রথম আল্ মুদ্দাছ্‌ছের অবতীর্ণ হইয়াছিল কিন্তু ওয়াহি রূপে সর্ব্বপ্রথম আলএক্‌রার প্রথম ৫টী আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল, ইহাই সঠিক এবং এই সিদ্ধান্ত অধিকাংশ উলামার পরিগৃহীত। হাকিম ইব্‌নে হাজ্‌র ফৎহুল বারীতে বিশদ রূপে ইহা আলোচনা করিয়াছেন।

(আল্‌ফাতিহার আলোচ্য বিষয় বস্তু)

আলফাতিহাকে উম্‌মুল কোরআন বা গ্রন্থাগ্র বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সমগ্র কোরআনে যে সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, মুখবন্ধ স্বরূপ আলফাতিহায় সে গুলি সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লিখিত আছে। সমগ্র কোরআনের আলোচিত বিষয়-বস্তুগুলি মোটামুটি ভাবে ৫ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। আল্লাহর গুণাবলী সম্বন্ধে সঠিক ধারণা সৃষ্টি করা। নিরীশ্বরবাদ, জড়বাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ও বহু ঈশ্বরবাদের যত অভিশাপ মানুষের মধ্যে অতীত ও বর্ত্তমানকালে পরিদৃষ্ট হয়, আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাবকে তাহার মূল কারণ বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। সৃষ্টিকর্ত্তা সম্পর্কে সর্ব্ব প্রকার ভ্রান্ত মত অপসারিত করিয়া সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করা কোরআনের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

২। কর্ম্মফলের বাস্তবতাকে প্রমাণিত করা। প্রত্যেক দ্রব্যের যে রূপ গুণ সুনিশ্চিত, সকল প্রকার কর্ম্ম ও আচরণের ফলাফলও সেই রূপ অবধারিত। অমৃতের উপকার এবং বিষের ক্ষতি যে রূপ অস্বীকার করা যায় না, সৎকর্ম্মের সুফলও ও অসৎ আচরণের কুফলও তেমনি অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কর্ম্মের উপরোক্ত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে চেতনা সৃষ্টি করা কোরআনের অন্যতম আলোচ্য।

৩। মৃত্যু জীবনের যেমন শেষ পরিণতি নয়, তেমনি মানবজীবন দায়িত্ববিমুক্তও নয়। পার্থিব জীবনের জওয়াবদিহি সকলকেই করিতে হইবে এবং অবিনশ্বর আত্মাকে সুনিশ্চিত রূপে তাহার কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে।

৪। মানব জীবনের উৎকর্ষ ও আল্লাহর ইবাদতের তওফিক তাঁহার সাহায্য ছাড়া অর্জ্জন করা সম্ভবপর নয়।

৫। ইবাদতের পন্থা এবং সাহায্য লাভের উপায় উন্নত জীবনের অধিকারীগণের পরিগৃহীত কর্ম্মপথে নিহিত রহিয়াছে। যাহারা তাঁহাদের কর্ম্মপথের অনুসরণ পরিহার করিয়াছে তাহারা ক্রোধ অথবা ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছে। কোরআনে উল্লিখিত ত্রিবিধ মনুষ্যসমাজের ইতিবৃত্ত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণিত হইয়াছে।

ছুরা ফাতিহায় সমগ্র কোরআনে আলোচিত পঞ্চবিধ বিষয় গুলি সংক্ষিপ্ত ভাবে সমস্তই বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম তিনটী আয়তে প্রথম বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয় চতুর্থ আয়তে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পঞ্চম আয়তে চতুর্থ বিষয় আলোচিত হইয়াছে, ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়তে পঞ্চম বিষয় স্থান লাভ করিয়াছে।

ছুরা ফাতিহার আয়তের সংখ্যা—

আল্‌ফাতিহাহকে পৌনঃপুনিক পাঠ্য-সপ্তক

www.ahlehadeethbd.org

বলা হইয়াছে, অর্থাৎ এই ছুরাতে সর্ব্বশুদ্ধ সাতটী আয়ৎ বা শ্লোক আছে যাহার বারম্বার আবৃত্তি হইতে থাকে। সাতটী আয়তের মধ্যে প্রথম আয়ৎ হইতেছে: "বিছমিল্লাহির রহ্মানির রহিম"।

আবূ হোরায়রার (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন: তোমরা যখন আল্হাম্দ পড়িবে, তখন বিছ্মিল্লাহির রহমানির রহিম পাঠ করিও, উহা উম্মুল কোরআন, উম্মুলকিতাব ও সপ্ত আয়ৎ বিশিষ্ট পৌনঃপুনিক ভাবে পাঠ্য ছুরা এবং বিছ্মিল্লাহির রহমানির রহিম সপ্ত আয়তের অন্যতম,— ছুননে কুবরা: (২) ৪৫ পৃঃ; দারকুৎনী, ১১৮ পৃঃ।

বয়হকি দ্বিতীয় ছনদে আবুহোরায়রার বাচনিক আর একটী হাদিছ উদ্ধৃত করিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, আলহাম্দো লিল্লাহে রাব্বিল আলামিনের সাতটী আয়ৎ তন্মধ্যে বিছ্মিল্লাহির রহমানির রহিম একটী:

انه كان يقول : الحمد لله رب العلمين سبع

آيات احدا هن بسم الله الرحمن الرحيم —

উম্মুল মুমেনিন উম্মে ছালামা, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ, আলি মুর্ত্তযা, আবুহোরায়রা রাযিয়াল্লাহো আন্হুম প্রভৃতি বিছমিল্লাহকে ফাতিহার অন্যতম আয়ৎ হইবার অভিমত পোষণ করিতেন।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষার ইছ্লামি আদর্শ।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান,
বি, এ, বি, টি।

গত সংখ্যায় পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির মৌলিক আদর্শ এবং উহার অন্তর্নিহিত দোষত্রুটীর আলোচনা করিয়াছি। উক্ত আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শে কখনও শরীরের পুষ্টি, কখনও সৌন্দর্য্য চর্চ্চা আর কখনও বা মনোবিকাশের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। "পার্থিব জীবন যাপন ও উন্নতি সাধনের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি"র উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ শিক্ষার মূলনীতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই আদর্শকেও আবার ভৌগলিক সীমা রেখায় সীমাবদ্ধ একেকটা দেশের তথাকথিত জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষন ও কল্যাণ বর্দ্ধনের অনুপ্রেরণায় কার্য্যতঃ সঙ্কীর্ণতর গণ্ডিধারায় সঙ্কুচিত করিয়া ফেলা হইয়াছে। মধ্যযুগে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাবে পার্থিব ভোগলিপ্সা ও ঐশ্বর্য্য ভোগের পরিবর্ত্তে কঠোর সন্ন্যাসব্রত ও বৈরাগ্যের আদর্শ প্রচারিত হইয়া পুনঃ বিপরীত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং যুক্তিবাদী মননশীলতার ঘাত প্রতিঘাতে শিক্ষানীতি পূর্ণ মাত্রায় বস্তুতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং সৃষ্টিকর্ত্তাকে নির্ব্বাসিত ও পরপারের চিন্তাকে অপসারিত করিয়া অত্যাধুনিক শিক্ষা—জাগতিক-প্রয়োজনের তাকিদ মিটাইবার বিধি ব্যবস্থার মধ্যেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। এই শিক্ষা মানুষের জীবিকার মানদণ্ড উঁচু করিবার নাম করিয়া নিত্য নব নব অভাবের সৃষ্টি করিয়া দেয়, রম্য পরিচ্ছদ, সুউচ্চ প্রাসাদ, আরাম ও আয়াসের শতরূপ উপকরণ সংগ্রহের জন্য প্ররোচিত করিয়া তোলে। ফলে লালসা ও পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি বল্গা মুক্ত হইয়া যায়। বিবেক বিবেচনা শক্তি হারাইয়া ফেলে। নিপীড়িতের মস্তক চর্ব্বণে এবং দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব গ্রহণে নিস্তেজিত বিবেক কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না।

এখন ইছলামি দৃষ্টি ভঙ্গিতে শিক্ষার আদর্শ কী এবং উহার সহিত পাশ্চাত্য আদর্শের মূলগত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পার্থক্য কোথায় তাহাই আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

শিক্ষার ইছলামি আদর্শ বুঝিতে হইলে ইছলামি দৃষ্টিতে এই জগতে মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি তাহাই সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে হইবে।

আল্লাহ মানুষকে আশরাফুল মাখ্লুকাত বা সৃষ্টজগতের সেরা রূপে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার প্রতিনিধিত্বের গৌরবান্বিত পদ মর্য্যাদা দিয়া দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন। জগতে কোন সম্রাট বা রাজার প্রতিনিধি অথবা কোন ব্যবসায়ীর গোমস্তা যেমন তাহাদের উপর আরোপিত কার্য্যাবলি নির্দ্ধারিত নিয়মে প্রতিপালন করিয়া তাহাদের প্রতিনিধিত্বের মর্য্যাদা রক্ষা ও আপন প্রভুর সন্তুষ্টি বিধানে সমর্থ হইতে পারে তেমনই মানুষও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতিনিধি হিসাবে দুনিয়ায় তাহার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যভার যথাযথ প্রতিপালন, তাঁহার ইচ্ছাকে কার্য্যকরী ও বিধানকে বলবৎ করিয়াই বিশ্ব প্রভুর তুষ্টি সাধন এবং মানব জীবনকে সার্থক ও সাফল্য মণ্ডিত করিতে পারে। সম্রাট্ প্রতিনিধিকে যেমনভাবে আপন সম্রাটের নিকট রাজ্য পরিচালনার কার্য্যবিবরণী এবং গোমস্তাকে মালিকের নিকট ব্যবসায়ের হিসাব নিকাশ প্রদান করিতে হয় তেমন ভাবেই মানুষকেও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চরম প্রভু ও পরম কর্ত্তা আল্লাহ তা'লার নিকট জীবন শেষে ন্যস্ত দায়িত্ব ও অর্পিত কর্ত্তব্য সাধনের পর গমন করিয়া আপন আপন কার্য্য-বিবরণীর ডাইরি দাখিল করিতে হইবে। মানুষকে এই জন্য পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় এবং মুছলমানের মৃত্যুতে প্রত্যেক মুছলমানকে উচ্চারণ করিতে হয় :—

انا لله وانا اليه راجعون — আমরা আল্লাহরই জন্য এবং তাঁহার দিকেই আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিব।

মুছলমানকে ইহা ঘোষণা করিতে শিখান হয় : ان صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العلمين — আমার সব আরাধনা সব উপাসনা, আমার সব কোরবানি সব ত্যাগ, আমার জীবন আমার মরণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহরই জন্য।

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? তাহাকে প্রতিনিধিত্বের মর্য্যাদা দেওয়ার কারণ কি? আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কোরান মজিদে বর্ণনা করেন :—

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون — আমি জিন এবং মানব মণ্ডলীকে আমার দাসত্ব (স্বীকার এবং উহা কার্য্যকরী করা) ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই।

অন্য আয়তে আল্লাহ তা'লা বলেন :—

وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين — আল্লাহ ভিন্ন আর কাহারও বন্দেগী ও দাসত্ব করার আদেশ তাহাদিগকে (মানব মণ্ডলীকে) প্রদান করা হয় নাই। সর্ব্ব দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া তাহারা বিশুদ্ধ ও একনিষ্ঠ ভাবে আপন ধর্ম্ম এতাঅৎকে তাঁহারই জন্য সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে।

কোরআনি শিক্ষা হইতে বুঝা যাইতেছে যে আল্লাহর পূর্ণ দাসত্বের শৃঙ্খল বরণ করিতে পারিলেই অর্থাৎ তাঁহার নির্দ্দেশ মত মানবের বাক্য ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত এবং তাঁহারই ইঙ্গিতানুসারে জীবনের প্রতি কার্য্য-কলাপ পরিচালিত করিলেই প্রতিনিধিত্বের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে, মানব জীবন সার্থক হইবে।

ন্যায়, অন্যায় ও কর্ত্তব্যবোধ আল্লাহ তা'লা মানুষের ফেৎরতের ভিতর সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সুন্দর ও অসুন্দর চিনিবার জন্য উপযুক্ত চক্ষু দিয়াছেন, ভাল মন্দ শুনার জন্য কর্ণ দিয়াছেন এবং ন্যায় ও অন্যায় বাচাই করার জন্য চিন্তাশক্তি সমন্বিত অন্তর ও বিবেক প্রদান করিয়াছেন। তদুপরি যুগে যুগে দেশে দেশে হাদী ও রাহবর রূপে নবীদিগকে প্রেরণ করিয়া তাহাদের চক্ষু কর্ণ ও বিচার শক্তিকে সজাগ করিয়া দিয়াছেন; সর্ব্বশেষে

هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم ايٰته و يزكيهم و يعلمهم — সেই আল্লাহ তা'লা— নিরক্ষর লোকগণের মধ্যে তাহাদের ভিতর হইতে রছূল প্রেরণ করিলেন। তিনি

www.ahlehadeethbd.org

তাহাদের নিকট তাঁহার آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و الحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين - আয়াত সমূহ পাঠ করেন এবং তাহাদের (আত্মা ও চরিত্র কে) পরিশুদ্ধ করিয়া তোলেন, তাহাদিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করেন যদিও তাহারা পূর্ব্বে অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।

এই আখেরী নবী ও ছাইয়েদুল মুর্ছালিন হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর মারফত আল্লাহ তা'লা সর্ব্ব প্রথম যে অমৃত বাণী মানব মণ্ডলীর উদ্দ্যেশ্যে প্রচার করিলেন তাহা পাঠ বা শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দ্দেশাবলী : তোমার প্রভুর নাম লইয়া পাঠ কর, যে আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি মানুষকে একবিন্দু জমাট রক্ত হইতে পয়দা করিয়াছেন। পাঠ কর এবং তোমার প্রভু মহিমান্বিত যিনি (মানুষকে) কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন ; মানুষ যাহা জানিতনা তাহা তাহাকে শিখাইয়াছেন। এই আয়াত শরিফের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করিলে ইহাতেই ইছলামি শিক্ষার মূলনীতির অনুসন্ধান মিলিবে এবং পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য শিক্ষার সহিত উহার মূলগত পার্থক্যও পরিদৃষ্ট হইবে।

اقرا باسم ربك الذى خلق - خلق الانسان من علق - اقرا و ربك الاكرم - الذى علم بالقلم - علم الانسان مالم يعلم -

বলা হইয়াছে— মানব সর্ব্বপ্রথম তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা প্রতিপালক ও চরম লক্ষ্য আল্লাহ তা'লার নাম লইয়া শিক্ষা আরম্ভ করিবে। তাহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে— কত নগন্য ও হীন বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়া পরম দয়ালু আল্লাহ তা'লা তাহাকে সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু রূপে ধরাপৃষ্ঠে আনয়ন করেন, তাহাকে জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রদান এবং কলমের ব্যবহার শিক্ষা দিয়া তাহাকে ক্রমে ক্রমে বহু অজ্ঞাত, অজানিত ও অনাবিষ্কৃত তথ্যের সন্ধান প্রদান করেন। নানাবিধ ভোগের উপকরণ এবং আনন্দ পরিবেশনের সামগ্রী দ্বারা মানব জীবনকে সুখময় ও ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত করিয়া তোলেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ ও অপরিণাম দর্শী মানব অক্লেশে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সুখ সামগ্রী সম্মুখে পাইয়া জীবনের চরম লক্ষ্যের কথা বিস্মৃত হইয়া নিজকে অভাবশূন্য এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবিয়া বসে। আল্লাহ এই আত্ম-বিস্মৃত মানব-জাতিকে সাবধান করিয়া স্মরণ করাইয়া দেন যে মানুষের সঙ্কীর্ণ পার্থিব জীবনই সব নয়, শেষ নয়। উহা তাহার প্রকৃত জীবনের ক্ষুদ্রতম অংশ এবং ভিত্তি-ভূমি। আল্লাহর খলিফা রূপে মানুষ পরম প্রভুর ইচ্ছা ও হুকুমকে আপন পার্থিব জীবনে কিভাবে রূপায়িত করিয়া তুলিল, তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাকে উহার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব প্রদান করিতে হইবে।

মানব শিশু অসহায় অবস্থায় পরমুখাপেক্ষী হইয়া ধরাধামে আগমন করে কিন্তু বিরাট সম্ভাবনার বীজ ও অফুরন্ত কর্ম্ম-সাধনার অবিকশিত শক্তি তাহার অন্তরে লুক্কায়িত থাকে। ইছলামি শিক্ষা এই অন্তর্নিহিত শক্তিনিচয়ের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, উহাকে কল্যাণকর কার্য্য-পথে পরিচালিত করে— আপন প্রভু এবং সৃষ্টজগতের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করে। ইছলামি দৃষ্টিতে শিক্ষা Advancement in itself বা স্বয়ং উন্নতি নহে, উহা লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ, সমৃদ্ধি আনয়নের উপায় মাত্র। ইছলামি দৃষ্টিতে যে শিক্ষায় কোন কল্যাণ নাই, উপকার লাভের ব্যবস্থা নাই তাহা প্রকৃত শিক্ষা নহে। রছুলুল্লাহ (দঃ) কল্যাণহীন শিক্ষা হইতে আল্লাহর নিকট পানা চাহিয়াছেন, এবং উম্মতদিগকে চাহিতে বলিয়াছেন :—

اللهم انى اعوذ بك من علم لاينفع -

হে আল্লাহ, যে শিক্ষায় কল্যাণনাই আমি তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি।

রছুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলিয়াছেন :—

ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لاينتفع بعلمه — دارمى -

আল্লাহর নিকট কিয়ামত দিবসে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিগণিত হইবে সেই শিক্ষিত ব্যক্তি, যাহার লব্ধজ্ঞান দ্বারা

কোন উপকার সিদ্ধ হয় না।

ইছলামি শিক্ষা মানুষকে স্বার্থসর্ব্বস্ব ও ঐশ্বর্য্য-লোলুপ করিয়া তুলিবে না। উহা শিক্ষার্থীর নিজের এবং মানুষের বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োজিত হইবে। যে শিক্ষা এই মহান ব্রত উদ্‌যাপনে সক্ষম হইবে না সেই শিক্ষা সম্বন্ধে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ধনৈশ্বর্য্য আল্লাহর রাহে খরচ করা হয় না (যক্ষধনের ন্যায় আগলাইয়া রাখা হয়) কল্যাণ-বিহীন শিক্ষা উহারই সহিত তুলনীয়।

مثل علم لاينتفع به كمثل كنز لاينفق منه فى سبيل الله - احمد - دارمى -

পাশ্চাত্য শিক্ষা নীতির ন্যায় ইছলামি শিক্ষা Preparation for life or Preparation for complete living জীবিকা নির্ব্বাহের প্রস্তুতি মাত্র নহে। শুধু পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনে যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, আল্লার সন্তুষ্টি অর্জ্জনের ব্যবস্থা যে শিক্ষায় নাই রছুলুল্লাহ (দঃ) তদ্রূপ শিক্ষার পরিণাম ফল সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—

من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله - لايتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعنى ريحها - احمد - ابو داود وابن ماجه -

যে ব্যক্তি এমন শিক্ষা লাভ করে যদ্দারা আল্লার সন্তুষ্টি অর্জ্জনের পরিবর্ত্তে শুধু পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা হয় সে কিয়ামত দিবসে—বেহেশ্‌তের সুগন্ধি প্রাপ্ত হইবে না।

অবশ্য শুধু পরকালের চিন্তায় পার্থিব প্রয়োজনকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে হইবে, সংসারকে একটি মায়া মরীচিকার স্থান মনে করিয়া খৃষ্টান পাদ্‌রী ও পৌরাণিক যুগের ভারতীয় মুনি ঋষিদের ন্যায় সন্ন্যাসব্রত ও বৈরাগ্যের আদর্শ ধরিতে হইবে এমন কথা ইছলাম বলে না। لارهبانية فى الاسلام ইছলামে বৈরাগ্যের স্থান নাই। ইছলাম দুনিয়া ও আখেরাতের, দেহ ও আত্মার অপূর্ব্ব সংযোগের বাণীই প্রচার করে, সমন্বয়ের বিধানকেই রূপায়িত করিয়া তোলে।

তথাকথিত সভ্য জগতের কোথাও উনবিংশ শতাব্দীরশেষ ভাগে আর কোথাও বিংশ শতাব্দীতে—সাধারণ শিক্ষাকে আইনের সাহায্যে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে, জগতের অনেক দেশ এখনও সে ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ইছলাম সাড়ে তেরশত বৎসর পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছে:

طلب العلم فريضة على كل مسلم - ابن ماجه

বিদ্যার্জ্জন করা প্রত্যেক মুছলমানের উপর অবশ্য কর্ত্তব্য।

من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع - ترمزى

জ্ঞানের অনুসন্ধানে বহির্গত ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তন না করে সে পর্য্যন্ত সে আল্লাহর রাস্তায় অবস্থান করে।

اطلبوا العلم ولو كان بالصين - بيهقى

চীন দেশে যাইতে হইলেও জ্ঞানের অনুসন্ধান কর।

বলা বাহুল্য তখন চীন কিম্বা অন্য কোন দূর দেশে মুছলমানের জন্য পারলৌকিক ও ধর্ম্মীয় জ্ঞান লাভের দূরতম সম্ভাবনাও ছিলনা, সুতরাং নিঃসন্দেহে উপরোক্ত হাদিছে সাধারণ জ্ঞান শিক্ষার জন্যই উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। জ্ঞান ও শিক্ষা যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া যাইবে, মুছলমান নিঃসন্দেহে তাহার হারাধনরূপে الحكمة ضالة المومن তাহা আহরণ করিবে, কিন্তু আহরণ কালে ইছলামী হদুদ বা সীমারেখা লঙ্ঘন করা কিম্বা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিস্মৃত হইলে চলিবে না। যে শিক্ষা মানুষের মনে আল্লার প্রকৃত আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেনা, তাঁহার অপার কুদরতের মহিমা বুঝিবার প্রেরণা জাগ্রত করেনা বরং মুশরেকানা জাহেলিয়তের দিকে অলক্ষে আকর্ষণ করিয়া লয়, যে শিক্ষা শিক্ষার্থীর মন হইতে পরকালের ধারণা মুছিয়া ফেলে, পুণ্যের আগ্রহ প্রশমিত করে, এবং পাপের ভীতি তিরোহিত করিয়া দেয়, ইছলামি দৃষ্টিতে উহা শিক্ষা নহে; কুশিক্ষা; সুতরাং অবশ্য বর্জ্জনীয়।

www.ahlehadeethbd.org

ইছলাম স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিয়ামত দিবস পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল জগতের সমস্ত অবস্থাকে সমন্বিত ও সমীকৃত করিয়া লইয়া চলিবার শক্তি ইছলামের বিদ্যমান রহিয়াছে। দেশের পার্থক্য ও কালের দূরত্ব ইছলামের মহিমা খর্ব্ব করিতে পারে না।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রচারিত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বর্ণযুগের মুছলমানগণ মছজিদকে কেন্দ্র করিয়া অনাড়ম্বরভাবে শাস্ত্রীয় ও পার্থিব উভয় প্রকার জ্ঞান সাধনায় লিপ্ত হইয়া যান এবং যে মহাজ্ঞান ও বাস্তব বিদ্যা শিক্ষা করেন তদ্দ্বারাই তাঁহারা একদিকে ইছলাম প্রচারের মহান ব্রত উদ্‌যাপন এবং অন্য দিকে বিজয় অভিযান ও সাম্রাজ্য পরিচালনায় সক্ষম হন; একদিকে জ্ঞান বিজ্ঞানের শত সহস্র রহস্যের নব নব দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া বিশ্বের জ্ঞান রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করেন অন্য দিকে আদর্শ শিক্ষার সাহায্যে গঠিত অনুপম চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া বিশ্ববাসীকে সুমহান ইছলামের পানে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন।

কিন্তু মুশরেকানা জাহেলিয়তের প্রভাব, বিলাস ও আড়ম্বরের ছোঁয়াচ এবং পার্থিব ভোগ লিপ্সার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক যখন হইতে মুছলমানের সমাজ জীবনে প্রবেশ করিল এবং উহার অপরিহার্য্য প্রতিক্রিয়া শিক্ষা ব্যবস্থাতেও শুরু হইল, ইছলামি শিক্ষার বৈশিষ্ট্য তখন হইতে অবলুপ্ত হইল।—ফলে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রকৃত উৎস কোরআন ও হাদিছের ভিত্তিতে ধর্ম্ম ও পার্থিব শিক্ষার—সমন্বিত আদর্শের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া একদিকে সাহিত্য, অলঙ্কার এবং ধর্ম্ম বিরোধী নাক্ষত্র বিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র এবং অন্য দিকে ফেকা, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতির দিকে মুছলমানগণের অনুরাগ বাড়িয়া গেল; শিক্ষা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একটি পার্থিব শিক্ষা অন্যটি দিনী এল্‌ম নামে অভিহিত হইতে লাগিল। উক্ত রূপ শিক্ষার কুফল এবং ভয়াবহতায় চিন্তিত হইয়া মধ্য যুগের ইছলামের দার্শনিক পণ্ডিত এমাম গাজ্জালী তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত পুস্তক "কিমিয়ায়ে সা'দতের" বিদ্যার্জ্জন পরিচ্ছেদে যে মন্তব্য করেন তাহা আজ বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন,— "পীড়িত ব্যক্তি ঔষধ পরিত্যাগ করিয়া কুপথ্য ভোজন করিলে পীড়ার মূল কারণগুলি লুপ্ত না হইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেই রূপ সংসার লোভী ব্যক্তি কোরান, হাদিছ ও সংগুণ বর্দ্ধক নীতি শিক্ষা না করিয়া সাংসারিক আসক্তি-বৃদ্ধিকর বিদ্যা শিক্ষা করিলে মনে শত্রুতা, সাধুতার ভান, অভিমান, অঙ্গীকার-ভঙ্গ, স্বার্থপরতা, কপটতা, যশোলোভ, ধনাসক্তি, প্রভুত্বপ্রিয়তা ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তির বীজ রোপিত, অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে; তদ্রূপ বিদ্যা যত অধিক শিক্ষা করিবে, উক্ত প্রকার মন্দ স্বভাবও ততই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে থাকিবে। যাহারা ফেকা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া দাবী করে অথবা উক্ত প্রকার ধর্ম্ম বিরোধী বিদ্যা ও শিক্ষায় ব্যাসক্ত থাকে তাহাদের সঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য"।

(সৌভাগ্য স্পর্শ মণি—দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৫ পৃঃ)

ইমাম গাজ্জালী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ৮ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রারব্ধ শিক্ষার কুফল সম্বন্ধে অবহিত হইয়া যে আশঙ্কা প্রকাশ এবং সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন, কালক্রমে তাহা ব্যাপক ভাবে বিস্তারিত হইয়া মুছলিম জাহানের জাতীয় জীবনকে কলুষিত ও অভিশপ্ত করিয়া তোলে।

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব যুগে এই অভিশাপ পূর্ণরূপে প্রকটমান হইয়া উঠে। আকবর মুশরেকানা শিক্ষা, হিন্দুয়ানী প্রথা পদ্ধতির প্রচলন দ্বারা যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপন করেন তাহা বর্দ্ধিত হইয়া শাহজাহানের সময়ে আকবরের মানস-পুত্র দারা-শিকোর চেষ্টা ও প্রভাবে পারসিক সুফি মতবাদ এবং ভারতীয় অতীন্দ্রিয় মরমিবাদ—(Mysticism) এর সংমিশ্রণে সতেজ বৃক্ষে রূপান্তরিত হইয়া উঠে। শরিঅতের পাবন্দ আওরঙ্গজেব শত-চেষ্টা করিয়াও উহার গতিরোধ করিতে পারেন নাই। হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের যে দার্শনিকক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, শিক্ষালয় ও বাস্তব জীবনেও উহার বিষ-প্রভাব ছড়াইতে থাকে। যে কোরান মজিদ ও হাদিছে রছুল

www.ahlehadeethbd.org

দ্বিধা বিভক্ত আরববাসীর অন্তরে যুগ যুগ সঞ্চিত কালিমা রাশি বিধৌত করিয়া অপূর্ব্ব জাতীয় উন্মাদিনী শক্তি সঞ্চারিত করে এবং মুছলমানদিগকে দুনিয়ায় এক আদর্শ সভ্যতা স্থাপনে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে তাহা এই যুগে প্রধানতঃ ভূত ছাড়ান ও রোগ দূরিকরণের উদ্দেশ্যে ঝাড়াফুকের মন্ত্ররূপেই ব্যবহৃত হইতে থাকে। মাদ্রাছা সমূহে ছাত্রগণ কোরান হাদিছের অধ্যয়ন এবং স্বাধীন চিন্তা ও মননশক্তির সাহায্যে উহার অর্থ উপলব্ধি ও ইজ্‌তেহাদি শক্তির বিকাশ সাধনের সুযোগলাভের পরিবর্ত্তে ফেকা শাস্ত্রের আনুমানিক মাছায়েল এবং গ্রীক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা বর্জিত মন্‌তেক প্রভৃতির দুরূহ শিক্ষা গলাঃধকরণ করিতে থাকে। ফলে এইরূপ সঙ্কীর্ণ ধারায় তক্‌লিদী-শিক্ষা প্রাপ্ত আড়ষ্ট-বুদ্ধি শাস্ত্রকারগণ বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে ও চিন্তাজগতে কোনঠাসা হইয়া পড়ে এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে তথাকথিত যুগের দাবীতে জ্যোতিষ বিদ্যাবিশারদগণ শাসক, আমলা ও আমির ওমরাহদের পরামর্শদাতার আসন অধিকার করিয়া বসে। পতন যুগে এই অবস্থার আরও—অবনতি ঘটে। কিন্তু ইংরাজ আমলের প্রথমে আহ্‌লে হাদিছ আন্দোলনের বিপুল প্রভাব ও জোর প্রচার ফলে দেশে আরবী শিক্ষগার সমূহে কোরান হাদিছের অধ্যয়ন শুরু হইয়া যায়। সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্রে মুছলমানগণকে ইংরাজ প্রবর্ত্তিত শিক্ষার প্রতি দীর্ঘ দিন অসহযোগিতার পর অবশেষে সেই শিক্ষা বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইলেও উক্ত শিক্ষার প্রতি তাঁহাদের অন্তরে অসন্তোষের ধূম্র পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। নব জাগরনের সূত্রপাতে মুছলমানগণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করিয়া—Muslim League ও Muslim Educational Conference এর মধ্যস্থতায় শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন চালাইতে থাকে। ফলে মুছলিম শিক্ষার পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য সরকারী ও বেসরকারী ভাবে বিভিন্ন কমিটি নিযুক্ত ও রিপোর্ট প্রস্তুত হয়। ব্যক্তিগতভাবে কতিপয় শিক্ষাবিদ্ ও লেখক এই সম্পর্কে বহি-পুস্তক ও পত্রিকায় কিছু কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইছলামি আদর্শবাদের ভিত্তিতে মুছলিম শিক্ষার বুনিয়াদ রচনার কথা ঐ সব লিখায় উল্লিখিত হইলেও শিক্ষার ইছলামি আদর্শ কি, সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট সংজ্ঞা কোথাও প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। পাকিস্তান অর্জ্জিত হওয়ার পর দিকে দিকে ইছলামি আদর্শবাদের ভিত্তিতে শিক্ষার আমূল সংস্কার ও পুনর্গঠনের জোর দাবী উঠিয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ মহল হইতেও প্রচলিত শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার আশু পরিবর্তনের আশ্বাস ও ঘোষণা বাণী বহু কণ্ঠে বহু বার উচ্চারিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক পাকিস্তানের বিশিষ্ট শিক্ষা বিদ্‌গণকে লইয়া শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (Advisory Board of Education) গঠিত হইয়াছে। করাচী পেশোয়ার ও ঢাকায় ইতিমধ্যে বোর্ডের ৩টি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ সরকারও একটি শিক্ষা সংস্কার কমিটী এবং উহার অধীনে ৫টি সাব কমিটী গঠিত করিয়াছেন। কমিটীর পক্ষ হইতে শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে জনমত সংগ্রহের জন্য কতিপয় প্রশ্নাবলীও প্রচারিত হইয়াছে। কমিটীর তদন্তফল ও অভিমতযুক্ত রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ঘোষণা, তদন্ত ও আলোচনার কাজ পুরা পুরিই চলিতেছে এবং এজন্য অকৃপণ হস্তে অর্থও ব্যয় হইতেছে, এখন বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে ধীর প্রকৃত কার্য্য কিছু হইলেই শাসন কর্ত্তৃপক্ষ দেশবাসীর অটুট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারেন।

প্রকৃত ইছলামি শিক্ষার উপরেই পাকিস্তানের প্রচারিত আদর্শের কার্যকারিতা, নবজাত রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ এবং ইছলামের গৌরব বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। শাশ্বত ইছলামের চিরন্তন নীতির ভিত্তিতে পাকিস্তানের শিক্ষার আদর্শ নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। কোরান মজিদের পূর্ব্বোল্লিখিত আয়াত এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) এর শিক্ষা সংক্রান্ত উক্তি সমূহের সহিত বর্ত্তমান জাগতিক প্রয়োজনের সংযোগ রক্ষা—করিয়া পাকিস্তানের ভাবী শিক্ষা-নীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং তজ্জন্য নিম্নলিখিত বিষয় গুলির

www.ahlehadeethbd.org

(Points) প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে :—

১। ইছলামের মূল মন্ত্র—"কলেমা তৈয়েবা" হইবে আমাদের শিক্ষাদর্শের ভিত্তিমূল অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে শিখাইতে হইবে যে,

(ক) আল্লাহ মানুষের চরম প্রভু, পরম কাম্য এবং একমাত্র উপাস্য।

(খ) মানুষ দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধি বিধায় তাহাকে আল্লাহর নির্দ্দেশিত পথে চলিতে হইবে।

(গ) সমস্ত মানব মণ্ডলীকে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, পার্থিব জীবনের সমস্ত কার্য্যাবলীর হিসাব নিকাশ তাঁহার নিকট পেশ করিতে হইবে।

(ঘ) হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ এবং সর্ব্বশেষ নবী। তাঁহার নবুয়ৎ কিয়ামৎ কাল পর্য্যন্ত জারি থাকিবে। তিনি সকল দেশের সর্ব্ব যুগের সমস্ত মানুষের সর্ব্বোত্তম আদর্শ।

(ঙ) রছুলুল্লাহ (দঃ) এর জীবনাদর্শে মুছলমানের চরিত্র গঠন করিতে হইবে, আচরণ সংশোধিত করিতে হইবে;

২। শিক্ষার্জন সমস্ত মুছলমানের ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্য, শিক্ষার সুযোগ লাভ তাহার জন্মগত অধিকার।

(ক) আল্লাহ প্রত্যেক মানবের অন্তরে শক্তি ও সাধনার যে বীজ নিহিত রাখিয়াছেন রাষ্ট্রকে তাহা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) শিক্ষার সাহায্যে বিকশিত শক্তি ও স্ফূরিত প্রতিভাকে নিজের, সমাজের, দেশের, বিশ্বের কল্যাণ ও ইছলামের সেবায় প্রযুক্ত করিতে হইবে।

৩। আল্লাহর সৃষ্টির মহিমা বুঝিতে হইবে, তাহার প্রদত্ত নেয়ামত গ্রহণ ও উপভোগ করিতে হইবে।

(ক) আল্লার হুদুদ বা সীমা রেখার ভিতর থাকিয়া মানব, প্রাণী ও জড় জগতের সৃষ্টি ও স্থিতির অনন্ত রহস্য এবং উহাতে খোদার কুদরৎ মহিমা বুঝিতে হইবে। বস্তু ও কার্য্যের কারণ ও ফল (Cause & effect) বুঝিয়া মানুষের জন্য প্রদত্ত আল্লার নেয়ামৎ উপভোগ এবং কল্যাণপ্রদ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। সহজ কথায় ইছলামের ভিত্তি ভূমিতে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞান পাঠ করিতে হইবে।

(খ) হুদুদের মধ্যে অবস্থান করিয়া বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার সুফল গ্রহণ করিতে হইবে। কুফল হইতে নিজেদের বাঁচিবার এবং অপর সমাজ, দেশ ও জাতিকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪। শিক্ষা ব্যবস্থায় ইহলোক ও পরলোকের উপযুক্ত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

(ক) পরলোক মানবের স্থায়ী বাসস্থান। ইহলোক অস্থায়ী কিন্তু পরলোকের ভিত্তি ভূমি। ইহলোকে সমাজ বদ্ধ হইয়া মানুষকে বাস করিতে হইবে এবং সকলের শান্তি ও সমৃদ্ধির কথা ভাবিতে হইবে।

(খ) বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া ভিত্তিহীন বৈরাগী শিক্ষা জীবনের ব্যর্থতার দ্যোতক এবং শুধু পার্থিব গরজে নিছক বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষা চরম অভিশাপের বাহক।

(গ) সুতরাং মানুষের উভয় লোকের জন্য কল্যাণকর যে শিক্ষা তাহাই হইবে উত্তম ও আদর্শ শিক্ষা।

(৫) মুছলিম রাষ্ট্র সমূহের সহিত ঐক্য ও যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা, অন্যান্য দেশ ও জাতির সহিত, সহযোগিতা এবং জেহাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির ব্যবস্থা শিক্ষা পরিকল্পনায় রাখিতে হইবে।

(৬) মুছলমানগণের জাতীয় চেতনা—(National consciousness) উদ্দীপিত রাখার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা ও তামাদ্দুনের সহিত সম্যক পরিচিত ও প্রাণের আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে হইবে।

উপরোক্ত বিষয় সমূহের উপর নজর রাখিয়া শিক্ষানীতি নির্দ্ধারিত হইলে তদ্দ্বারা বলিষ্ঠ দেহ বিকশিত মন ও পরিতৃপ্ত আত্মা সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনে আল্লাহর ভীতি এবং মানুষের জন্য প্রীতি ও ভালবাসার ভাব আনয়ন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিবে, চিন্তার গভীরতা ও দৃষ্টির উদারতা (Depth of thought & breadth of vision) সৃষ্টি করিবে এবং হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদ পূর্ণরূপে প্রতিপালনে প্রোৎসাহিত করিবে। ফলে পৃথিবীতে শান্তির হাওয়া বহিতে থাকিবে। আল্লাহর খেলাফতের পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে এবং মানব জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম সার্থকতা অর্জ্জিত হইবে।

সভাপতির অভিভাষণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

——— ০ঃ)(*)(ঃ০ ———

অল্লামাতুল হিন্দ শাহ মোহাম্মদ ইছ্হাক দেহ্লভীর অন্যতম ছাত্র মওলানা মোহাম্মদ আন্ছারী গাযী ছাহারণপুরী আনুমানিক ১২২০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩২০ হিজরীতে মক্কায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি শৈশবে আমির ছৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর হস্তে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ছৈয়দ ছাহেবের শাহাদতের পর মওলানা শাহ ইছ্হাক ছাহেবের প্রচেষ্টায় তদীয় জামাতা মওলানা নছিরুদ্দীন দেহলভী ছাহেবের নেতৃত্বে মুজাহেদিনের এক বিরাট বাহিনী সংগঠিত হয় এবং তাঁহারা ছৈয়দ ছাহেবের পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্র ইয়াগিস্তানের ইলাকার পরিবর্ত্তে সিন্ধুর সীমান্তকে জিহাদের কেন্দ্র স্বরূপ নির্ব্বাচিত করেন। মওলানা নছিরুদ্দীন ছাহেব শিখদের সহিত কয়েকটী খণ্ড-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অবশেষে শাহাদৎ প্রাপ্ত হন। মওলানা নছিরুদ্দীন শহিদের সক্রিয় জিহাদ আন্দোলনের সহিত মওলানা বিলায়েত আলি ছাহেবের কর্ম্মতৎপরতা ও আন্দোলনের যোগাযোগের কোন সূত্র আমি অবগত হইতে পারি নাই, কিন্তু মওলানা নছিরুদ্দিন এবং তাঁহার প্রচেষ্টার কথা মওলানা বিলায়েত আলি ছাহেবের দলভুক্ত লেখকগণ যে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের বহি পুস্তক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। মওলানা নছিরুদ্দিন ছাহেবের শাহাদতের পরে পরেই শাহ ইছ্হাক ছাহেব দিল্লি ছাড়িয়া মক্কায় হিজ্রত করিয়া চলিয়া যান। মওলানা মোহাম্মদ আন্ছারী সিন্ধুর সীমান্তে মওলানা নছিরুদ্দিন শহিদের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

২৪ পরগণার হাকিমপুর যেরূপ মওলানা বিলায়েত আলি ছাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গাযী ইনায়েত আলি ছাহেবের কর্ম্মকেন্দ্র ছিল, তদ্রূপ মওলানা মোহাম্মদও হাকিমপুর কে আহ্লে-হাদিছ আন্দোলনের প্রচার-কেন্দ্ররূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন এবং তথায় বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে কলিকাতা, ২৪ পরগণা, যশোহর, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের অনেক স্থানে তাঁহার প্রচারের ফলে আহ্লেহাদিছ আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠে এবং তওহিদ ও ছুন্নতের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়।

শাহ ইছ্হাক ছাহেবের আর একজন ছাত্র ছিলেন ইলাহাবাদের অন্তর্গত মউ আয়েমার অধিবাসী মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ছাহেব। ব্যবহারিক ছুন্নতের জাগ্রত প্রতীক ছিলেন। তিনিও বাঙ্গালায় আহ্লে-হাদিছ আন্দোলনের প্রচারক রূপে আগমন করেন, কিন্তু আন্দোলনের সক্রিয় রাজনৈতিক অংশের সহিত তাঁহার কোনরূপ সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে হয় না। রাজশাহী যিলার জামিরা গ্রাম তাঁহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ছিল। মওলানা যিল্লুররহিম মঙ্গলকোটীর অন্যতম শিষ্য মওলানা

www.ahlehadeethbd.org

কারামতুল্লাহ ছাহেব তাঁহার প্রধানতম অনুচর ছিলেন। রাজশাহী, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের অনেক স্থানে তিনি ব্যবহারিক ছুন্নতের আদর্শকে ভিত্তি করিয়া স্বতন্ত্র জামাআৎ গঠিত করিয়াছিলেন। ন্যূনাধিক ১৩শত হিজরীর পর মুর্শিদাবাদের বিলবাড়ীয়া নামক গ্রামে পরলোক গমন করেন।

কিন্তু আহ্লেহাদিছ আন্দোলনের ইল্‌মি তব্‌লীগ ও ব্যাপক প্রচার কার্য্য একজন ভাগ্যবান পুরুষসিংহ কর্ত্তৃক যে ভাবে হিন্দ ও বাঙ্গালায় সাধিত হইয়াছিল, অন্য কাহারো দ্বারা তাহার শতাংশও সম্ভবপর হয় নাই। কুৎবুল ইছলাম মওলানা বিলায়েতআলি যেরূপ আন্দোলনের সক্রিয় রাজনৈতিক অংশের নেতা ছিলেন, শায়খুল্‌ইছলাম আল্লামা ছৈয়দ মোহাম্মদ নযির হোছাইন দেহলভীও সেইরূপ আহলে-হাদিছ আন্দোলনের ইল্‌মি তব্‌লীগের ইমাম ছিলেন। আমির ছৈয়দ আহমদের আরব্ধ জিহাদের আন্দোলনকে মওলানা বিলায়েতআলি যেরূপ পুনরায় জাগ্রত ও নূতন বলে বলীয়ান করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেইরূপ আল্লামা ইছমাঈল শহিদ ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ আহলে-হাদিছ আন্দোলনের যে ইল্‌মি আমানৎ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা বহন করার ভার শায়খুল ইছলাম ছৈয়দ নযির হোছাইন স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। দিল্লিতে শাহ ইছ্‌হাক দেহলভীর পরিত্যক্ত মছ্‌নদে ইল্‌মে উপবেশন করিয়া কোরআন ও হাদিছের যে অমৃত-সুধা তিনি প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহার জীবন-স্রোত হিন্দ ও বাঙ্গালার প্রতি প্রান্তকে সঞ্জীবিত করিয়া সুদূর তিব্বত হইতে নজ্‌দ, হিজায ও ইয়ামানের কত তক্‌লিদ-উষর মরুকান্তার ও নীরস পার্ব্বত্য-ভূমিকে যে সরস ও শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? ছৈয়দ মোহাম্মদ নযির হোছাইন ছাহেবের শিক্ষাগার হইতে বহির্গত হইয়া সহস্র সহস্র উলামা আহলে-হাদিছ আন্দোলনের বিজয় পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া হিন্দ ও বাঙ্গালার দিকে দিকে কোরআন ও হাদিছের বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, তাঁহার অদম্য উৎসাহ, প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা ও ছুন্নতের একনিষ্ঠ অনুরাগের ফলে হিন্দ ও বাঙ্গালার পল্লী জীবনেও আহলে-হাদিছ মতবাদ এবং কোরআন ও হাদিছের ব্যবহারিক নির্দ্দেশাবলীর প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। পক্ষান্তরে ঠিক এই সময়ে শাহ আবদুল আযিয ছাহেবের অন্যতম ছাত্র এবং আমির ছৈয়দ আহমদ শহিদের খলিফা মওলানা ছৈয়দ আওলাদহোছাইন কেন্নোজীর যশস্বী পুত্র ভূপালের স্বনামধন্য নওয়াব আল্লামা ছৈয়দ ছিদ্দিক-হোছাইন ছাহেব কোরআন ও ছুন্নতের সাহিত্যিক প্রচার এবং আহলে-হাদিছ আন্দোলনের প্রসার কল্পে তাঁহার ধনভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দেন, হাদিছ ও তফ্‌ছিরের দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহ সুদূর হেজায ও ইয়ামান হইতে সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত ও অনুদিত হইতে থাকে এবং নাম মাত্র মূল্যে দেশের সর্ব্বত্র বিতরিত হয়।

শায়খুল ইছলাম ছৈয়দ নযির হোছাইন মুহাদ্দিছের বিশাল ছাত্র বাহিনীর তালিকা প্রদান করা কোন অভিভাষণের ভিতর সম্ভবপর নয়। মোটামুটি ভাবে হিন্দের প্রসিদ্ধ ছাত্র মণ্ডলীর কতিপয় নাম প্রদান করিতেছি:—

১। আল্লামা হাকিম আলিমুদ্দিন হোছাইন নগর নহছভী, ২। মওলানা নাযের হোছাইন বিহারী, ৩। আওনুল মা'বূদের রচয়িতা আল্লামা আবুৎতাইয়েব শমছুল হক, ৪। মওলানা তালাত্তুফ হোছাইন বিহারী, ৫। মওলানা শাহ আয়নুল হক ফুলওয়ারী, ৬। মাওলনা আলিন্যামৎ,—৭। মওঃ ছোলায়মান ফুলওয়ারী, ৮। মওলানা ছাআদৎ হোছাইন বিহারী, ৯। মওলানা হাফিয আবদুল্লাহ ছাপরাভী, ১০। মওঃ আবদুল আযিয রহিমাবাদী, ১২। মওলানা আবদুন্নুর দ্বারভঙ্গবী, ১২। তুহফাতুল হিন্দের রচয়িতা মওলানা উবায়দুল্লাহ ১৩। মওলানা হাফিয আবদুল ওয়াহহাব নাবিনা, ১৪। মওলানা আবদুল্লাহ গযনভী (— ১২৯৮), ১৫। মওঃ আবদুল জব্বার গযনভী, ১৬। মওলানা আবুল ওফা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (— ১৩৬৭)

www.ahlehadeethbd.org

১৭। কাযী তিলামোহাম্মদ পেশাওয়ারী (— ১৩১০) ১৮। মওঃ বশির ছহছওয়ানি (— ১৩২৬), ১৯। মওঃ আবদুল হক হক্কানি দেহলভী, ২০। শমছুল উলামা ডিপুটি নাযির আহমদ, ২১। মওঃ হাফিযুল্লাহ খান দেহলভী (— ১৩২৪), ২২। মওঃ আবদুর রব দেহলভী, ২৩। হাকিম আজমল খাঁর পিতা হাকিম আবদুল মজিদ দেহলভী, ২৪। মওলানা ইব্‌রাহিম সিয়ালকোটী, ২৫। মওলানা আবুছঈদ মোহাম্মদ হোছাইন বাটালভী, ২৬। মওলানা আবদুল মান্নান উযিরাবাদী, ২৭। মওঃ মোহাম্মদ হোছাইন হাযারভী, ২৮। মওলানা ইউছুফ হোছাইন খানপুরী, ২৯। মওঃ হাফিযুল্লাহ আজমগড়ী, ৩০। মওঃ ছালামতুল্লাহ জয়রাজপুরী, ৩১। মওঃ আবুল মাআলি মোহাম্মদ আলি আজমগড়ী, ৩২। মওলানা আবুলকাছেম বেণারসীর পিতা মওলানা মোহাম্মদ ছঈদ বেণারসী (— ১৩২২) ৩৩। মওলানা হাফেয আবদুল্লাহ টোঁকী, ৩৪। আমির ছৈয়দ আহমদের দৌহিত্র ছৈয়দ মোহাম্মদ ইর্‌ফান, ৩৫। মওঃ আবু ইয়াহয়া শাহজাহানপুরী, ৩৬। মওঃ হাফিয আবদুল্লাহ গাযীপুরী (— ১৩২২) ৩৭। মওলানা আবদুল হালিম শরর লক্ষ্ণৌভী (— ১৩৪৫), ৩৮। তির্‌মিযির অনুবাদক মওলানা বদিউদ্‌যামান, ৩৯। ছিহাহর অনুবাদক মওঃ ওহিদুয্যামান, ৪০। হেদায়ার অনুবাদক মওলানা ছৈয়দ আমির আলি, ৪১। মওঃ শাইখ মোহাম্মদ আন্‌ছারী মিছলিশহরী (— ১৩৩০), ৪২। মওঃ আবদুলজব্বার উমরপুরী, ৪৩। মওঃ ইবরাহীম আরাবী, ৪৪। আহছানুৎতাফাছির সঙ্কলয়িতা— ডিপুটী ছৈয়দ আহমদ হাছান (— ১৩৩৮), ৪৫। তিরমিযির ব্যাখ্যাকার মওলানা আবদুররহমান মোবারকপুরী (— ১৩৫৩)।

আল্লামা ছৈয়দ নযির হোছাইন বাংলা ১২৯২ সালে বাঙ্গালা পরিভ্রমণ কল্পে এদেশে আগমন করেন, মুর্শিদাবাদের দেবকুণ্ড, রংপুরের লালবাড়ী ও রামদেব, রাজশাহীর জামিরা ও যোগীপাড়া প্রভৃতি স্থান সেই সময় তাঁহার পদস্পর্শে ধন্য হইয়াছিল। ছৈয়দ ছাহেবের বাঙ্গালী ও আসামী ছাত্রবৃন্দের যে তালিকা আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহা পুরাপুরী ভাবেই উল্লেখ করিতেছি :

৪৬। আল্লামা মোহাম্মদ বিনে যিল্লুররহিম মঙ্গলকোটী। ৪৭। মওঃ তালেবুররহমান—অর্জ্জুনা, ৪৮। মওলানা ফযলেকরিম, ৪৯। মওলানা নিয়ামতুল্লাহ,—(বর্দ্ধমান)। ৫০। মওলানা আবদুল বারী, ৫১। মওলানা ইফাযুদ্দীন, ৫২। মওলানা আইনুদ্দীন, ৫৩। মওলানা রহিমবখ্‌শ—(২৪ পরগণা)। ৫৪। মওলানা আবদুললতিফ,—(হুগ্লী)। ৫৫। মওলানা মোহাঃ ইছহাক, ৫৬। মওঃ মযাহেরুলহান্‌নান, ৫৭। মওলানা আহমদ, ৫৮। মওঃ আয়েনুদ্দীন, ৫৯। মওঃ ইয়াহয়া, ৬০। মওঃ আবদুর রহমান, ৬১। মওলানা নছিরুদ্দীন, ৬২। মওলানা আবদুলগণি, ৬৩। মওঃ গোলামরহমান, ৬৪। মওলানা তোরাবআলি (খাকীশাহ) (নদীয়া)। ৬৫। মওলানা মোহাম্মদ ইবরাহিম—খলিল-দেব কুণ্ডী, ৬৬। মওঃ হেফাযতুল্লাহ, ৬৭ মওলানা ছলিমুদ্দীন ৬৮। মওলানা আবদুলআযিয, ৬৯। মওঃ নজমুদ্দীন, ৭০। মওঃ ইয়াকুব—(মুর্শিদাবাদ)। ৭১। মওঃ ইনায়েতুল্লাহ, ৭২। মওঃ মওলাবখশ, ৭৩। মওঃ আবদুলহাকিম, ৭৪ মওঃ আমানতুল্লাহ, ৭৫। মওলানা মুফতি আবদুল করিম, ৭৬। মওঃ আবদুছছামাদ, ৭৭। মওলানা আবুমোহাম্মদ ইবরাহিম,—(মালদহ)। ৭৮। মওলানা মোহাম্মদ (বাং—১৩২৪), ৭৯। মওলানা ইছহাক (১৩০৬), ৮০। মওলানা আহমদ (১৩১১), ৮১। মওঃ রহিম বখশ (১৩২১), ৮২। মওঃ আছগরআলি (১৩০৩) ৮৩। মওঃ মওলায়ী, ৮৪। মওলানা নছিরুদ্দীন (বাং ১২৯৯), ৮৫। মওঃ শরিআতুল্লাহ বাদুড়িয়া, ৮৬। মওঃ আবদুলআযিয, ৮৭ মওঃ নছিরুদ্দীন, ৮৮। মওলানা কাদেরবখশ, ৮৯। মওঃ ইছমাঈল, ৯০। মওঃ কফিলুদ্দীন, ৯১। মওঃ ছোলায়মান (রাজশাহী)। ৯২। মওলানা ছায়ফুল্লাহ, ৯৩। মওলানা মোহাম্মদ হোছাইন,— (বগুড়া)। ৯৪। মওলানা আবু মোহাম্মদ আবদুলহাদী, ৯৫।

www.ahlehadeethbd.org

মওঃ আবদুল বাছেৎ, ৯৬। মওঃ মোহাম্মদ ঈছা, ৯৭। মওঃ আবদুল হামিদ, ৯৮। মওঃ আমানতুল্লাহ, ৯৯। মওলানা আবদুল গফুর, ১০০। মওঃ মোহম্মদ হোছাইন, ১০১। মওঃ বশিরুদ্দীন, ১০২। মওঃ আমিরুদ্দীন, ১০৩। মওলানা রিছালুদ্দীন, ১০৪। মওঃ মোহাম্মদ ইয়াকুব, ১০৫। মওঃ ইছহাক, ১০৬। মওঃ ছোলায়মান, ১০৭। মওঃ যমিরুদ্দীন, ১০৮। মওঃ খয়েরুদ্দীন, ১০৯। মওঃ উবায়দুল আকবর, ১১০। মওঃ ইবরাহিম, ১১১। মওঃ আতিকুররহমান,— (দিনাজপুর)। ১১২। মওলানা মোহাম্মদ আবদুলহালিম, ১১৩। মওঃ আতা উল্লাহ, ১১৪। মওঃ শরিআতুল্লাহ, ১১৫। মওঃ খিযরুদ্দীন, ১১৬। মওঃ বেশারতুল্লাহ, ১১৭। মওঃ আমানতুল্লাহ, ১১৮। মওঃ আবদুছ ছালাম,— (রংপুর)। ১১৯। মওঃ দবিরুদ্দিন আবদুর রহমান,— (পাবনা)। ১২০। মওলানা যিল্লুর রহিম আকবর হোছাইন, ১২১। মওঃ খলিলুর রহমান, ১২২। মওঃ হামিদুর রহমান, ১২৩। মওলানা আবদুর রহমান কান্দাহারী, ১২৪। মওঃ আবদুছ ছালাম, ১২৫। মওঃ আব্বাছ আলি, ১২৬। মওঃ আবদুছ ছবুর, ১২৭। মওলানা মোঃ ইলাহি বখ্শ, ১২৮। মওঃ ইছহাক, ১২৯। মওঃ আবদুল হাকিম, ১৩০। মওলানা আবদুল গফুর, ১৩১। মওঃ আবদুল কুদ্দুছ, ১৩২। মওলানা ছৈয়দ খাওয়জা আহমদ,— (ময়মন সিংহ)। ১৩৩। মোল্লা মোহাম্মদ আরিফ, ১৩৪। মওঃ মনছুরুর রহমান, ১৩৫। মওঃ নছিরুদ্দীন, ১৩৬। মওঃ আবদুল্লাহ; ১৩৭। মওঃ ইবরাহিম; ১৩৮। মওঃ হায়দর আলি; (ঢাকা)। ১৩৯। মওলানা হায়দর আলি; ১৪০। মওঃ আছাদ আলি; ১৪১। মওঃ বখ্শী আলি; ১৪২। মওঃ হুছমুয্যামান; ১৪৩। মওঃ আবদুল ফাত্তাহ; ১৪৪। মওঃ বখশিশ আলি; ১৪৫। মওঃ মনিরুদ্দীন,— (চট্টগ্রাম)। ১৪৬। মওলানা মোহাম্মদ তাহের, ১৪৭। মওঃ হাছান আলি, ১৪৮। মওঃ আবদুল বারী, ১৪৯। মওঃ মোহাঃ ইয়াকুব, ১৫০। মওঃ উবায়দুল্লাহ,— (শ্রীহট্ট)। ১৫১। মওলানা ছাআদুল্লাহ,— (আসাম)। ১৫২। মওঃ উষায়রুদ্দীন,— (কাছাড়)। ১৫৩। মওঃ মোহাঃ উমর, ১৫৪। মওঃ আমিরুদ্দীন,— (ব্রহ্মদেশ)। ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭। মওলানা শাম্ছুল হক আজিমাবাদীর উল্লিখিত ৩ জন আলিম,—(তিব্বত, চীন)।

কাবুল, গযনী, বাজুর, ইয়াগিস্তান, বুখারা, ছমরকন্দ, কাশগর, হিরাৎ, হাব্শান দ্বীপ, হেজায, ছমরুদ, ছিন্নোছ ও নজ্দের ছাত্র মণ্ডলীর তালিকা শায়খের জীবনীতে উল্লিখিত আছে। অনাবশ্যক বোধ করায় পরিত্যক্ত হইল।

বাঙ্গালা ও আসামের যে তালিকা আমি সংগ্রহ করিয়াছি তাহার সংখ্যা অপেক্ষা যে সকল নাম সংগৃহীত হয় নাই, সেগুলির সংখ্যাই বেশী হইবে, কিন্তু শায়খুল ইছলামের উল্লেখযোগ্য ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বোধ হয় কেহ বাদ পড়েন নাই। এই তালিকা এবং আন্দোলনের সক্রিয় অংশে যোগদানকারীদের তালিকা সংগ্রহ করিতে আমাকে প্রায় দুই বৎসর কাল পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, আমার উদ্দেশ্য বন্ধু বান্ধব এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে তালিকাভুক্ত ও তালিকার বহির্ভূত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য প্ররোচিত করা। কারণ এই অনুসন্ধান সঠিক ভাবে সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বাঙ্গালার আহলেহাদিছ আন্দোলনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে, আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং পুনরায় বলিতেছি যে, এই আন্দোলন সম্পর্কে বাঙ্গালার সেবা ও দানকে আমাদের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেখকগণ বড়ই উপেক্ষা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালার ক্ষাত্র বল ও ইল্মি যোগ্যতাকে আজো উপহাস করা হইতেছে, সুতরাং আহলেহাদিছ আন্দোলন তথা হিন্দ ও বাঙ্গালার সর্ব্বশেষ অবিমিশ্র ইছলামি আন্দোলনের ইতিবৃত্ত সংগ্রহের কার্য্য আমাদিগকেই সম্পন্ন করিতে হইবে।

دادیم ترا زگنج مقصود نشان

گرما نرسیدیم تو شاید برسی !

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, হযরত আল্লামা শাহ ইছ্হাক দেহ্লভীর হিজ্রতের এবং কুৎবুল ইছলাম মওলানা বিলায়েতআলি ছাহেবের পরলোকপ্রাপ্তির

www.ahlehadeethbd.org

প্রাক্কালে আহ্‌লে-হাদিছ আন্দোলনের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। শাহ ছাহেবের হিজরত ও মওলানা বিলায়েত আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের ইন্তেকালের পর দুর্ভাগ্য বশতঃ এই ভাঙ্গন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দিল্লির ছৈয়দ নযির হোছাইনের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত অতঃপর সীমান্তের স্থানা ক্যাম্পের যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া যায়, ক্যাম্প হইতে প্রত্যাগত বহু গাযী তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ক্রমে ক্রমে আন্দোলন দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। এ ক্ষেত্রে ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দের মুছলমানগণ যখন প্রাণপাত করিয়াছিলেন এবং মওলানা আহমদুল্লাহ শাহ, মওলানা ফযলেহক খয়েরাবাদী নওয়াব মুছতফাখান দেহ্‌লভী,—মুফ্‌তি ছদ্‌রুদ্দীন খান দেহ্‌লভী, ছৈয়দ আক্‌বর-যমান আকবর আবাদী, মওলানা পীর আলি পাটনাভী, মওলানা ফয়েযুল্লাহ দেহ্‌লভী, মওলানা হাজী ইম্‌দাদুল্লাহ মুহাজের, মওঃ রশিদ আহ্‌মদ গঙ্গোহী, মওলানা ইমামবখ্‌শ ছহ্‌বায়ী, শাহ আহমদ ছয়ীদ, মওলানা জালালুদ্দীন বেনারসী মওঃ শাহ আবদুল জলিল আলিগড়ী প্রভৃতি আলেমগণ এই সংগ্রামে নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সীমান্তের স্থানা কেন্দ্রে মওলানা বিলায়েত আলি ছাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মওলানা আবদুল্লাহ সেনাপতি ছিলেন কিন্তু হিন্দের উল্লিখিত বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা সম্বন্ধে ইতিহাসের কোন সাক্ষ্য বিদ্যমান নাই, তবে ১৮৫০ হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সীমান্তের ক্যাম্পে তাঁহারা যে নীরব ছিলেন না তাহা ঐতিহাসিক সত্য। এই সময়ের ভিতর হিন্দের ব্রিটিশ রাজশক্তি-কে তাহাদের বিরুদ্ধে ৩৬টী অভিযান Expedition পরিচালিত করিতে হইয়াছিল।

মোট কথা, মওলানা আবদুল্লাহ ছাহেবের সময় হইতে আহলেহাদিছ আন্দোলনের সর্ব্বভারতীয়—ব্যাপক রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং আন্দোলনের গতি মন্থর একদেশদর্শী ও ভঙ্গপ্রবণ হইতে থাকে। যদি এই অবস্থা না ঘটিত এবং আমির ছৈয়দ আহমদ, শাহ ইছমায়ীল ও শাহ ইছহাকের যুগের ন্যায় পরবর্ত্তী কালেও আহলে হাদিছ আন্দোলনের সক্রিয় ও ইল্‌মি যোগসূত্র দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকিত এবং আন্দোলনের মধ্যে একদেশ-দর্শিতার রোগ প্রবেশ না করিত, তাহা হইলে আজ হিন্দ ভূমিতে শাহ ওলি-উল্লাহ, শাহ আবদুল আযিয ও শাহ ইছমায়ীল রাযি-য়াল্লাহো আন্‌হুমের স্বপ্ন যে বাস্তবতার রূপ পরিগ্রহ করিত, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

وكان امرالله قدرا مقدورا

হুজ্‌জাতুলইছলাম শাহ ওলি উল্লাহ কে হিন্দে আহলেহাদিছ আন্দোলনের তৃতীয় পর্য্যায়ের ইমাম বলা যাইতে পারে। কোরআন ও ছুন্নতের প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি আন্দোলনের তিনটী লক্ষ্য স্থির করিয়া-ছিলেন ঃ

১। খিলাফতে রাশিদার আদর্শানুসারে হিন্দে ইছলামি রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

২। শির্ক, বিদ্‌আৎ, কুসংস্কার ও মযহাবি দলা-দলির অবসান ঘটাইয়া হিন্দের বুকে এক ও অখণ্ড অবিমিশ্র মুছলিম জামাআৎ কায়েম করা।

৩। ইবাদৎ, রাষ্ট্র, তামদ্দুন, অর্থনীতি ও দৈনন্দিন আচরণ সম্পর্কে ইছলামি দৃষ্টিভঙ্গী ও নির্দ্দেশা-বলীর যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ।

শাহ ওলিউল্লাহ যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন দিল্লির সিংহাসনে মোগল-গৌরব আওরঙ্গযিব আলমগীর (রহঃ) অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাহ ছাহেবের চারি বৎসর বয়সে ১১১৮ হিজরীর ২৮শে যিকাআদ তারিখে আলমগীর পরলোক গমন করেন। আক্‌বরী বিদ্‌আতের বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদ আল্‌ফ ছানির উত্থান করার ফলে শাহজাহান ও আওরঙ্গযিবের অবস্থা বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। হিন্দ ভূমিতে হিন্দু-ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, হানাফী-ফিক্‌হের চর্চ্চা পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠ হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আলমগীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুছলিম রাষ্ট্র ও মুছলিম জাতীয়তা পুনরায় বিপন্ন হয়, মোগল সম্রাটগণের হিন্দু-প্রীতির সঙ্গে

www.ahlehadeethbd.org

সঙ্গে শিয়া-প্রীতির ভাবও অতিশয় প্রবল ছিল, মন্ত্রী-গণ প্রায় সকলেই শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। নুর-জাহান, তদীয় পিতা ও ভ্রাতার কল্যাণে শিয়াগণ মোগল রাজত্বের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া-ছিল যে আওরংযিবের মৃত্যুর মাত্র চারিবৎসর পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ আলম বাহাদুর শাহ মুআয্যম ১১২২ হিজরীর রবিউল আউওয়াল মাসে প্রকাশ্য ভাবে শিয়ামতে দীক্ষিত হন। তখন হইতে হিন্দ ও বাঙ্গালার প্রতি জনপদে শিয়া মযহব শিকড় গাড়িয়া বসিতে আরম্ভ করে। হানাফীগণ বাহাদুর শাহর নিধন কামনায় দোআ ও খতম পড়িতে লাগিয়া যান এবং দীর্ঘকাল যাবৎ ছুন্নী আলেমগণের সহিত শিয়া-দের তর্ক বিতর্ক ও বচসা চলিতে থাকে।

বর্ণিত শিয়া ও ছুন্নী সংঘর্ষ উত্তর কালে বাগ্দাদের ন্যায় হিন্দ ভূমি হইতে ইছলামি রাজত্বের বিলুপ্তির অন্যতম কারণে পরিণত হইয়াছিল। হিন্দুরা আবার সর্ব্বত্র মস্তক উন্নত করিতে লাগিয়া গিয়াছিল, ইংরাজ-দের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ শাহ ওলিউল্লাহ ছাহেবের বয়স যখন ৫৫ বৎসর, পলাশীর প্রলয়কাণ্ড সংঘটিত হইল।

মারহাট্টা পেশওয়া রাজবংশের স্রষ্টা ও শিবাজীর পৌত্র শাহুজীর আশ্রয়দাতা এবং সাহায্যকারী বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র বাজীরাও ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে গুজরাটে পেশওয়া রাজবংশ স্থাপিত করেন। হোলকার, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা প্রভৃতি তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারা কর্ণাটকে দোস্ত মোহাম্মদ খানকে পরাস্ত করেন, ত্রিচিনাপল্লীও তাঁহাদের হস্তগত হয়। তাঁহারা ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে আছফজাহী (নিযাম) রাজ্যর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরাংশে লুঠ তারাজ আরম্ভ করেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে নর্ব্বদা নদী অতিক্রম করিয়া মালওয়া লুঠ করেন, ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ঝাঁসী রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ দখল করিয়া লন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে গয়া, মথুরা, কাশী ও ইলাহাবাদ অধিকার করিয়া বসেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বাজীরাও এর মৃত্যু ঘটিলে তদীয় পুত্র বালাজীরাও পিতার স্থান অধিকার করেন; তদীয় ভ্রাতা রঘুনাথ রাও রাঘবা নাম ধারণ করিয়া ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লী প্রবেশ করেন এবং দাতাজী সিন্ধিয়া এবং রাও হোলকারের নেতৃত্বে দুইটী সেনাবাহিনী রাখিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান। বালাজীর জ্ঞাতি-ভ্রাতা সদাশিব রাও ৩ লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লি অধিকার করিয়া লন। দিল্লির রাজ প্রাসাদে কদমে রছুল ও নিযামুদ্দীন আওলিয়ার মাযারে এবং মোহাম্মদ শাহের মকবরায় যত স্বর্ণখচিত কারুকার্য্য ছিল, সমস্তই উপড়াইয়া লন এমন কি সুবর্ণ শামাদান ও ধূপদানী পর্য্যন্ত গলাইয়া লওয়া হয়।

শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ হিন্দু রাজত্বের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা লক্ষ্য করিয়া হতবুদ্ধি হন নাই। নওয়াব নজিবুদ্দওলা ও হাফেয রহমতখান শাহ ছাহেবের ভক্ত ও একান্ত অনুগত ছিলেন, এবং শাহ ছাহেবের প্রচেষ্টা ও সৎপরামর্শের ফলেই ছফদর জঙ্গের পুত্র শুজাউদ্দওলাকে সম্মত করিয়া নজিবুদ্-দওলা, ছাআদুল্লাহ খান, আহমদ খান বঙ্গশ, হাফেয রহমত খান ও দুন্দি খান আহমদ শাহ আব্দালীকে দিল্লিতে আহ্বান করেন ও পাণিপথের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং হিন্দুস্তানে ব্রাহ্মণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু-রাজ স্থাপনের পরিকল্পনা দুঃস্বপ্নে পরিণত হইয়া যায়।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে শিখ আলাজাট ছরহন্দে ২ লক্ষ সৈন্য সমাবেশিত করিয়া দিল্লি আক্রমণের ষড়যন্ত্র করিতেছিল ও সমস্ত দেশে তাহারা অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছিল। নজিবুদ্দওলার আহ্বানে পুনরায় আহমদ শাহ আব্দালি লাহোরে প্রবেশ করেন, শিখরা পালায়ন করিয়া পর্ব্বতে আশ্রয় লয়। শাহ আব্দালি দুইদিনে ৯০ক্রোশ অতিক্রম করিয়া ছরহন্দে উপস্থিত হইয়া আলাজাটকে আক্রমণ করেন, আলা-জাট পরাভূত এবং তাহার ২ হাজার সৈন্য রণক্ষেত্রে নিহত হয়।

কিন্তু শাহ ওলিউল্লাহ তাঁহার প্রখর জ্ঞান-গরিমা ও প্রদীপ্ত প্রতিভা বলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শুধু বাহিরের সাহায্যের উপর ভরসা করিলে হিন্দ ভূমিতে ইছলামকে তিষ্ঠান সম্ভবপর হইবেনা,

www.ahlehadeethbd.org

মুছলমানদের জাতীয় জীবনে যে অবসাদ ও অভিশাপ আত্ম প্রকাশ করিয়াছে, কোরআন ও ছুন্নতের ভিত্তিতে তাহার আমূল সংস্কার সাধন করিতে হইবে এবং মোগল রাজ্যের আসন্ন পতনের যুগসন্ধিক্ষণে অবিমিশ্র ইছলামি রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সংস্কার ও স্বাধীনতার যে কার্য্যসূচী তিনি তাঁহার গ্রন্থরাজিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, তদীয় সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুলআযিযের সময়ে সেগুলিকে বাস্তবতার রূপ প্রদান করার চেষ্টা হয়, এবং শাহ ওলিউল্লাহর পৌত্র শাহ ইছমায়ীল এবং দৌহিত্র শাহ ইছহাক এই সাধনায় তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করেন।

کشتگان خنجر تسلیم را

هر زمان از غیب جانے دیگر است !

পিতা, পুত্র ও পৌত্রদের এই কর্ম্ম-সাধনাই হিন্দ ও বাঙ্গালায় ওয়াহাবী আন্দোলনের নামে সুখ্যাত বা কুখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আহলেহাদিছ আন্দোলন ছাড়া ইহার অপর কোন নাম নাই, আমি এই আন্দোলনের কতকটা বিস্তৃত ইতিহাস স্বতন্ত্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং তাহার কিয়দংশ আহলেহাদিছ কন্‌ফারেন্সের রংপুর—হারাগাছ ও পাবনা অধিবেশনে বন্ধুবর্গকে শুনাইয়াছি সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ ভাঙ্গন, সিপাহী সংগ্রামের শোচনীয় পরিণতি ও পরবর্ত্তী ওয়াহাবী ধরপাকড়ের ফলে যখন নেতা ও কর্ম্মীগণ সর্ব্বত্র ধৃত, অত্যাচারিত, শূল দণ্ডে দণ্ডিত, মুক্ত তরবারীর সাহায্যে নিহত, ভস্মীভূত, যাবজ্জীবন কালা-পানিতে প্রেরিত এবং আন্দোলন সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের ভূসম্পত্তি লুণ্ঠিত ও বাযেয়াফ্‌ত-কৃত হইল, তখন হইতে আহলেহাদিছ আন্দোলনের গতি শুধু বাহাছ ও বক্তৃতা-মুখী হইয়া পড়িল ; ক্রমে ক্রমে আন্দোলনের বিরাট লক্ষ্য ও সমুন্নত আদর্শের কথা বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হইল। বর্ত্তমানে আহলেহাদিছ আন্দোলন আন্দোলনের পরিবর্ত্তে একটী ফের্কায় পরিণত হইয়াছে এবং এই জামাআতের যে কিছু করণীয় বা ইহার অস্তিত্বের যে কোন প্রয়োজন আছে তাহা অনুমান করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

সিপাহী বিদ্রোহের প্রসূতি

(একটী হৃদয়-বিদারক বাস্তব ঘটনা)

মুর্শেদ,—মুর্শিদাবাদী

নওয়াব দওলাত খানের লাশ পাহাড়ী-ঘাঁটি হইতে বাড়ীতে আনীত হওয়ার পরেই তাঁর পুত্রবধুর প্রসব বেদনা আরম্ভ হলো। সে সময় দিল্লির এমন কোন বাড়ী ছিলনা যেখানে পলায়নের বা শহর ত্যাগের প্রস্তুতি চল্‌ছিলনা। স্বয়ং সম্রাট বাহাদুরশাহের সম্বন্ধেও এরূপ জনরব রটেছিল যে, তিনিও শাহীমহল ছেড়ে হুমায়ুনের কবরস্তানে আত্ম-গোপন করেছেন।

নওয়াব ফাওলাদ খান খান্দানী আমির ছিলেন। তাঁর পিতা কোন কারণে দ্বিতীয় আকবর শাহের বিরাগ ভাজন হওয়ায় স্বীয় মন্‌ছব এবং জায়গীর হারিয়ে একান্ত অভাবের তাড়নায় একটী ইংরেজ সৈন্যের রেজিমেণ্ট অফিসারের পদ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। রেজিমেণ্টটী বিদ্রোহী হওয়ায় তিনিও তাদের সাথে যোগ দেন।

যেদিন নিজ সৈন্য দল সহ যুদ্ধে যান ইংরেজ-

www.ahlehadeethbd.org

সৈন্য পাহাড়ের উপর এবং তিনি নীচে, সমস্ত দিন ধ'রে বিপুল বিক্রমে প্রাণ-পনে যুদ্ধ ক'রে শেষ বেলায় গোলার এক টুক্‌রার আঘাতে তাঁর জীবন-প্রদীপ নিভে যায়।

সিপাহীরা লাশ বাড়ীতে নিয়ে এসে জান্‌তে পারল যে তাঁর পুত্রবধুর প্রসব-বেদনা আরম্ভ হয়েছে এবং সেখানে কোন ধাত্রী নাই।

ফাওলাদ খানের জওয়ান পুত্র চার দিন পূর্ব্বে ঐ ভাবে শহীদ হয়েছে, অবলা মেয়েটী মাত্র চার-দিনের বিধবা, শাশুড়ী দুবছর হ'লো এন্তেকাল করেছে, বাড়ীতে শ্বশুর ব্যতীত তার আর কেহ ওলি ও মুরুব্বী ছিলনা। যখন তিনিও খুনে গোছল ক'রে চেহারার উপর মৃত্যুর পর্দ্দা টেনে দিয়ে চোখ মুদে বাড়ী এলেন, তখন ছকিনা খানমের সাম্‌নে দুনিয়া আঁধার হয়ে গেল। ঘরে সব কিছু মৌজুদ, একজন নয়, চার জন দাসী খেদ্‌মতে হাজির, কিন্তু এ সময় মনে বল সঞ্চার করার জন্য যে জিনিষের প্রয়োজন কেবল তাই নাই। ছকিনা শশুরের শাহাদত-সংবাদ শুনে একবার হায়! বলে বেহোশ হয়ে গেল। সিপাহীরা লাশটিকে আঙ্গিনায় রে'খে দরজায় দণ্ডায়মান, ছকিনা কাম্‌রায় চৈতন্য-হারা হয়ে প'ড়ে, দুজন দাসী তাহার শিয়রে ও পদ-প্রান্তে অবাক ভাবে ব'সে আছে আর অপর দুজন হোশ হারিয়ে স্থিরনেত্রে কুদ্‌রতের এই তামাশা দেখ্‌ছে আর বেখোদ হ'য়ে কাঁদছে।

খানিক পরে ছকিনার হোশ ফিরে এলো এবং বেদনায় অস্থির হয়ে একজন মামাকে বল্‌লো "যাও দেউড়ীতে কোন সিপাহী থাক্‌লে তাকে শীগ-গির একজন দাই ডাক্‌তে পাঠাও"। মামা গেল এবং হায়! হায়! কর্‌তে কর্‌তে পালিয়ে এসে বল্‌লো "বিবি! আমাদের সিপাহীদিগকে গোরারা ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং তারা আমাদের বাড়ীর নিকটেই আছে"। ছকিনা বল্‌লো "যাও জলদি দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসো"। মামা দরজা বন্ধ করে এলো। প্রসব-বেদনা আরও তীব্র হলো এবং ছকিনা একটী পুত্র সন্তান প্রসব কর্‌ল। না দাই, না কোন ছামান, আল্লাহ্ নিজেই মুশ্‌কিল আছান ক'রে দিলেন!

কিন্তু ছকিনা অতিরিক্ত ক্লান্তির জন্য পুনরায় বেহোশ হয়ে গেল, একজন মামা তাড়াতাড়ি ছেলে-টীকে গোছল দিয়ে কাপড়ে জড়িয়ে কোলে তুলে নিল।

ছকিনার বয়স সতের বৎসর, পনের মাস পূর্ব্বে তার বিবাহ হয়েছে, পিত্রালয় ফর্‌রোখাবাদ, আর আজ সে দিল্লির এই ভীষণ অরাজকতার মধ্যে একা-কিনী এবং নিঃসহায়া! কিছুক্ষণ পর হোশ হলে মামাকে বল্‌লো "আমাকে ধ'রে বসিয়ে দাও," সে বল্‌ল "বেটী এ কি! এখন শুয়ে থাক, তোমার সামর্থ কোথায় যে উঠবে"? সে বল্‌ল ছেড়ে দাও বোন, ওসব কথা! এখন কি বাছ-বিচারের সময়? তক্‌দিরে এর পর আরও যে কি লেখা আছে তা কে, জানে! মামা কোনরূপে মাথা ধ'রে উঠিয়ে কোমরে গাও তাকিয়ার ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিল। ছকিনা স্বীয় সন্তানকে মমতা-ভরা দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। যেহেতু দুনি-য়ায় সেই তার প্রথম আকাঙ্খিত ফল, সে সব কিছু এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলে গিয়ে তারই দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাক্‌লো; হঠাৎ লজ্জা-বোধ করে যেমনি দৃষ্টি ফিরাল, অমনি তাহা আঙ্গিনায় অবস্থিত ফাওলাদ খানের লাশের উপর পড়ল। তখন এই ক্ষণিকের আনন্দ কোথায় শূন্যে মিলিয়ে গেল আর সে একে-বারেই ধৈর্য্য-হারা হয়ে উঠলো। বয়সে কচি এবং বুদ্ধি-মতী হওয়া সত্বেও তার মুর্খ হ'তে নিম্নের কথাগুলি অগোচরে বাহির হ'ল। "উঠুন! আপনার এতীম পৌত্রকে দেখে নিন, আপনি যার আরজু কর্‌ছিলেন সে দুনিয়ায় এসেছে, এর বাপকে ক-দিন পূর্ব্বে কোলে করে কবরে শুইয়ে এসেছন একেও নিয়ে যান! সহায় সম্বলহীনা এক অবলা নারী আমি, একে কো-থায় এবং কিরূপে রাখব? এ কচি মেহমান জানেনা যে, যে বাড়ীতে সে এসেছে, সেটা একটা চরম দুঃখের আলয়! দিল্লিতে আপনিই আমার পিতা ছিলেন অপনিও চলে গেলেন। ফর্‌রোখাবাদে আমার এক-জন পিতা আছেন, তিনি এই জিন্দেগীতেই আমা-ছাড়া হয়ে গেছেন, এই বাচ্চারও একজন পিতা ছিলেন যাঁরদ্বারা আমার দুনিয়া আবাদ ছিল

www.ahlehadeethbd.org

তিনিও— আমাকে— ছেড়ে— গিয়েছেন।"

এর পর বাম হাত খানা শিশুর উপর এবং ডান খানা মুখে দিয়ে, ঘাড়টী বালিসে রেখে কাঁদতে কাঁদতে পুনরায় ফিট হয়ে গেল।

এক জন মামা ছকিনাকে বেহোশ অবস্থায় রেখে ফাওলাদ খানের দাফনের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে বাহিরে গিয়ে দেখল, সদর রাস্তা একেবারে জন প্রাণী-শূন্য এবং গলিটা শ্মশানবৎ। তখন সে ফিরে এসে অপর এক জনকে ইশারায় ডেকে বল্‌লে,— "বোন, এখান থেকে স'রে পড়, বিবির কাছে থাক্‌লে জানটা মুফ্‌তে খোওয়া যাবে, আগে নিজের প্রাণ বাঁচা"। সে বল্‌ল,— "এমন কঠিন সময়ে মুনিবকে বিশেষ ক'রে এই কচি শিশুকে ফেলে দিয়ে নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়াটা চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং নেমকহারামী হবে"। সে উত্তর দিল— "পাগলী হয়েছিস নাকি? কিসের এত নেমক-হালালি? জান থাক্‌লে জাহান থাক্‌বে, আমি ত যাচ্ছি, তুই থাক্‌গে, এখুনি গোরারা এসে বাড়ী-ঘর লুঠ করে সবাইকে মেরে ফেল্‌বে"।

কথাগুলি শুনে তার মনও ভয়ে বিগড়ে গেল, সে তৃতীয়া ও চতুর্থাকে কাছে ডেকে বুঝাল, তাতে তারাও পালিয়ে যেতে রাজী হয়ে গেল। এক জন বলল,— "যখন যেতেই হবে তখন কিছু খরচের টাকা সঙ্গে নিয়ে চল। ছকিনা বেহোশ আছে তার মাথার কাছেই চাবীর গোছাটা রয়েছে—নিয়ে কুঠরী হতে নগদের হাত বাক্‌সটা বের করে সঙ্গে নে"। যার কোলে শিশুটী ছিল তার তাকে ছেড়ে যেতে একটু মমতা হচ্ছিল সে বলল,— একে রাখবে কে? এক জন বলল,— "ওকে মায়ের পাশে শুইয়ে দে"। সে বলল,— "না বোন! আমি একে সঙ্গে করে নিয়ে যাব"। তখন সকলেই সমস্বরে বলে উঠল,—'ছোবহা-নাল্লাহ'! নিজেরই প্রাণ বাঁচে না তার উপর আবার একটা কচি শিশু! তা ছাড়া এ-কে নিয়ে গেলে ছকিনা যে তড়পে তড়পে মর্‌বে। তোর প্রাণে কি রহম নাই"? সে উত্তর দিল,— "কি রহম-দিল তোরা? ছকিনাকে একলা ফেলে যেতে তোদের রহম হলো না? কপালে যা ঘটে ঘটুক আমি শিশুটীকে সঙ্গে নিয়েই যাব, আমার মেয়ের হালে সন্তান মারা গিয়েছে, একে তার হাওলা করে দিব, সে এর লালন পালন করবে, এখানে রেখে গেলে ছকিনাও মর্‌বে তার সাথে ছেলেটীও যাবে"।

শেষ পর্য্যন্ত সকলে এক মত হ'য়ে ক্যাশ বাক্‌স এবং শিশুটীকে নিয়ে নিজ নিজ ঠিকানায় সরে পড়ল। ঘরে ছকিনা এবং মৃত দেহটী ছাড়া আর কেউ রইল না। প্রসবের দুর্ব্বলতা, চিন্তা, আর পেরেশানীর জন্য পুরো চার ঘণ্টা বেহোশ থাকার পর যখন ছকিনার হোশ হলো তখন রাত ৮টা, সারা বাড়ীটা অন্ধকারা-ছন্ন সে চোখ মেলে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌তে লাগল কিন্তু কিছুই যখন দেখতে পেল না তখন তার বিশ্বাস হলো যে, সে মরে গিয়েছে এবং এটা কবরের অন্ধকার। তার মুখ হ'তে বেএখতিয়ার ভাবে কলেমা— "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ" বাহির হলো এবং ভীতা ত্রস্তা হয়ে জোরে জোরে সে বলতে লাগল, আমার দীন—ইছলাম, আমার রছুল—হজরত মোহাম্মদ (দঃ), আল্লাহ আমার এক, যার কোন শরীক নাই, ইয়া আল্লাহ তওবা আমি বেগোনাহ, আমার কবরকে অন্ধকারে রেখ না, বেহেশতের রওশনী দিয়ে একে আলোকিত করো।"

কিছুক্ষণ পরে আকাশে তারা দেখা দিলে সে বুঝতে পারল যে সে মরে নাই বরং পালঙ্কে শুয়ে আছে। কয়েক বার মামা, মামা! বলে ডাক্ দিল কিন্তু কোন রূপ সাড়া শব্দ না পেয়ে ভীতা হয়ে উঠে বসলো এবং নেমে মোমবাতি জেলে দেখল যে বারান্দায় শ্বশুরের লাশ ছাড়া বাড়ীতে আর কেউ নাই। সে রাত্রি একাকিনী অবস্থায় মরা দেখে অতি মাত্রায় ভয় পেয়ে চেঁচাতে আরম্ভ করল, যদি সে সময় মহল্লায় কেউ থাক্‌ত তবে দৌড়ে আসত, কিন্তু পূর্ব্বেই সকলে পালিয়ে গিয়েছে, জন মানব শূন্য মহল্লা, কে তার ডাকে সাড়া দিবে? সে অতিশয় বিহ্বলা ও ভীতা হয়ে আছাড় খেয়ে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। তার সংজ্ঞা সকাল

www.ahlehadeethbd.org

পর্য্যন্ত আর ফিরে আসেনি। একটু বেলা হলে চোখ খুল্‌ল। মনে একটু বলের সঞ্চার করে অতি কষ্টে উঠে বসল। সে বয়সে কচি তার উপর ফৌজি খান্দানের মেয়ে, তজ্জন্য সাধারণ স্ত্রীলোকের মত তার প্রাণ দুর্ব্বল ছিল না। সে ইচ্ছা করলো, যে-রূপেই হোক লাশটীকে দফন করতে হবে এবং নিজে কিছু খেয়ে নিতে হবে যেহেতু দুই বেলা অনাহারে থাকার জন্য তার অত্যন্ত ক্ষুধা পেয়েছিল। হঠাৎ ছেলের কথা স্মরণ হওয়ায় কলিজার ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। সে পাগলিনীর মত সারা ঘরটি হাতড়াতে লাগল, কোথাও পাওয়া গেলনা, অবশেষে পানির জালার ঢাকনা পর্য্যন্ত তুলে উঁকি মেরে দেখে নিল যদি ইহার ভিতরে খোকা থাকে! অবশেষে বালিশটি বুকে চেপে ধরে বল্‌তে লাগল তা হলে আমার ছেলে বালিশ হয়ে গেছে।

অবশেষে ক্রমবর্দ্ধমান মুছিবতই তার সহায় হয়ে তাকে খানিকটা শান্ত করে দিল। সে আলমারী খুলে একখানা সাদা চাদর বের করে শহীদের লাশটিকে ঢেকে জায়-নামাজ বিছিয়ে ছেজদায় গিয়ে কেঁদে কেঁদে বল্‌তে লাগল,—"হে দয়াময় আল্লাহ, এটা তোমারই রাহে শহীদের লাশ, যার নছীবে আজ গোর নমাজও জুটল না, তুমিই ইহাকে স্বীয় রহমতের ক্রোড়ে স্থান দাও! তুমি ফেরেশতাদের দিয়ে ইহার জানাজার নামাজ পড়াবার ব্যবস্থা করো! প্রভো! আমাকে সকলেই ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, অবশেষে আমার বুকের মানিকটীও হারিয়ে গেল। এখন তুমি ছাড়া আমার আর কেহই আশ্রয় দাতা নাই। তুমি আমার এই অসহায়তার ছেজদা কবুল করো।"

ছকিনা ছেজদাতেই আছে, এমন সময় ইংরেজের ভাড়া করা চার জন দেশী সিপাহী ঘরে প্রবেশ করল। ছকিনা পরপুরুষ দেখে তাড়াতাড়ি মাথার উড়নিটা টেনে দিয়ে ভয়ে ঘরের এককোণে লুকাবার চেষ্টা করতেই এক জন সিপাহি তার হাত ধরে-ফেলে মুখের চাদর উঠিয়ে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে জোরে জোরে বললো—"জওয়ান হ্যায় আওর বহুত খুবছুরত"। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে ঘরের আসবাব পত্র তন্ন তন্ন করে দেখ্‌তে লাগল, নগদ অর্থ ত মামারা পূর্ব্বেই নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মূল্যবান অলঙ্কার এবং কাপড় চোপড় লুঠ করে চাদর সরিয়ে শহীদের চেহারাটা দেখে বল্‌ল,—"উহ্ ইয়েহ্ বড়া বাগী হ্যায়"। তারপর তারা ছকিনার হাত ধরে টানতে টানতে বল্‌লো—"চল্ হমারে সাথ"। ছকিনা মুখ খুলে কিছুই বলতে পারল না। সে টানা হেঁচড়ায় মজবুর হয়ে উঠে দাঁড়াল, সে বলতে পারলোনা:—"আমি সন্ত-প্রসূতি", সে জানাতে পারলোনা "আমি অতি ক্ষুধাতুরা"। তার মুখ দিয়ে বেরুল না "আমার উপর অত্যাচার করো না, দুনিয়ায় আমার কেহই রক্ষক নাই।" তার খান্দানী শরাফত ও গয়রত তাকে বলতে বাধা দিচ্ছিল! যখন সিপাহীরা তাকে সদর দরজা পর্য্যন্ত নিয়ে এল তখন সে একবার বাড়ীর দিকে মুখ ফিরিয়ে অতি করুণ স্বরে বলল,—"হে শ্বশুরালয় রোখছত! হে গোরহীন শহীদ রোখছত!! আমি ঐ তলওয়ার চালানেওয়ালাদের ইজ্জত! যদি আজ তারা বেঁচে থাক্‌ত, তা'হলে এই মুহূর্ত্তেই নিজেদের ইজ্জত আবরু রক্ষা করার জন্য অকাতরে প্রাণ বলি দিত"। ছকিনার এই বিষাদময় মর্ম্মন্তুদ বাক্যে সিপাহীরা হা হা করে হেঁসে ফেলল, আর তাকে টানতে টান্‌তে দরজার বাহিরে নিয়ে গেল।

ছকিনা কতক দূর পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে নীরবে চুপ চাপ ভাবে চলার পর অবশেষে নিরুপায় হয়ে বাক্ খুললো,—"আমি সন্ত প্রসূতি, আমার উপর দয়া করো! আমি ক্ষুধায় অস্থিরা, একটু মেহেরবানী করো, আমি তোমাদেরই দেশের বে-গোনাহ মেয়ে, সে দিকে একটু লক্ষ্য রাখো"।

এ কথা শুনে সিপাহীরা থেমে গিয়ে বলল, "তুমি ঘাবরিও না আমরা তোমার জন্য ছওয়ারী নিয়ে আসছি।"

এই বলে তিন জন দাঁড়িয়ে রইল, আর এক জন চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর একটা জখ্‌মী-বওয়া গাড়ী নিয়ে এসে তাতে ছকিনাকে চাপিয়ে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাহাড়ী ঘাঁটীর দিকে রওয়ানা হল।

বারো বৎসর পর

কেহই জানে না ও বল্‌তে পারে না যে, সিপাহী-বিদ্রোহের প্রাক্কালে ছকিনার বার বৎসর কেমন করে কেটে গেল, সে কোথায় ছিল এবং কি কি প্রকার বালা-মুছিবত তার অদৃষ্টে ঘটে ছিল।

আমরা যখন তাকে দেখলাম তখন সে "রোহতক" শহরের এক মহল্লায় ভিক্ষা করছে। তার পায়ে জুতা নাই, পরনে ছিন্ন ও মলিন তালি দেওয়া পাজামা ও কুর্‌তা, মাথায় ছেঁড়া দোপাট্টাটা একটা ন্যাকড়ার মত জড়ান। চামড়া হাড়ের সাথে চেপে গিয়েছে, চক্ষুর চারিধারে কাল দাগ, মাথার চুল উস্‌কো খুস্‌কো, মুখমণ্ডলে সৌন্দর্য্যের আভাষ কিন্তু তা লুণ্ঠিত, নয়নে আকর্ষণ বর্ত্তমান—কিন্তু তা উদাস ও লক্ষ্যহীন।

তাকে দেখে মনে হয় যে, সে খুবই ক্ষুধাতুরা! সে দেওয়ালে হাত দিয়ে টল্‌তে টল্‌তে চলছে এবং এক একবার ঠেস দিয়ে মাথাটী ঝাঁকিয়ে নিচ্ছে। তার পা ঠিক ভাবে পড়ছে না, দু কদম চল্‌ছে আবার একটু থেমে গিয়ে নিশ্বাস ফেলে আবার চল্‌ছে, এই ভাবে বহু কষ্টে টল্‌তে টল্‌তে একটা বিবাহ বাড়ীর সামনে পৌছোল, যেখানে শত শত লোক খানা খেয়ে বেরিয়ে আসছিল।

সে কাতর কণ্ঠে আওয়াজ দিল,— "দুনিয়ায় বড় দুখিনী, বড় ঘরের মেয়ে আমি, ইজ্জত লুটিয়ে, লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে রুটি খেতে এসেছি ছাহেব! আপনাদের ভাল হউক, এক টুক্‌রা আমাকেও দিন। নব দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ, তাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক এক লোক্‌মা আমাকেও দিন"। ছকিনার আওয়াজ শোর গোলের মাঝখানে কোথায় মিলে গেল কেহই শুনলনা। উপরন্তু বাড়ীর এক জন চাকর তাকে এমন এক ধাক্কা দিল যে, সে সটান মাটিতে পড়ে গেল। সে করুণ স্বরে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল,— আমাকে মেরো না,— আমি তকদীরেরই মারা। হে আল্লাহ আমি কোথায় যাব? আর নিজের এই দুঃখের কথা কাকে জানাব?

একটি বালক নিকটেই দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখ্‌ছিল আর শুন্‌ছিল, তার প্রাণে দয়া হল এবং চোখে পানি এল। সে ছকিনাকে অতি কষ্টে ধরে বসিয়ে দিল এবং বল্‌ল "চলো আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে খেতে দিব।" ছকিনা বহু কষ্টে আস্তে আস্তে তার সাথে চলল। ছেলেটী তার বাসায় নিয়ে গিয়ে বিবাহ বাড়ী হ'তে আনা খানা তার সাম্‌নে রেখে দিল। ছকিনা কিছু খেয়ে ছেলেটিকে হাজার হাজার দোআ দিতে লাগল।

তারপর ছকিনা ছেলেটীর প্রতি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে ধৈর্য্য হারা হয়ে ছেলেটীকে জড়িয়ে ধরে ডু'ক্‌রে কাঁদ্‌তে লাগল, ছেলেটীও যেন অতিশয় অধৈর্য্য হয়ে পড়ল। ছকিনা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলো: "তুমি কার ছেলে? সে বল্‌ল আমার মা বিবাহ বাড়ীর মামা, আমি ওদের বাড়ীর চাকর। মা ও নানী বিবাহ বাড়ীতেই আছে। আমার বাপ নাই, মারা গেছে। ছকিনা চুপ হয়ে গেল, কিন্তু মনে মনে চিন্তা কর্‌তে লাগল "ছেলেটীর উপর আমার এত মমতা হচ্ছে কেন? হাঁ সে এহছান্ ক'রেছে! কিন্তু কেবল এহছান মনকে এত অধীর কর্‌তে পারেনা।" ইতিমধ্যে ছেলেটীর মা ও নানী বাড়ী এসে গেল, তারা আসা মাত্র ছকিনা তাদিগকে চিনে ফেল্‌ল যে এরা আমাদেরই মামা কিন্তু তারা ছকিনাকে চিন্‌তে পারেনি। ছকিনা যখন তাদের নাম ধরে ডাকল এবং নিজের নাম ও অবস্থা জানাল তখন মা তাকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুলভাবে কাঁদ্‌তে লাগল। পরে ছেলে যখন বুঝতে পার্‌ল যে, ছকিনাই তার প্রকৃত মা তখন সে তার গলা ধরে কাঁদ্‌তে লাগল। ছকিনা তার হারান সন্তানকে পেয়ে বুকে চেপে ধরে আছমানের দিকে তাকিয়ে বল্‌তে লাগল,— হাজার শোকর আয় পর্‌ওয়ারদিগার! অসীম এহছান হে মাওলা! বিদ্রোহের ধ্বংস লীলার হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখে দীর্ঘ বার বছর পর আমার ছেলেকে আবার এই হতভাগীকে ফিরিয়ে দিলে!!!

www.ahlehadeethbd.org

ভূমির অধিকার ও বণ্টন-ব্যবস্থা।

ভূমির অধিকার ও বণ্টন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইছলামি দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান দুনিয়ায় প্রচলিত দুইটী পরস্পর-বিরুদ্ধ ভূমি ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা আবশ্যক।

পুঁজিবাদে (Capitalism) পরিগৃহীত ভূমি-ব্যবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে বার্ণাড-শ বলেন :

By capitalism we mean the system by which the land of the country is in the hands, not of the nation, but of private persons called Land lords, who can prevent any one from living on it or using it except on their own terms.

"যে ভূমি-ব্যবস্থায় দেশের জমি জাতির অধিকারে থাকার পরিবর্ত্তে ভূম্যাধিকারী (জমিদার, তালুকদার, আয়মাদার, জোতদার, জায়গীরদার প্রভৃতি) নামে কথিত কতিপয় নির্দ্দিষ্ট মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহাকে পুঁজিবাদ বলে। উক্ত ব্যবস্থায় ভূম্যাধিকারীগণের কল্পিত শর্ত্তসমূহে রাযি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা যে কোন ব্যক্তিকে তাহাদের জমিতে বসবাস অথবা উহা ব্যবহার করার কার্য্যে বাধা দিতে পারে"। অতঃপর পুঁজিবাদের পরিগৃহীত নীতির আলোচনা প্রসঙ্গে—শ বলেন : "এই ব্যবস্থার প্রধানতম সুবিধা এইযে, ইহার সাহায্যে ভূম্যাধিকারীরা মূলধন নামীয় লাভের সমস্ত অর্থ নিজেরা জড় করিতে সমর্থ হয়। জমির ন্যায় উক্ত মূলধনও তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিগণিত হইতে থাকে। ফলে দেশের যে শ্রম-শিল্প ভূমি ও মূলধন ছাড়া টিকিতে পারে না, তার সমস্তটাই ব্যক্তিগত সম্পদে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু শ্রম ব্যতিরেকে শ্রমশিল্প চালু রাখা সম্ভবপর হয় না, তাই ভূম্যাধিকারীর দল নিজেদের স্বার্থের খাতিরে যাহারা জমির মালিক নয়,— তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাহাদের শ্রমের মযদুরী দেওয়া হয় এরূপ ভাবে-যাহাতে তাহারা কোনক্রমে জীবন ধারণ মাত্র করিতে এবং সন্তান সন্ততি জন্মাইয়া শ্রমিকের নিত্য-নূতন দল আমদানি করিতে সক্ষম হয়, এরূপ পারিশ্রমিক কখনই মযদুরকে দেওয়া হয় না, যাহাতে তাহার পক্ষে বিপদে, অসুখে বা অন্য প্রয়োজনে কোনদিন নিত্য-নৈমিত্তিক খাটুনি বন্ধ রাখা সম্ভবপর হইতে পারে, অর্থাৎ সর্ব্বনিম্নহারের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পুঁজিপতির দল শ্রমিকদিগকে ভাড়ায় খাটায়। জনসংখ্যার ক্রম-বর্দ্ধমান অবস্থার দরুণ সুলভ মযদুরীর যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা অনিবার্য্যরূপে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ, সীমাহীন দুর্গতি, বহুরূপী পাপাচরণ ও নানাবিধ ব্যাধি সৃষ্টি করিয়াথাকে এবং সসস্ত্র বিদ্রোহে এ রীতির অবসান ঘটে।

পুঁজিবাদি গভর্ণমেণ্টের আচরণ সম্বন্ধে বার্ণাড—শ বলেন : Capitalism therefore means that the only duty of the Government is to maintain private property in land and capital and to keep on foot an efficient police force and magistracy to enforce all private contracts made by individuals in persuance of their own interest.

পুঁজিবাদী সরকারের একমাত্র কর্ত্তব্য হয়, ব্যক্তিগত ভূমি ও পুঁজির সম্পত্তিকে রক্ষাকরা আর মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের স্বার্থ সংরক্ষণ-কল্পে তাহাদের ঘরোয়া চুক্তিসমূহ বলবৎ রাখার জন্য ক্ষমতাশালী পুলিশ বাহিনী ও বিচার বিভাগের প্রহসন প্রতিষ্ঠিত রাখা,——Guide to socialism and capitalism, P. P. 108 & 109.

হুজ্জাতুল ইছলাম ওলিউল্লাহ দেহলভী পুঁজিবাদের ভয়াবহ পরিণতির আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, "পারস্য ও রোমকরা বিভিন্ন জাতির উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে করিতে যখন বহুশতাব্দী অতিবাহিত করিয়া ফেলিল এবং পারলৌকিক জীবনের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া তাহারা পার্থিব বিলাস বিভবকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য স্বরূপ ধরিয়া লইল আর শয়তান তাহাদিগকে পুরাপুরি ভাবে অধিকার করিয়া বসিল, তখন তাহারা বিলাসিতার সুখ চরিতার্থ করার জন্য গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের বিকৃত রুচিকে সার্থক করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে দেশ বিদেশের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীর দল

www.ahlehadeethbd.org

তাহাদের কাছে ভিড় পাকাইয়া বসিল এবং বিলাস ও সম্ভোগের রকমারি উপকরণ প্রস্তুত করার কাজে প্রবৃত্ত হইল। আবিষ্কার ও গবেষণা-কার্য্যে তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া গেল, বিলাস-ব্যসন ও সম্ভোগের আয়োজন যে যত বেশী ও বিচিত্ররূপী করিয়া আবিষ্কার ও প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইল, ততই সে আপন কৃতকার্য্যতার জন্য গৌরব ও অহঙ্কার বোধ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ অবস্থা এরূপ সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল যে ধনিক ও পুঁজিপতিদলের মধ্যে যাহার কাছে লক্ষ গিনি অপেক্ষা কম মূল্যের পেটি বা তাজ থাকিত, অন্যান্য সকলে তাহাকে কৃপণ বলিয়া খোঁটা দিত। পুঁজিপতি, ধনিক ও আমির দলের মধ্যে যাহার বিরাট ও গগনস্পর্শী প্রাসাদ, অত্যুৎকৃষ্ট ফোয়ারা, সুরম্য উদ্যান, মনোরম হাম্মাম, সুদর্শন ছওয়ারী, রূপবান সেবক সেবিকার দল এবং বিবিধ প্রকার খাদ্যের প্রাচুর্য্য ও পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বরের সামান্য মাত্র অভাব থাকিত, তাহাকে সহযোগীদের কাছে অপ্রস্তুত হইতে হইত। তোমার আপন দেশের রাজা বাদশাহদের অবস্থা লক্ষ্য করিলেই পুঁজিপতিদলের কাহিনী সবিস্তার বলা আবশ্যক হইবেনা। উল্লিখিত জিনিষগুলি তাহাদের জীবন-যাত্রার অপরিহার্য্য অঙ্গে পরিণত হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া না ফেলা পর্য্যন্ত বিলাস-বাসনা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতার এই রোগ তাহাদের হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করা সম্ভবপর ছিলনা।

"পুঁজি-পতিদের জীবনযাত্রার উল্লিখিত রীতি ক্রমশঃ জন সাধারণের মধ্যেও দৈনন্দিন জীবন যাপনের আদর্শে পরিণত হইল। ফলে সমাজদেহের বর্ণিত ব্যাধিসমূহের প্রতিকার অসম্ভব হইয়া—দাঁড়াইল, ধনিকদের বিলাস-বাসনার নিদারুণ পরিণতি স্বরূপ অনেকগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উৎকট পীড়া সমাজ-জীবনের প্রত্যেক স্তরে সংক্রামিত হইল এবং মহামারীর ন্যায় সমস্ত সাম্রাজ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। নাগরিক ও পল্লীবাসী, ধনি ও দারিদ্র কেহই রক্ষা পাইল না। প্রত্যেকেই সমাজের ভয়াবহ অবস্থা লক্ষ্য করিত, কিন্তু প্রতিকারের পথ কেহই দেখিতে পাইত না। অবশেষে আপামর-জন সাধারণ ভীষণ দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর কবলে পতিত হইল।"

ব্যাপক দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষের কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া শাহ ছাহেব লিখিয়াছেন: "বিলাস-ব্যসন ও সম্ভোগের উপকরণের জন্য প্রচুর ধনের প্রয়োজন আর কৃষক ও ব্যবসায়ীদের উপর নিত্য নূতন ট্যাক্স ধার্য্য ও পুরাতন রাজস্বের হার বর্দ্ধিত না করা পর্য্যন্ত ধনলাভের বুভুক্ষা মিটাইবার অন্য কোন পথ নাই। অসহনীয় ও গুরুভার করগুলি—আবার নানরূপ উৎপীড়নের সাহায্যে ওছুল করা হইয়া থাকে। অত্যাচার মূলক রাজস্ব পরিশোধ করিতে অস্বীকৃত হইলে প্রজা মণ্ডলীকে সৈনিকদলের সঙ্গীনের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহারা ধৃত হইয়া নানা রূপী লাঞ্ছনা ও দণ্ড ভোগ করে। আর যাহারা অনন্যোপায় হইয়া কর দিতে স্বীকার করে, তাহারা গরু ও গাধার অবস্থায় উপনীত হয়, তাহাদিগকে সেঁচ, রোপন ও ফসল কর্ত্তনের কাজে খাটান হইয়া থাকে এবং শুধু পুঁজিপতিদের স্বার্থোদ্ধার কল্পে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখা হয়।"

وذلك ان تلك الاشياء لم يكن لتحصل الا ببذل اموال خطيرة ولا تحصل تلك الا موال الابتضعيف الضرائب على الفلاحين والتجار واشباههم والتضييق عليهم فان امتنعوا قاتلوهم وعذبوهم وان اطاعوا جعلوهم بمنزلة الحمير والبقر يستعمل فى النضح والدياس والحصاد ولا تقتنى الا ليستعان بها فى الحاجات -

পুঁজিবাদে কর্ম্মবিমুখ জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে শাহ ছাহেব মন্তব্য করিয়াছেন যে, "পুঁজিতন্ত্রে যে সমাজ ব্যবস্থা দেখা দেয়, তাহাতে ধনি ও দরিদ্র সকলেই সরকারী—কোষাগারের দিকে লোলুপদৃষ্টি প্রদান করিয়া বসিয়া থাকে। একদল যুদ্ধ বিগ্রহ কিছুই করেনা, কিন্তু

وصار جمهور الناس عيالا على الخليفة يتكففون منه تارة على انهم من الغزاة والمدبرين للمدنية يترسمون برسومهم ولا يكون المقصود دفع الحاجة

www.ahlehadeethbd.org

ولكن القيام بسيرة سلفهم وتارة على انهم شعراء جرت عادة الملوك بصلتهم وتارة على انهم زهاد وفقراء يقبح من الخليفة ان لايتفقد حالهم –

মোজাহেদিন বাপ দাদাদের নামে জায়গীর ভোগ করিতে চায়। দ্বিতীয় দল কুটনৈতিক হিসাবে প্রতিপালিত হয় অথচ অনর্থপাত সৃষ্টি করা ছাড়া তাহাদের অন্য কোন যোগ্যতা নাই! একদল কবি সাজিয়া ছড়া আওড়াইয়া আর ধনিকদের জন্য কছিদা রচনা করিয়া বৃত্তিধারী হইবার আশায় বসিয়া থাকে। কেহ ছুফী ও ফকির বনিয়া দোআ, প্রার্থনা ও ধার্ম্মিকের ভেকের বিনিময়ে লাখেরাজ উপভোগ করিতে চায়।" নিষ্কর্ম্মাদের সংখ্যা দরবারদারী, খোসামদ ও মুছাহেবি প্রভৃতির দরুণ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এবং দেশের অর্থ ও ভূমিসম্পদ কর্ম্মবিমুখদের মধ্যে হস্তান্তরিত হইতে হইতে অভাব ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসে,—হুজ্জাতুল্লাহিলবালিগাহ ঃ (১) ১১০-১১১ পৃঃ।

ভূম্যাধিকার ও জায়গীরের প্রথা বহু পুরাতন। ইছ্লামি অর্থনীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এবং বর্ত্তমান যুগেও সকল রাজতন্ত্রে রাজাকেই ভূমির প্রকৃত মালিক বিবেচনা করা হয়। রাজা তাঁহার এই অমূলক ও অপ্রতিহত অধিকারের বলে স্বীয় পারিষদ, ভাঁড়, কবি ও উচ্চ কর্ম্মচারীদের সেবা ও দক্ষতায় তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বড় বড় জায়গীর ও ভূসম্পত্তি দান করিতেন। কর্ম্মচারীদিগকে যে সকল গুরুতর কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধা করিতে হইত, তন্মধ্যে রাজা ও রাজপুরুষগণের জন্য প্রজার রূপসী স্ত্রী-কন্যা সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার কাজ ছিল অন্যতম। দুই চারি জন জ্ঞানী গুণী ও প্রকৃত সাধু-সজ্জন ব্যক্তিও যে জায়গীর ও তালুকের অনুগ্রহ লাভ করিতেন না তাহা নয়, কিন্তু অধিক ক্ষেত্রে রাজাকে বৈকুণ্ঠের ছাড়পত্র প্রদান করার বিনিময়ে ধর্ম্মনেতাগণ জায়গীরের ছনদ প্রাপ্ত হইতেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং দল ভাঙ্গাইবার মৎলবেও উৎকোচ স্বরূপ জায়গীর প্রদান করা হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে যে—জমিদারী প্রথা প্রচলিত হয়, তাহার ভিত্তিও বর্ণিত নীতি সমূহের উপর স্থাপিত ছিল। স্যার আবদুর-রহিম ১৯২৫ সালে মুছলিম-লীগের সভাপতি রূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে বলেন যে, "১৮৭০ সালে ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালার মুছলমানদের ভূসম্পত্তি, যাহা সমস্ত প্রদেশের বর্গফলের চতুর্থাংশ ছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কাড়িয়া লইয়া হিন্দুদিগকে পত্তন করিয়াছিল"। ভূম্যাধিকারীরা কৃষকদের সঙ্গে ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করিত, অত্যাচার ও যুলুমের পাহাড় তাহাদের মাথায় ভাঙ্গা হইত। তাহাদের নিকট হইতে ভূমিরাজস্ব ও শতাধিক প্রকার আবওয়াব ও বেগারের সঙ্গে ইয্যৎ ও তাহাদের নারীদের সতীত্বের নযরানা গ্রহণ করা হইত। কৃষকরা যে ব্যবহার পাইত, তাহার বিনিময়ে ভূম্যাধিকারীদের ভোগলালসা ও অর্থ-গৃধ্নুতা চরিতার্থ করার জন্য আপন দেহের শেষ রক্ত বিন্দু উৎসর্গ করিয়া দিত।

* * * *

পুঁজিবাদের নির্ম্মমতা ও রক্ত লোলুপতার বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া উনবিংশ শতকের পঞ্চম দশকে মার্ক্সিজ্ম ও কমিউনিজ্মের (সমানাধিকারবাদ) ভিতর দিয়া আত্ম প্রকাশ করে। মার্কস ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিউনিষ্ট বিজ্ঞপ্তি (Communist Manifesto) তে যে কর্ম্মসূচী প্রচারিত করেন, তাহাতে বিঘোষিত হয় ঃ—

১। ভূমি সম্পত্তির সকল প্রকার অধিকারের বিলোপ ঘটাইয়া ভূমি রাজস্বের সমস্তই জন-হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

২। পুঁজিপতিদের উপর ভারী আয়কর প্রযুক্ত হইবে।

৩। উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা বিলুপ্ত হইবে।

৪। গভর্ণমেণ্ট সমস্ত নগদ পুঁজির কেন্দ্র হইবে এবং লেন-দেনের কার্য্য জাতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় পরিচালিত হইবে। গভর্ণমেণ্টের পুঁজি ছাড়া ব্যাঙ্কে আর কাহারো পুঁজি খাটিবে না এবং সরকারের ইজারাদারীতে কেহ শরিক থাকিতে পারিবে না।

www.ahlehadeethbd.org

৫। জাতীয় কল-কারখানা, উহার সম্প্রসারণ এবং কৃষি যন্ত্র-পাতি গভর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত থাকিবে। মিলিত পরামর্শের সাহায্যে অনাবাদি জমির চাষ এবং জমির উর্ব্বরতা শক্তি বর্দ্ধিত করার উপায় নিরূপিত হইবে।

৬। প্রত্যেকের জন্য শ্রম বাধ্যতামূলক হইবে। সর্ব্বপ্রকার শিল্প, বিশেষতঃ কৃষির জন্য কৃষি-সৈন্য-দল গঠিত হইবে।

৭। কৃষি কার্য্যকে শিল্প কারখানার সহিত সংযুক্ত করা হইবে।—Communist Manifesto, P, P. 32.

ভূমি-ব্যবস্থার উল্লিখিত দ্বিবিধ স্বরূপ অবগত হওয়ার পর বুঝিতে পারা যায় যে, পুঁজিবাদ (Capitalism) আর সমানাধিকার বাদ (Communism) পরস্পর বিপরীত মুখী ও চরম সীমায় অবস্থিত দুইটী মতবাদের নাম। পুঁজিবাদ মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকার করে, কিন্তু তাহার নীতি ও আদর্শের ভিতর এমন কোন প্রেরণা নাই যাহার ফলে ব্যষ্টি সমষ্টির মিলিত স্বার্থের সেবায় উদ্বুদ্ধ হয় অথবা আবশ্যকমত এই কার্য্যের জন্য তাহাকে বাধ্য করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদ ব্যষ্টির মধ্যে এমন এক সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থসর্ব্বস্ব মনোভাব উদ্দীপিত করে যে, তাহার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্ধার কল্পে সমষ্টিগত স্বার্থের সহিত সব সময় লড়াই লড়িতে থাকে। ফলে সম্পদ বণ্টনের সমতা বিগ্‌ড়াইয়া যায়। একদিকে মুষ্টিমেয় কতিপয় ভাগ্যবান পুরুষ গোটা জাতির সম্পদ ও জীবিকার উপায় হস্তগত করিয়া বড় বড় তালুকদার, জমিদার, জায়গীরদার ও ক্রোড়পতিতে পরিণত হয়, তাহারা স্বীয় পুঁজির যোরে পৃথিবীর বিক্ষিপ্ত ধন-ভাণ্ডারকে অনবরত টানিয়া হেঁচড়াইয়া নিজেদের সিন্দুকে ভর্ত্তি করিতে থাকে; অপরদিকে সমষ্টির অর্থনৈতিক অবস্থা দিনে দিনে শোচনীয় হইতে হইতে এবং সম্পদ ও জীবিকার বাটোওয়ারায় তাহাদের ভাগ কমিতে কমিতে শূন্যের স্থানে আসিয়া পড়ে। গোড়ায় পুঁজিপতিদের সম্পদ জাতীয় তামাদ্দুনে দৃষ্টিবিভ্রমকারী মায়ামরীচিকার ন্যায় চাকচিক্য আনিয়া দেয় বটে, কিন্তু সম্পদের অস্বাভাবিক বণ্টনের দরুণ পরিণামে জাতির অর্থনৈতিক দেহে রক্তস্রোতের প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। শরীরের অধিকাংশ ইন্দ্রিয় রক্তাভাবে শুকাইয়া কাঁটা হয় আর উত্তমাঙ্গে রক্তের চাপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া শেষে সমাজ-দেহ হার্টফেইল করে।

* * * * *

কমিউনিজম বা সমানাধিকার-বাদ পুঁজিবাদের দোষ সংশোধন করিতে চায়, কিন্তু এই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধন কল্পে সে ভুলপথের আশ্রয় লইয়াছে। সম্পদ বণ্টনের কার্য্যে সমতা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা যে সাধু, তাহাতে দ্বিমত থাকিতে পারে না। সম্পদকে মুষ্টিমেয় লোকের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখার রীতি কোরআনে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং উহার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ধনকে বিভক্ত ও সম্প্রসারিত করার কারণ দর্শাইয়া কোরআনে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে : যাহাতে ধন-সম্পদ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ – কেবল তোমাদের ধনিকদলের কুক্ষিগত হইয়া না পড়ে, (সেই রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে),—আল হাশার : ৭ আয়ৎ।

সিরিয়া বিজিত হওয়ার পর দ্বিতীয় খলিফা উমর ফারুক (রাঃ) বিজিত দেশের ভূমি মুজাহেদিনের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে সম্মত হন নাই এবং উল্লিখিত আয়ৎ কে স্বীয় দাবীর পোষকতায় উপস্থিত করিয়াছিলেন,—কাযী আবু ইউছফের কিতাবুল খিরাজ ৩২ পৃঃ। ইমাম আবুবক্‌র জাছ্‌ছাছ রাযি বলেন, হযরত উমর (রাঃ) বলিয়াছিলেন, যদি শুধু যোদ্ধাদের মধ্যে আমি ভূমি বণ্টন করিয়া দেই, لَوْ قَسَمْتُهَا بَيْنَهُمْ لَصَارَتْ তাহা হইলে সম্পদ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ কেবল ধনপতিদের وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ অধিকৃত হইয়া পড়িবে, مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ وَقَدْ পরবর্ত্তী মুছলমানদের جَعَلَ لَهُمْ فِيهَا الْحَقَّ –

www.ahlehadeethbd.org

ভাগে কিছুই থাকিবে না, অথচ তাহাদেরও উক্ত ভূমিতে অধিকার রহিয়াছে,—আহ্কামুল কোর্আন : (৩) ৫২৯ পৃঃ।

কিন্তু কোরআনের নির্দ্দেশিত ব্যবস্থা অর্থাৎ সম্পদকে মুষ্টিমেয় লোকের হস্ত হইতে উদ্ধার করার সাধু প্রচেষ্টার জন্য কমিউনিজম যে নীতির অনুসরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার ফলে সে প্রাকৃতিক বিধানের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। মানুষকে ব্যক্তিগত অধিকার হইতে একদম বঞ্চিত করিয়া সমষ্টির দাসে পরিণত করার কুফল শুধু অর্থনৈতিক জগতের জন্য বিপজ্জনক নয়, অধিকন্তু ব্যাপকতর ভাবে উহা মানুষের তামাদ্দুনী জীবনের পক্ষেও সাংঘাতিক ও মারাত্মক। অর্থনীতি ও তামাদ্দুনের গোড়ায় যে বস্তু প্রেরণা জোগায় এবং ওগুলিকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলে, কমিউনিজ্ম সেই আসল বস্তুটাকেই গলা টিপিয়া মারিতে চাহিয়াছে। যে প্রেরণার বলে তামাদ্দুনী ও অর্থনৈতিক জীবনে মানুষ তাহার চরম-শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহা তাহার ব্যক্তিগত লাভের আশা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের এই স্বার্থবোধ প্রকৃতিদত্ত অবদান, কোন ন্যায়শাস্ত্র তাহার মন ও মস্তিষ্ককে ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম নয়। অসাধারণ লোকদের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ মনুষ্য সমাজে আমরা কি দেখিতে পাই? মানুষ তাহার মন, মস্তিষ্ক ও বাহুর সমুদয় শক্তি সেই কার্য্যেই প্রয়োগ করিয়াছে এবং করিবে ও করিতে পারে, যে কার্য্যের ভিতর তাহার অথবা তদীয় বংশধরদের কল্যাণ ও উন্নতি সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। যদি এই মমত্ববোধের বিলুপ্তি সাধিত হয় অর্থাৎ যদি মানুষ বুঝিতে পারে যে লাভ ও ক্ষতির যে নির্দ্ধারিত ও পরিজ্ঞাত সীমারেখা তার জন্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, শতচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের সাহায্যেও তাহার পক্ষে সেই সীমারেখাকে এক চুলও অতিক্রম করিয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবেনা, তাহা হইলে তাহার গবেষণা ও কর্ম্মশক্তি অনিবার্য্যরূপে আড়ষ্ট হইয়া যাইবে। সে শুধু একজন শ্রমিকের ন্যায় কাজ করিতে থাকিবে। কর্ম্মের সহিত শ্রমিকের স্বার্থ পারিশ্রমিকের অনুপাতেই কায়েম থাকে।

সমানাধিকারবাদের আভ্যন্তরীণ দিকটা হইল এইরূপ, এখন তাহার কার্য্যকরী ও ব্যবহারিক দিকটার অবস্থা লক্ষ্য করা যাক। বিভিন্ন পুঁজিপতিদের অবসান ঘটাইয়া কমিউনিজ্ম এক দুর্দ্দান্ত, অপ্রতিহত ও বিরাট পুঁজিপতিকে জন্ম দিয়াছে, এই পুঁজিপতির নাম কমিউনিস্ট-রাজ্য— Communist State. পুঁজিপতিদের হৃদয়-তারে সাধারণ মনুষ্যত্ব ও অনুভূতি-বৃত্তির যে যৎসামান্য ও ক্ষীণ রেশ মাঝে মাঝে ধ্বনিত হইতে দেখা যায়, উল্লিখিত লা-শরিকালাহু পুঁজিপতির ভিতর তাহার লেশমাত্রও নাই। কমিউনিস্ট স্টেটের ডিক্টেটর এবং তাহার সরকার দেশের সকল সম্পদ, পুঁজি, মেশিন, কৃষিযন্ত্রপাতি ও ব্যাঙ্কের সর্ব্বেসর্ব্বা অধিপতি, স্টেটের প্রজাবৃন্দের নিকট হইতে সে মেশিনের মত কাজ আদায় করিবে আর ঠিক মেশিনের মতই নির্ব্বিকার, নির্ম্মম ও স্বৈরাচারী ভাবে জীবিকা বণ্টন করিবে। কাহারো জন্য তাহার কোন সহানুভূতি নাই, কোনরূপ দক্ষতা ও কর্ম্মকুশলতার তাহার কাছে স্বীকারোক্তি এবং প্রশংসাও নাই। মানুষের হৃদয় ও বিচারবুদ্ধিকে স্পর্শ করিয়া তাহাকে কর্ম্মের জন্য যে ভাবে উৎসাহিত করিতে হয়, তাহার বিপরীত কমিউনিজম শুধু আইনের জোরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়া মেশিনারির পার্টসের মত মনুষ্যদলের নিকট হইতে কাজ বুঝিয়া লইবে। চিন্তা, অভিমত ও কর্ম্মের স্বাধীনতা শ্রমিকদের নিকট হইতে সে সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লইবে।

উল্লিখিত কঠোর ও নির্ম্মম স্বৈরাচার-নীতি অবলম্বন না করা পর্য্যন্ত সমানাধিকারের ব্যবস্থা অচল। অন্যান্য গভর্ণমেণ্ট এবং তাহার সিস্টেমকে বদ্লাইবার যতটুকু উপায় তাহাদের প্রজা সাধারণের হস্তে রহিয়াছে, কমিউনিস্ট ডিক্টেটরশিপের অধীনস্থ প্রজামণ্ডলীর তাহার শতাংশ সুযোগও নাই। উক্ত ডিক্টেটরশিপের অন্যায় ও স্বৈরাচারের প্রতিবাদ করার কাহারো অধিকার নাই। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যষ্টির সমুদয় অনুভূতি সকল সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। তাই একাধিপত্য ও স্বৈরাচারের

www.ahlehadeethbd.org

লৌহশৃঙ্খলে সকল সময় মানুষের ব্যক্তিত্বকে আঁটিয়া ও কষিয়া বাঁধিয়া রাখিতে না পারিলে চক্ষুর নিমিষে কমিউনিস্টিক বিধানের লৌহ-প্রাসাদ ধুলিসাৎ—হইয়া যাইবে। উল্লিখিত কারণ পরম্পরায় রুশের সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট আজ পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দান্ত ও স্বৈরাচারী। তাহারা প্রজাদিগকে যে কঠোর শাসন শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, পৃথিবীর কোন রাজতন্ত্রে বা গণতন্ত্রে তাহার দৃষ্টান্ত নাই। সোভিয়েট শাসনের এই নির্ম্মম কঠোরতা আকস্মিক বা ইচ্ছাকৃত নয়, কমিউনিজম স্বাভাবিক ও রুচিগত ভাবেই সর্ব্বদা একজন নৃশংস ও হৃদয়হীন ডিক্টেটরের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া থাকে।

* * * *

অর্থনৈতিক জীবনেও ইছলাম ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থকে পৃথক করিতে চায় নাই, বরং উভয়বিধ স্বার্থ-বোধের ভিতর এক মনোরম সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছে। ফলে ইছলামি জীবন-পদ্ধতীতে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে সংঘর্ষ ও বিরোধের পরিবর্ত্তে পারস্পরিক সহযোগ, সাহায্য ও সমর্থনের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। গণ-স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যষ্টি যদি ধনকে পুঞ্জিভূত করিতে উদ্যত হয় কিংবা জমা ও খরচের ব্যাপারে যদি শুধু নিজের স্বার্থকে রক্ষা করিয়া চলিতে চায়, তাহা হইলে তাহার আচরণে কেবল সমষ্টিই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেনা পক্ষান্তরে তাহার উল্লিখিত আচরনের পরিণতি স্বরূপ সে ক্ষতির ভার ব্যষ্টিকেও বহন করিতে হইবে। পুনশ্চ সামাজিক বিধানে যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ সতত পদদলিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার কুফল অনিবার্য্য রূপে সমষ্টিকেও ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, সমষ্টির স্বাচ্ছন্দ্য ও সঙ্গতিপন্ন অবস্থার উপর যেমন ব্যক্তির সুখ সম্পদ নির্ভর করে, তেমনি ব্যষ্টির অবস্থাশালী হওয়ার উপরেও সমষ্টির স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। অতএব উভয়ের সঙ্গতি ও সুখ ব্যষ্টির স্বার্থবোধ ও সহানুভূতিবৃত্তির সুসামঞ্জস্য ও সমতার উপর পূর্ণ-ভাবে নির্ভর করিতেছে। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত লাভের জন্য চেষ্টা করুক, কিন্তু সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যেন তাহার সে প্রচেষ্টায় অপর কেহ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যে যাহা উপার্জ্জন করিতে পারে, করিতে থাকুক, কিন্তু প্রত্যেকের উপার্জ্জনের মধ্যে যে অপরের অংশও রহিয়াছে, তাহা ভুলিলে চলিবেনা। প্রত্যেকে অপরের দ্বারা যেরূপ উপকৃত হইবে, অপরকেও তেমনি উপকৃত করিতে হইবে। লাভের উল্লিখিত বণ্টন-রীতি এবং ধনের বর্ণিত বিবর্ত্তন-ব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্য ব্যষ্টির মনে শুধু কতকগুলি নৈতিক সদ্বৃত্তি সৃষ্টি করা যথেষ্ট হইবেনা, পক্ষান্তরে এরূপ বিধানের আবশ্যক, যাহা আয় ব্যয়কে সঠিকভাবে ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত (صدقا وعدلا) নিয়ন্ত্রিত করিবে। সে বিধানের (শরিআতের) অধীনে কেহ ক্ষতিকারক উপায় অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করার অধিকারী হইবেনা। সম্পদ ও জীবিকা এক স্থানে বা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে পুঞ্জিভূত হইতে পারিবে না (كي لا يكون دولة بين الاغنياء)। এক জনের ভূম্যাধিকারী হওয়ার জন্য সহস্র ব্যক্তির ভূমিহীন মযদুরে পরিণত করার এই আইনে অনুমতি থাকিবে না! মুষ্টিমেয় লোককে লক্ষ পতি ও কোটিপতি হইবার সুযোগ দিবার জন্য সহস্র ও লক্ষ ব্যক্তিকে নিরন্ন ও বুভুক্ষু থাকিবার ব্যবস্থা এই বিধান স্বীকার করিবে না অথচ যোগ্যতা, বল ও অধ্যবসায়ের তারতম্য অনুসারে বৈধ উপার্জ্জনের মধ্যে যে প্রভেদ ও তারতম্য ঘটা সুনিশ্চিত, উপরোক্ত আইন তাহারো প্রতিরোধ করিবে না।

ইছলাম অর্থনীতির উল্লিখিত আদর্শবাদ প্রচার করিয়াছে। সে পুঁজিবাদ ও সমানাধিকারবাদের নীতিকে গ্রাহ্য করে নাই। ইছলামের রীতি ও ব্যবস্থাকে অমান্য করা সহজ, কিন্তু ইছলামি-আইনের দোহাই দিয়া পুঁজিবাদ বা মযদকী সমানাধিকারের রীতিকে প্রচলিত করার প্রচেষ্টা ইছলামের সহিত ঘোর বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর মাত্র। এবং হে রছুল (দঃ) আপনার প্রভুর বাক্য সঠিক ভাবে এবং ন্যায়পরায়ণতার সহিত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বাক্যের কেহই

وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم —

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিবর্ত্তনকারী নাই, তিনি সর্ব্বশ্রোতা ও সর্ব্বজ্ঞানময়, আল্‌আন্‌আম ঃ ১১৬ আয়ৎ।

উল্লিখিত আদর্শবাদের বিশ্লেষণ ও বিস্তৃত আলোচনার জন্য সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। আমরা অতঃপর কেবল ভূমির অধিকার ও বণ্টন সম্পর্কে ইছ্‌লামি আদর্শ-বাদের ইঙ্গিত আলোচনা করিব।

والله ولى السداد، وهوالهادى الى سبيل الرشاد -

একখানি পত্র

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

আস্‌সালামো আলায়কুম্ বাদ আরজ,

ভাই মওলানা সাহেব, আপনার দারুণ অসুস্থতার সংবাদে ব্যথিত হলাম। আল্লাহ্ আপনাকে সত্বর নিরাময় করুন, এই প্রার্থনা আমার অন্তরের। আপনার প্রতি পুরাতন ভালোবাসা মরেনি। আশা করি, মরবে না, যতোকাল খোদা বাঁচিয়ে রাখবেন। তবে কতোদিন বাঁচাবেন, তিনিই জানেন। আমিও তো আপনারই মত স্বাস্থ্য হারিয়ে বার্ধক্যের স্বাভাবিক অপটু দুর্গতির ভেতর কাঙাল সেজে দিন গুজরান করছি! আল্লার দয়াই একমাত্র সম্বল। স্বাস্থ্যহীন জীবনই বৃথা। স্থায়ীভাবে শরীর ভেঙ্গে থাকলে মানুষের কিদশা হয় তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। সুতরাং আপনার ব্যাধিজীর্ণ দেহ-মনের খিদমৎ সমাজের পক্ষে কতোখানি করুণ গুরুত্বে পরিপূর্ণ, তা আমার কাছে পরিষ্কার। তাই আপনাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।

ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আমি বিশেষজ্ঞ নই। তথাপি হয়তো ভালবাসার টানে, আপনাদের মাসিক পত্রিকার পয়লা সংখ্যা আমাকে পাঠিয়েছিলেন মতামতের জন্যে। সৌজন্যের খাতিরে তার প্রাপ্তি স্বীকার করতে গিয়ে নেহাৎ ব্যক্তিগতভাবে দু' একটী কথা আপনাকে জানিয়েছিলাম। দেখলাম দ্বিতীয় সংখ্যায় তার উল্লেখ করেছেন এবং একটা 'কৈফিয়ৎ' দিয়েছেন। কৈফিয়তের সত্যিই প্রয়োজন ছিল না, কেন না আপনারা শাস্ত্রিক, আমি সাহিত্যিক; এবং শাস্ত্রিকরা সাধারণতঃ মনে করেন, সাহিত্যিকরাই তাঁদের শাসনাধীন, তাঁরা সাহিত্যিকদের নন।— সুতরাং বলতেই হবে, আপনাদের কৈফিয়ৎটা আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহদত্ত প্রীতির নিদর্শন।

যাহোক, সংখেপে ও সাহিত্যিক ভাষায় কথা বলায় যে বিপদ আছে এটা আমার জানা থাকলেও আপনার মতো সাহিত্যিক-রুচিসম্পন্ন বিশিষ্ট বন্ধুর কাছ থেকেও তা আসতে পারে, এ বুঝিনি। কিন্তু দেখলাম, বিপদ খানিকটা এসেছে। আপনারা যেন মনে করেছেন, আমি একজন কাট্টা হানাফী এবং হানাফী হিসেবেই আপনাদের বিচার করছি। তা মোটেই নয়। আমার বাবা ছিলেন গোঁড়া হানাফী, কিন্তু তাঁর ভেতর কিছুটা স্বাধীনযুক্তিবাদিতা ছিল। এ জন্যে হানাফী জমাতের সব মতামত তিনি নির্বিবাদে গ্রহণ করতেন না। আবার আমার এক প্রিয় চাচা ছিলেন কাট্টা আহলে-হাদিস। তাঁর কোন পুত্র-সন্তান জীবিত ছিল না। আমিই ছিলাম তাঁর পুত্র স্থানীয়— "খোকা"। একছেলের বাবা হওয়ার পরেও আমি তাঁর আদুরে খোকাই ছিলাম। পিতা কড়া মেজাজের মানুষ, পুত্রহীন চাচা একান্ত স্নেহ প্রবণ। এই দু' জনের মাঝখানে কার দিকে আমার চিত্তের প্রবণতা বালো, কৈশোরে, যৌবনে বেশী ঝুঁকেছিল এবং আমার তরুণ মনটী একখানি পূর্ণচিত্রিত প্রতিমারূপে গড়ে উঠতে কার হাতের স্পর্শই বা বেশী পেয়েছিল, অনুমান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করতে পারবেন। সুতরাং যদি ভেবে থাকেন, আমার অবস্থান মাত্র একজন হানাফীর, ভুল করেছেন। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থানে দাঁড়িয়ে হানাফী ও মোহাম্মদী আহলে-হাদিস জমাতের দিকে তাকানোর শক্তি আমি অন্তরে অনুভব করতে পাই; এবং সেই শক্তিটুকু নিয়েই আপনাকে ক'টা কথা জানিয়েছিলাম। আপনাদের এরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলা হয়তো সাজে না, কেননা আপনারা আহলে-হাদিস সম্প্রদায়ের মুখপাত্র। তা হ'লেও একজন সুপরিচিত বন্ধুর সম্বন্ধে এতোটুক কথা আপনার স্মরণ থাকা উচিত ছিল না কি?

মনে পড়ে, যখন কলকাতায় আহলে-হাদিস সম্প্রদায়ের সংগে মিশে তাঁতীবাগানে বাস করতাম একদিন এক মৌলবী সাহেব কথা প্রসংগে ব'লে ফেলেছিলেন, হানাফী লোগ হিন্দু উঁছে বদ্‌তর হ্যাঁয়। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিঁউ! জবাবও একটা পেয়েছিলাম, কিন্তু বাদ প্রতিবাদে নামিনি। সাহিত্যিকদের পক্ষে অনেক সময় জানা এবং শুনাটাই যথেষ্ট, তর্ক প্রায় ক্ষেত্রেই অবান্তর। আমার ধারণা, অনেক খানি যুক্তিবাদী মন না থাকলে কেউ সত্যিকার সাহিত্যিক হ'তে পারে না, এবং যুক্তিবাদ জ্ঞানাশ্রয়ী। তর্কের অন্ধ উদ্যম বা উত্তেজনার স্থান তার ভিতর করা মুশকিল। আপনার নিজের মনোভাব হয় তো বর্ণিত মৌলবী সাহেবের মতো নয় কিন্তু সাধারণভাবে আহলে-হাদিসরা কি ধরণের মনোগতির বশবর্তী হ'য়ে হানাফীদের সংগে বাহাস করতেন, তার কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতি আজও অমিলন রয়েছে। আর এক দিন কলকাতায় রাত্রিতে শুয়ে আছি। শুনলাম, এক মোহাম্মদী ভাই পাশের ঘরে গানের সুরে আওড়াচ্ছেন,—

হানাফী লোগোঁ হ্যাঁয় শয়তানওয়ালা.
আহলে-হাদিসোঁ হ্যাঁয় আল্লাওয়ালা।

আমি রাগ করছি না। হানাফীরাও নিশ্চয় মোহাম্মদী সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে অনুরূপ বা তীব্রতর মনোভাব পোষণ করেন। আমার বাবা ও চাচাকে দেখতাম, মাঝে মাঝে পরস্পরে বাক্যালাপ ছাড়াই চলা ফেরা করছেন। এখন এই মনে ক'রে শান্তি পেতে চাচ্ছিলাম যে, আগেকার সেই তীব্র মনোভাব হয় তো কেটে গেছে। কিন্তু কই? আপনারা আহলে-হাদিস আন্দোলন ভদ্রভাবে এবং নিরভিমান শাস্ত্রীয় দৃষ্টি ভংগি নিয়ে চালাবেন, এটা বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু অল্প কিছু দিন আগে একজন মোহাম্মদী মওলানা আমাদের পাশের গাঁয়ে এসে কয়েক ঘর হানাফীকে তাঁর জমাতের ভেতর ঢুকিয়ে নিতে চেষ্টা পাচ্ছেন, তাঁরই দলের এক বন্ধুর মুখে খবর পেলাম। এরও পরে—এই সেদিন মাত্র খবর শুনলাম, এক হানাফী পাড়ার এক মাত্র মোহাম্মদী ঘরের একজনকে মহর্‌রমের বেদআতী কাণ্ড-কারখানায় যোগ দিতে বলেছে এবং লোকটী তাতে সম্মত না হওয়ায় তাকে শাসাচ্ছে। আমি একজন হানাফী সরদারকে এই ব্যাপারটার অন্যায় দেখিয়ে দিতে গিয়ে জবাব পেলাম, হানাফীদের মধ্যে বাস ক'রে ওরকম আলাদা চা'ল চালাতে যাওয়া ঠিক নয়!

আমার ভয় হয়, আহলে-হাদিস সম্প্রদায়ের নামে আপনারা ইসলামী আন্দোলন চালাতে গেলে এই ধরণের বিবাদ, একগুঁয়েমি ও দলপোষক প্রবৃত্তি বাড়া বই কমবে না। আমার সন্দেহ মিথ্যে প্রতিপন্ন হ'লে সুখীই হবো, কিন্তু তা হবে ব'লে আশা হয় না। আপনারা যদি বলেন, আহলে-হাদিসই ইসলাম, হানাফীরাও ঠিক তাই বলতে থাকবেন, এবং কলকাতায় শোনা সেই পুরানো গানই চালু হবে। এতে ইসলাম শক্তি পাবে কি?

এখানে একটু অপ্রাসংগিক হ'লেও আপনার জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করছি যে, মোহাম্মদী সম্প্রদায়ভুক্ত চাষী কওমের জনৈক হাফেজ সাহেব তন্তুবায় (কারিকর) কওমের কোনো মেয়ে নেকাহ না ক'রে নিজের কওমের থেকেই বিবি বেছে নেওয়া বেশী পছন্দ করলেন, দেখলাম,—আমাদের অতি নিকটেই। হানাফীরা না হয় 'কফ'র ফৎওয়াকে জাতিভেদের সমর্থন ভেবে থাকেন, কিন্তু আপনারা তো তা করেন না? তবে এক খান্দানী মৌলবীগোষ্ঠির

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাফেজ সাহেবজীর এ-রকম গতিক কেন?— কলকাতায় থাকতে আপনাদের এক বড়ো মওলানা সাহেব তাঁর নিজের পীরালি-বংশের বাইরে বিয়ে-শাদীর আদান-প্রদান করতে অসম্মত হ'তে শুনেছিলাম তাঁর নিকট আত্মীয়দের মুখেই। কাজেই জাতিভেদের ব্যামোটীকে শুধু হানাফীদের ঘাড়ে চাপিয়ে আপনারা যেন খুশী থাকবেন না, ভাই! সব-রকমের এবং সবখানেই জাতিভেদ! আপনারা আদর্শ প্রচার— বিশেষতঃ আদর্শ স্থাপন ক'রে তাড়াতে চেষ্টা পেলেই দেখবেন আপনাদের নিজের সম্প্রদায় থেকেই কতোখানি অসম্মতি জেগে উঠছে।

আমার ব্যবহৃত 'অক্ষর পূজা" কথাটীর মানে কি ধরেছেন, যেন ঠিক বুঝলাম না। আমি ইংগিতে বলতে চেয়েছিলাম যে, যেসব ইসলামী নীতি সমাজ, রাষ্ট্র ও ধন-সম্পত্তির বণ্টন ব্যবস্থায় স্পষ্ট ধরতে পারেন, যুগের প্রয়োজনে তাদের ক্রমবিকাশ ঘটতে না দিলে কালই ইসলামজয়ী হবে, ইসলাম কালজয়ী হ'য়ে থাকতে পারবে না। মানুষের মন সচল, জগৎ পরিবর্ত্তনশীল এবং সমাজের অবয়ব ক্রমশঃ অধিক থেকে অধিকতর জটিলতার দিকে সঞ্চরমান। আবার এদিকে নব্যুৎও খতম হয়েছে। এ অবস্থায় ইসলামী নীতিগুলোর প্রবণতা লক্ষ ক'রে তাদেরে ক্রমবিকাশের পথে আগে বাড়তে না দিলে আপনারা ইসলামকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখার আশা করতে পারেন কেমন করে? কোর্‌আন কি নিজেকে "আয়াতে রব্বেকুম্" (মানে, ক্রমবিকাশকারী আল্লার ইশারা) বলে না? ইশারা ধ'রে আগে বাড়া কি ইসলামের বিনষ্টির আয়োজন?

অবশ্যি ক্রম-বিকাশের স্বরূপ ও প্রক্রিয়া কি, তা বোঝা দরকার। বাইরে থেকে যতো-কিছু নাচীজ ইসলামের ঘাড়ে চাপানো ক্রম বিকাশের কাজ নয়। ইসলামের ভেতরে যে-সব সুস্পষ্ট নীতির পরিচয়চিহ্ন জল্ জল্ করছে, সেগুলোকে মানুষের এ-যুগের সত্যিকার বুদ্ধিসম্মত প্রয়োজনের সংগে মিলিয়ে দেওয়ার মতলবে একটু স্পষ্টতর, নির্ভীকতর ও অধিকতর অগ্রসর রূপ দেওয়াই ক্রমবিকাশের কাজ। আমার দাড়ি আছে, একে দুঃখের বিষয় বললে অক্ষর-পূজকরা চটবেন নিশ্চয়। কিন্তু, ভাই, দাড়িগুলো ভারি চুলকায়। আবার আমার ছারপোকাসংকুল তক্তাপোষের ঐ কীট-প্রাণীগুলো মাঝে মাঝে তার ভেতর আশ্রয় নিয়ে নিরাপদে আমাকে শোষণ করতে চায়। তক্তাপোষের ছারপোকাগুলো মেরেও রেহাই নাই, কেননা বাড়ীটাই ছারপোকাময়। এ অবস্থায় বাড়ীটা না জ্বালিয়ে ছারপোকা নির্মূল করা যায় না। যাহোক, আপনাদের খুশীর খাতিরে প্রাণপনে দাড়ি রক্ষা করছি। দাড়ি ছাড়া একগাছি রশিও আছে আমার হাতে,— কিন্তু গোছানো। এখন কেউ যদি একটা শূয়োরের লেজ আমার দাড়ির সংগে জবরদস্তি ক'রে বেঁধে দেয়, তাকে নিশ্চয়ই মিলন বলবেন না। এক্ষেত্রে শূয়োর আপদটা আমার মাথাকে নামিয়ে দেবে, আমার মুখে আর্তনাদ জাগাবে এবং আমার জাত মারবে। কিন্তু কোত্থেকে এলো একটা ভারি খুবসুরৎ খাশী ছাগল। সে আমার খন্দ খাচ্ছে। আমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। এ দিকে বাড়ীর ছেলেপিলেরা ছাগলটার আশ্চর্য্য সুন্দর চেহারা দেখে এবং তার নর্তন-কুর্দনে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে নিয়ে পালতে চাচ্ছে। দুষ্ট ছাগলটা খন্দ খেয়ে আমাকে ফতুর করতে পারে। তাকে বাঁধা দরকার। ছেলেপিলেরা তাতে খুশী হ'য়ে বাড়ীর কাজেই লাগবে, ছাগলের চেহারার চাকচিক্যে ভুলে তার পিছু পিছু দৌড়ে বেড়াবে না। আমি করলাম কি? না, হাতের গোছানো রশিটা ছড়িয়ে দিয়ে ছাগলটাকে বেঁধে আপন ক'রে নিলাম। একে মিলন বলতে আপত্তি হ'বে না হয়তো আপনাদের।

অদ্বৈতবাদকে ঐ শূয়োরের কায়দায় ইসলামের অংগে জড়ানো হয়েছে, তাই ওতে তার জাত গেছে। কিন্তু সোশ্যালিজমকে ইসলামের সূত্র একটু লম্বা ক'রে দিয়ে বেঁধে ঘরে পুষলে শান্তি হবে, জীবনে সৌন্দর্য আসবে, তরুণদের হট্টগোল থামবে, ইসলামের গৃহ-পোষণ হবে সুতরাং তার শক্তি বাড়বে। কম্যুনিজ্‌ম্ থেকে নিরীশ্বরবাদ ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হিংসাত্মক জুলুম-জবরদস্তি বা ধ্বংসাত্মক অশান্তি উপদ্রব বাদ দিলে সোশ্যালিজমের এক ধাপ পরের অবস্থা দাঁড়ায়। প্রয়োজন হ'লে তাকেও ঐ ভাবে বাঁধার চেষ্টা করা যাবে। ইসলামী সূত্রের গতিরোধ না করলে তার লম্বাইয়ের হদ্ থাকবে না। আল্লাহ অনন্ত, তাঁর মরজিও অনন্ত। সান্ত সসীম মানুষ তাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা ধীরে ধীরে এবং এইরূপ ক্রমশিক পন্থাতেই করতে পারে যদিও সে-চেষ্টার অন্ত আমরা সসীম মানুষ হিসেবে দেখতে পাইনে।

যদিও ইসলাম নেহাৎ কাব্য-গাথা নয়, তবু মনে হয়, কবির বাণী স্মরণ করলে মনে সান্ত্বনা পাবেন (কেননা বিশ্ব একখানা বিরাট কাব্য, যার কবি স্বয়ং আল্লাহু রব্বিল-আ'লামিন)—

Old order changeth Yielding place to new,
And God fulfils Himself in many Ways.

ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রবণতার বিকাশ সাধনে বিতৃষ্ণাকেই অক্ষর পূজা বলেছি। হানাফী আহলে-হাদিসদের আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্কের সংগে আমার বক্তব্যের কোনো যোগ নেই।

অক্ষর পূজার অন্য দু' একটী দৃষ্টান্ত দিই। তখন 'মোহাম্মদী' অফিসে কাজ করতাম। সুলতান ইবনে সউদ হেজাজ ইংরেজের গোলামের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। আমরা সবাই তো মহা-খুশী! কিন্তু হানাফী চাঁইদের অনেকেরই মুখ শুকিয়ে গেছে। ইবনে সউদ নাকি ওহাবী, চার মজহাব ও মক্‌বেরাগুলো মেস্‌মার করবেন তিনি। আমাদের তাতে কি আসে যায়? এক হিসেবে সে তো ভালোই! কিন্তু মজহাব ও গোর পূজকরা দারুণ বিষন্ন!

এটাও একটা বিশ্রী পূজারী মনোভাব—অক্ষর-পূজার একটা প্রকারবিশেষ।

এই সময়ে উত্তর বংগের মোহাম্মদী আহলে-হাদিস জমাতের এক মওলানা সাহেব হজ্জ করতে যাবেন। আমি ঠিক জানি না, তবে শুনলাম, আরববাসীর নিন্দা করতে হাদিসে নাকি মানা আছে। 'মোহাম্মদী' অফিসে গল্প হচ্ছিল আরবের চোর-ডাকুদের সম্বন্ধে, যারা হাজীদের টাকা-কড়ি লুটে নেয়। মওলানা শুনে তো মহা খাপ্পা!—আরববাসীর নিন্দা,—তাও আবার 'মোহম্মদী' অফিসে ব'সে! একেই বলি অক্ষর-পূজা।

হাদিসে নাকি খবর আছে, রসুলে-করীম ফজরের সলাত আদায় ক'রে জায়-নামাজে খানিক ক্ষণ শুয়ে কাটাতেন, তারপর গড়াগড়ি দিয়ে উঠতেন। এক আহলে-হাদিস ভাইকে দেখেছিলাম, তিনিও ফজরের নামাজ বাদে ক' মিনিট পাটীর ওপর প'ড়ে থাকতেন, তারপর একটা গড়া দিয়ে উঠতেন। অথচ হজরতের মিষ্টি-মোলায়েম মেজাজ ও মানুষের সংগে মধুর ব্যবহার টুকু আয়ত্ত করার বিশেষ গরজ তাঁর মনে ধরতো না! একেই বলি অক্ষর পূজা।

অক্ষর-পূজার আরো উদাহরণ দিলে হয়তো সত্যিই রাগ করবেন। তার দরকার নেই। আপনি-আমি তো বন্ধুই।

ভাবতে পারেন, অক্ষর পূজা আমার এতো না পছন্দ কেন? খুব সংক্ষেপে এর উত্তর,—কেন না আমি সাহিত্য-সেবক। সাহিত্যিক চিন্তায় বিধানের বিচার তার আক্ষরিক অর্থ দিয়ে হয় না। সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে যিনি প্রকৃত শিল্পী, তিনি দেখেন তার অন্তর্নিহিত মর্ম, তার উদ্দেশ্য, তার প্রবণতা, তার মূল নীতি— The tendency or the principle underlying the law. সাহিত্যিক চিত্ত চির-নতুনের পূজারী। তাঁর যিনি সত্য ও শিব, তিনি সুন্দর। সুন্দর যিনি, তিনি অক্ষয় যৌবনের অধিকারী। কিন্তু যৌবনকে স্থায়ী করতে হ'লে শিবের, (মানে, মংগলের) বীজকে অক্ষুন্ন রেখেও তাকে নতুন ক্ষেত্রে নতুন যুগের আবহাওয়ায় নতুন ক'রে প্রস্ফুটিত হওয়ার সুযোগ দিতে হয়। নইলে কল্যাণের তারুণ্য বিনষ্ট হয়। কবির উক্তি যে God, আল্লাহ্—যিনি এক মাত্র চরম ও পরম সত্য,— নিজেকে নানা পথে (In many Ways স পূর্ণ করেন অর্থাৎ মানুষকে সত্য, শিব ও সুন্দরের পানে চালিত করেন, তার মানেটা এই। এই জন্যে আপনারা যে ইসলামকে নবীজীর পরিকল্পিত শক্তি-সৌন্দর্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করতে চান, এটা চমৎকার কথা হলেও তার মানে যদি এই বোঝেন যে, মানুষকে নবীজীর জমানায় হুবহু ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, মারাত্মক ভুল করবেন। বহু-পুরাতন দিন হুবহু আর ফিরে আসে না, তাকে নতুন দিনের আলোকে নতুন ভাবে, নতুন বেশে পেতে হয়। এই জন্যে অক্ষর-পূজার অর্থাৎ মর্ম রহস্যের দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে শুধু আক্ষরিক অর্থ নিয়ে প'ড়ে থাকার সংকল্প ইসলামের জীবন রক্ষার দিক দিয়ে কেবল নিরর্থক নয়, রীতি মতো বিপজ্জনক। এই বিপদ যেন ডেকে আনবেন না, ভাই! দোহাই আল্লার!

আপনাদের আহ্‌লে-হাদিস নাম-ধারণের ব্যাখ্যা যা সংক্ষেপে দিয়েছেন, সেটা আমার কাছে সাম্প্রদায়িক ওকালতির মতো লাগলো। আপনারা হাদিস পর্য্যন্ত এসে বলেছেন, হাদিস মানে কোর-আন হাদিস দুই-ই। হানাফীরাও অনুরূপ কথা বলেন। তাঁদের ফেকার ফাঁপড়দালালী আমার কাছে অনেক সময় অসহ্য লেগেছে। তাঁরা জবাবে বলেন, আরে মিঞা, ফেকাহ্ কি বাজে জিনিষ? কোর্‌আন-হাদিস নিয়েই তো ফেকাহ্! মানে, আপনারা যেমন আহলে হাদিস, তাঁরা তেম্নি আহলে-ফেকাহ্। তাঁরাও বলবেন, ফেকার বিরুদ্ধে আহ্‌লে-হাদিসদের prejudice থাকলেই কি তা আমরা মানবো নাকি?—এ ব্যামোর ওষুধ কি, বলুন ভাই! এ সব ফ্যাকড়ার চাইতে শুধু কোর্‌আনোক্ত মুসলিম নাম-ধারণ কি ভালো নয়? এই জন্যেই বলেছিলাম, সাধারণ ভাবে ইসলামের নামে কথা বললে মানুষের মন বেশী ক'রে পাবেন। আপনার পত্রিকার নাম "আল্-ইসলাম" রাখলে ক্ষতিটা কী হতো? কে বা কারা আপনাকে এই সর্বজনীন অধিকার থেকে বঞ্চিত করলো? এবং কি কারণে?

আপনি বলেছেন (অবশ্যি ইংগিতে), বৃটিশ-বিরোধী ওহাবী আন্দোলনকে বৃটিশ-ভক্তরা ঘৃণা বা সন্দেহ করতো। ইংরেজরাই এই ঘৃণা ও সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল। এখন ইংরেজদের আমলদারি খতম হয়েছে। সুতরাং অবজ্ঞা ও সংশয়েরও অবসান হবে। আপনার এ ধারণা আমি ভুল বলেই মনে করি। তর্কে লাভ নেই। আল্লাহ্ আপনাকে দীর্ঘ-জীবী করুন! বুঝতে পারবেন যে, 'আহলেহাদিস' আর 'মুসলিম'—এই দু'টী কথাকে কেউ কোনো দিনই সমার্থে বা একার্থে গ্রহণ করবেনা — মানে, খোদ্ আহলেহাদিস সম্প্রদায় ছাড়া। আপনারা নিজেদের একটা বিশেষ দল না ভাবলেও অন্যরা তাই ভাবতে থাকবে। এর একমাত্র ওষুধ কোর্‌আনিক 'মুসলিম' নাম গ্রহণ। এতেও অবশ্যি মত বিভিন্নতা ঘুচবে না এবং যার যা মত, সে তাই যক্ষের ধনের মতো আগ্‌লে ব'সে থাকবে। আপনার কি মনে নেই, মিসরীয় মোল্লা-সমাজের খুশীতে সেখানকার গভর্ণমেণ্ট মিঃ মোহাম্মদ মার্মাডিউক পিক্‌থলের তরজমা-কোর্-আনের মিসর-প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল? আমার ভয় হয়, আমি যদি কোর্‌আনের তরজমা করতাম, আপনাদের হাতে পূর্বপাকিস্তানের গভর্ণমেণ্ট থাকলে হয়তো আপনারাও তা নিষিদ্ধ বলতেন। অর্থাৎ সবাই নিজের নিজের দলীয় মতামতকেই ইসলাম ভাবে। সবাই বলে, ইসলাম জিন্দাবাদ! মোহাম্মদী,—হানাফী, কুফর নামে জাতিভেদপন্থী, আল্লা-রসুলের নামে সাম্য-পন্থী, ধনতন্ত্রবাদী, সমাজতন্ত্রী, fanatic, Scholastic, Rationalist, Opportunist— সবারই মুখে ঐ একই শ্রুতিসুখকর ধ্বনি! Monarchist, democrat republican, plutocrat, bureaucrat, autocrat, dictator— সব মিঞাই দোহাই পাড়ছেন ইছলামের! আপনি বা আমি বললেই কি আর ইসলামের Sole agency কেউ আপনাকে বা আমাকে দেবে? দস্তুরমতো মাথাখারাপী অবস্থা আর কি! এইজন্যে নেহাৎ পাগল হওয়ার চাইতে পুরানো বন্ধু আপনাকে ক'টী কথা বলে মনটাকে একটু হাল্‌কা করলাম। ভুল ক'রে আমাকে যেন আপনার প্রতিবাদী দলে ঠেলে দেবেন না। বন্ধু বন্ধুত্বেই অন্ধ হয়, আর কিছুতে নয়। ইতি—১০।১২।৪৯।

আপনার—

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী।

www.ahlehadeethbd.org

ادارية

সাময়িক প্রসঙ্গ

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم —

বিশ্ব মুছ্লিম অর্থ নৈতিক মহাসম্মেলন ঃ

মুছলিম-রাজ্যগুলির ব্যবসা ও অর্থনীতি সংক্রান্ত পারস্পরিক যোগাযোগ সম্পর্কে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করার জন্য বিগত ছফরের প্রথম ভাগে করাচীতে বিশ্ব-মুছ্লিম সম্মেলনের ঐতিহাসিক অধিবেশন বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, উক্ত সম্মেলনের সভাপতি রূপে পাকিস্তানের অর্থ-সচিব আলী-জনাব গোলাম মোহাম্মদ ছাহেব যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, সকল দিক দিয়া তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধান-যোগ্য। কারণ তিনি স্বীয় ভাষণে ইছ্লামের অর্থ-ব্যবস্থার গুরুত্বের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছেন এবং উহাকে কার্য্যকরী করিয়া তোলার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে,

দুই প্রকার পরস্পর বিরোধী জীবন-পদ্ধতী বর্ত্তমান যুগে আমাদের সহযোগ দাবী করিতেছে, সাধারণতঃ খুব যোরের সহিত বলা হয় যে, এই দুই পদ্ধতি ছাড়া জীবন নিয়ন্ত্রিত করার তৃতীয় কোন ব্যবস্থা নাই, সুতরাং আমাদিগকে এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একটীকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। এই কন্‌ফারেন্স আহুত হইবার অন্যতম বুনিয়াদি উদ্দেশ্য যে, উক্ত পদ্ধতীদ্বয় ব্যতীত তৃতীয় ব্যবস্থা অর্থাৎ— ইছ্লাম আমাদের বহুমুখী সমস্যা সমূহের সমাধান করিতে সক্ষম কিনা—তাহার মীমাংসা করা। ইছ্লামের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র সমাজবিধি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সর্ব্ববিধ প্রয়োজনের সকল দিকেই সে আলোক-সম্পাত করিয়াছে। বর্ণিত উভয়বিধ জীবন-পদ্ধতীর মধ্যে যে বাড়াবাড়ি রহিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে ইছ্লাম এক সংযত ও পরিমিত সাম্যবাদ এবং ন্যায়পরায়ণতার পথ প্রদর্শন করিয়াছে এবং কোনরূপ রক্তপাত ব্যতিরেকেই—যাহাতে সামাজিক অসামঞ্জস্যগুলি বিদূরিত হইতে পারে তাহার সর্ব্বোত্তম উপায় নির্দ্দেশিত করিয়াছে।

জনাব গোলাম মোহাম্মদ ছাহেব ইছলামের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার নিম্নলিখিত বিশেষত্ব গুলি বর্ণনা করিয়াছেন :—

১। সামাজিক সুবিচারের ভিত্তি-প্রস্তর হইতেছে অর্থনৈতিক সাম্য ও সুবিচার। মানুষের স্বাধীন আধ্যাত্মিক বিকাশ ও বিবর্ত্তনের জন্য উল্লিখিত উপকরণ অপরিহার্য্য।

২। ইছলামি রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে,— ব্যষ্টির কল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের জন্য দায়ী হওয়া এবং যাহাতে সমস্ত মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সমান বিবেচিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

৩। উত্তরাধিকার আইনের সাহায্যে ইছলাম জায়গীরদারির ব্যবস্থাকে নিঃশেষিত করিয়াছে।

৪। ইছলামের বাণিজ্যনীতি অনুসারে— পুঁজির মালিকদিগকে ব্যবসার ক্ষতি ও লাভে তুল্যাংশের শরিক থাকিতে হইবে।

৫। ব্যাঙ্কিং এর ব্যাপারেও প্রতীচ্য নীতি সমূহের অনুসরণ না করিয়া আমাদের নিজস্ব নীতি সমূহ হইতে আলোক লাভ করা কর্ত্তব্য। প্রচলিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মধ্যে আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করা সম্ভবপর।

৬। ইছলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান এই যে, ধন ও পুঁজি যেন মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে পুঞ্জীভূত হইতে না পারে। সুদ ব্যবস্থা রহিত হওয়ার ইহাই প্রকৃত কারণ। ইছলামের উত্তরাধিকার বিধি ধনের বন্টন ও বিবর্ত্তনের কার্য্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

৭। নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে কতকগুলি বাধ্য-বাধকতার ভিতর ইছলাম সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারের বৈধতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং অমিতব্যয় ও অপব্যয়ের কঠোর নিন্দাবাদ করিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৮। অনন্যোপায় অবস্থায় বুনিয়াদি শিল্পসমূহ জাতির অধিকারে সমর্পণ করা যাইতে পারে।

৯। উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য স্টেট সমবায় রীতি অনুসারে কৃষিকার্য্য পরিচালিত করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে ইছলাম তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবে না, কিন্তু ব্যষ্টির নিজস্ব অধিকারের সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক।

জনাব গোলাম মোহাম্মদ ছাহেব ইছলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে সকল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটী সুবিস্তৃত আলোচনা সাপেক্ষ। তথাপি তাঁহার প্রদত্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় ইছলামি আদর্শবাদের সমর্থকদল বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের দাবী অনেকখানি শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিয়াছে। পাকিস্তান মোটামুটিভাবে ইছলামকে স্বীয় জীবনাদর্শরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে। এই পবিত্র উদ্দেশ্যকে সফল করিতে হইলে ইছলামি জীবন-ব্যবস্থা রূপ-কথার কাহিনীর পরিবর্ত্তে যাহাতে সক্রিয় ও সুপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে, তজ্জন্য প্রাণ-পণে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। কোরআন ও হাদিছের প্রতি যাহাদের বিশ্বাস এখনো শিথিল হয় নাই, জনাব গোলাম মোহাম্মদ ছাহেব তাঁহার বর্ণিত ইছলামি নীতিসমূহ কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলে তাঁহারা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ হইবেন।

ইন্দোনেশিয়া ঃ—

উত্তরে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, দক্ষিণ চীন সাগর; পশ্চিমে প্রসান্ত মহাসগর, দক্ষিণে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ ও পশ্চিমে ভারত মহাসাগর—এই চতুঃসীমার ভিতর যে কয়েক হাজার ছোট বড় দ্বীপপুঞ্জ রহিয়াছে, সেগুলির সমষ্টি ইন্দোনেশিয়া নামে প্রসিদ্ধ। ভৌগলিক নিয়মে দ্বীপগুলি চারি ভাগে ভক্ত। প্রথম ভাগে সুমাত্রা, জাভা, মাদুরা, বোর্ণিও, সেলেবিস এবং অন্যান্য ছোট বড় অনেকগুলি দ্বীপ আছে। দ্বিতীয় ভাগে বালি, লম্বাক, ছম্বাওয়া, ফ্লোরস, তিমর, সম্বা ও রৌটার প্রসিদ্ধ দ্বীপগুলি আছে। তৃতীয় ভাগে বারু, সিরাম, আম্বোনিয়া ও বান্দাহ সাগরের দ্বীপগুলি রহিয়াছে। উত্তর-মুলুকা দ্বীপপুঞ্জে উরি,—বাটজান, তিদুর ত্রিনিট, হাল্‌মাহারা ও মুরুতাই দ্বীপগুলি অবস্থিত। চতুর্থ ভাগে নিউগিনির অবশিষ্ট সমুদয় অংশ অষ্ট্রেলিয়া রাজ্যের ও ইন্দোনেশিয়া দ্বীপ পুঞ্জের প্রথম ভাগে বোর্ণিও দ্বীপের তৃতীয়াংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্গত। সমষ্টিগত ভাবে ইন্দোনেশিয়া রাজ্যের বর্গফল ১৯ লক্ষ কেলোমিটর অর্থাৎ ৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫ শত বিরানব্বই বর্গমাইল। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ইহার জন সংখ্যা ছিল সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ, তন্মধ্যে শতকরা নব্বই জন মুছলমান।

ওলন্দাজরা সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্যোপলক্ষে এই দেশে প্রবেশ করে এবং অষ্টাদশ শতক হইতে মুছলমানদের পরাজয় আরম্ভ হয়। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে জন পিটার্স নামক জনৈক ডচ্ সৈনিক ইন্দোনেশিয়ায় ডচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ কোম্পানির ভিত্তি স্থাপিত করে। ভারতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ন্যায় ডচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ কোম্পানিও প্রথম দেশের বিভিন্নস্থলে বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করিতে থাকে কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে ডচ্ সৈন্যদল অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলে স্থানীয় রাজপুত্রগণ ডচ্ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উত্থান করেন কিন্তু বৈদেশিক ষড়যন্ত্রের ফলে তাহাদের সম্মিলিত শক্তি বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

সপ্তদশ শতকে ব্রিটিশ স্বার্থের সহিত ডচদের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়, ব্রিটিশ এক দিকে যেমন পরাস্ত হইয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে, ডচ ইষ্ট ইণ্ডিজ কোম্পানিও সেই রূপ আর্থিক ভাবে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায় এবং ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার শাসন-ভার প্রত্যক্ষ ভাবে হল্যাণ্ডের রাজার হস্তে সমর্পিত হয়। যদিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বোর্ণিও দ্বীপের তৃতীয়াংশে পরিতুষ্ট হইয়া ডচদের প্রতিযোগিতায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল এবং ইন্দোনেশিয়ার রাজপুত্রগণের গৃহ বিবাদের ফলে তাহাদের সংহতি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তথাপি ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীবৃন্দ সাড়ে তিন শত বৎসরের ভিতর ওলন্দাজদিগকে কখনো শান্তির নিশ্বাস ফেলিতে দেয় নাই। ভারতের বহু বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রাম যাহা সিপাহী-যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহার পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৩০ হইতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাভায় এক ব্যাপক সসস্ত্র বিদ্রোহ চলিতে থাকে। অদৃষ্ট বৈগুণ্যে ভারতের সিপাহী যুদ্ধের ন্যায় জাভার স্বাধীনতা-সংগ্রামও— নিস্ফল হয় এবং ওলন্দাজরা জাভা ও সুমাত্রার বিদ্রোহ-সংশ্লিষ্ট সমুদয় নেতা ও কর্ম্মীকে বাছিয়া বাছিয়া শূল দণ্ডে এবং মুক্ত তরবারীর সাহায্যে হত্যা করে। তখন হইতে ১৯৪০ পর্য্যন্ত যে কঠোর ওলন্দাজী স্বৈরাচারের অধীন ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীবৃন্দকে বাস করিয়া আসিতে হইতেছিল তাহার যৎকিঞ্চিৎ নমুনা দেশের প্রচলিত নিম্ন বর্ণিত কয়েকটী আইনের সাহায্যে বুঝা যাইবে ঃ—

১। কোন ইন্দোনেশী ডচদের সঙ্গে ডচ ভাষায় কথা বলিলে তাহার শাস্তি স্বরূপ ৬০ পাউণ্ড জরিমানা দিতে হইবে বা তিন বৎসরের কারাবাস অথবা বেত্রাঘাত দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

৩। কোন ইন্দোনেশী ডচ্ বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে পারিবেনা।

৩। পঞ্চাশ বৎসরের কম বয়সের প্রত্যেক ইন্দোনেশীকে অন্ততঃ এক বার বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সময়ে সরকারী রাস্তায় পরিশ্রম করিতে অথবা তাহার পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট ট্যাক্স পরিশোধ করিতে হইবে।

৪। ইন্দোনেশিয়ার সমুদয় কৃষিভূমির মালিকানা স্বত্ব ছিল ওলন্দাজ সরকারের, সর্ব্বসাধারণকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যবরদস্তী কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করা হইত এবং কৃষিজাত দ্রব্যের শতকরা ৭০ ভাগ ওলন্দাজীরা ভোগ করিত। ইন্দোনেশিয় দ্বীপপুঞ্জে ১৯৩৯ সালে যত চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার ৯৯'৪ এবং চায়ের ৮১'৯ অংশ ওলন্দাজী ক্ষেত্রের উৎপন্ন। সমস্ত পৃথিবীতে যত সিঙ্কোনা উৎপন্ন হয় তাহার ৮০ শতাংশ এবং গোল মরিচের ৯২ শতাংশ জাভা হইতে আমদানি করা হয়। উল্লিখিত সমুদয় উৎপন্নের উপর ওলন্দাজীদের ইজারাদারী ছিল।

ওলন্দাজী শোষণ-নীতির ফলে স্থানীয় অধিবাসী-বৃন্দের আর্থিক-আয় মাথাপিছু দৈনিক ৫১৫ তিন পয়সা মাত্র এবং বিগত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত কাল-পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাত্র শতকরা পাঁচজন অধিবাসী ইন্‌কম-ট্যাক্সের উপযুক্ত বিবেচিত হইত।

উল্লিখিত প্রতিকূল অবস্থার ভিতর থাকা সত্ত্বেও ১৯০৮ সালে আবার ইন্দোনেশিয়াবাসীরা ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। "শির্কতে ইছলাম" নামে একটী ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান উক্ত আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯২৫ হইতে ১৯৩৪ পর্য্যন্ত ন্যাশনল-পার্টি গড়িয়া উঠে, উক্ত পার্টির নেতা ডাঃ আবদুর রহিম স্কার্ণো ১৯৩৪ সালে কারাগারে প্রেরিত হন। উক্ত বৎসরে দেশের উল্লেখযোগ্য সমুদয় প্রতিষ্ঠান ১০ বৎসরের মধ্যে অধিকার হস্তান্তরিত করার প্রস্তাব সমবেত ভাবে ওলন্দাজীদের নিকট উপস্থিত করিলে নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হন। ১৯৪২ সালে জাপান ইন্দোনেশিয়ায় আক্রমণ করিলে ওলন্দাজরা এক সপ্তাহের মধ্যে পরাজয় স্বীকার করিয়া পলায়ন করে। জাপানীরা তদীয় শাসন কার্য্যে দেশীয়দিগকে সহযোগী করিয়া লয় এবং মাত্র আড়াই বৎসরের মধ্যে তাহাদের অবস্থা এরূপ সমুন্নত হয় যে, ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে জাপানীরা মিত্রপক্ষের হস্তে পরাজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোনেশীয়রা ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীন রি-পাবলিক ঘোষণা করিতে সমর্থ হয়।

যুদ্ধ থামিয়া গেলে ওলন্দাজীরা নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদীদের চিরন্তন অভ্যাসমত পুনরায় ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশ করে এবং ১৯৪৮ সালে গণতন্ত্রের সমুদয় উল্লেখযোগ্য নেতাকে জোগ্‌জা-কার্টায় নজরবন্দ রাখে। ইন্দোনেশিয়ার সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, বার্‌মা ও লঙ্কার সরকার-সমূহ হল্যাণ্ডের সহিত তাঁহাদের যোগাযোগ ছিন্ন করেন এবং আকাশ ও সমুদ্র পথে তাঁহাদের এলাকার ভিতর দিয়া ওলন্দাজীদিগকে গমনাগমনের সুবিধা দিতে অস্বীকার করেন। অবশেষে নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ হইতে বিশেষ ভাবে ঘোর দেওয়ায় হেগ কন্‌ফারেন্সের জন্য পথ মুক্ত হয় এবং ডচ্ গভর্ণমেণ্ট ইন্দোনেশীয় রিপাব্‌লিক কে স্বীকার করিয়া লয়। বিগত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আমষ্টার্ডামে ডচ্-শাসনকর্ত্তৃত্ব ইন্দোনেশীয়গণের নিকট হস্তান্তরিত—করা হইয়াছে বলিয়া সমস্ত জগতে প্রচারিত হয় এবং ইন্দোনেশিয়ার নবলব্ধ স্বাধীনতার জন্য সমগ্র মুছ্লিম-জগত আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠে।

কিন্তু ওলন্দাজী সাম্রাজ্যবাদীরদল ইন্দোনেশীয় ইউনিয়নিস্টদের সমবায়ে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের যে চার্টার ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণকে প্রদান করিয়াছে তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি? হেগ কন্ফারেন্সে যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে, তদনুসারে ইন্দোনেশিয়া অর্থনীতি, সৈন্যবল এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার দিক দিয়া ওলন্দাজদেরই অধীনস্থ থাকিবে। ধামাপন্থী-ইউনিয়নিস্ট ও সাম্রাজ্যবাদী-ওলন্দাজীদের সমবায়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহার ফলে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিরা পরাজয় লাভ করেন এবং ইন্দোনেশিয়ার সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের অত্যন্ত লজ্জাকর ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে। Statute of Natherland-Indonesian Union অর্থাৎ ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশীয় ছনদ-পত্রে বিঘোষিত হইয়াছে যে, ডচ্ সৈন্যদল পূর্ব্ববৎ ইন্দোনেশিয়ায় থাকিবে, তাহাদের সংখ্যা কমান হইবে না, বরং গণতান্ত্রিক বাহিনীকে তাহার সঙ্গে মিলিত হইতে হইবে। সৈনিক বিভাগের কর্ম্ম-কর্ত্তা ও বড় বড় রাজকর্ম্মচারীগণ ওলন্দাজ সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন, ডচ্ সৈন্যদল অপসারিত করার কোন তারিখ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ডচ সরকারের নৌ-সেনানীরা অন্ততঃ একবৎসর কাল ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থান করিবে। সামুদ্রিক আড্ডাগুলি ডচ্দের ইচ্ছামত ইন্দোনেশীয়দের হস্তে সমর্পিত হইবে কিন্তু সোয়ারবিয়ার নামক সামুদ্রিক আড্ডা অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত ডচ্দের অধিকারভুক্ত রহিবে, তাহাদের একটী ফৌজি-মিশন তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার ঘাড়ে চাপিয়া থাকিবে।

ওলন্দাজী পুঁজি ও ডচ্ স্বার্থ ইন্দোনেশিয়ায় বিশেষভাবে সুরক্ষিত রহিবে। পুঁজি, কারখানা ও মিলগুলি পূর্ব্ববৎ তাহাদের হাতেই থাকিবে এবং তাহাদের অর্থ-নৈতিক প্রাধান্য বলবৎ রাখা হইবে। বৈদেশিক বাণিজ্যেও হল্যাণ্ডের ইজারাদারী অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

ইন্দোনেশিয়ার বর্ণিত অপরূপ সার্ব্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র যাহা অর্জ্জন করার আনন্দে আকাশ পাতাল একাকার করা হইয়াছে, তাহার শেষ পরিণাম কি হইবে—কে জানে?

"একখানি পত্র" সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য ঃ—

তর্জুমানুল-হাদিছ প্রকাশিত হওয়ার পর সকল দলের ও মতের বিশিষ্ট উলামা, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট উহার এক এক সংখ্যা প্রেরিত হইয়াছিল। খুলনার জনাব মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি ছাহেবকে আমরা অনেক দিন হইতে এক জন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক হিসাবেই জানিতাম, তাই অন্য সকলের সঙ্গে তাঁর কাছেও তর্জুমানের প্রথম সংখ্যা পাঠাইয়াছিলাম। এক জন সাহিত্যিকের কাছে যতটুকু প্রত্যাশা করা উচিত, তার চাইতে একটুকুও বেশী বা অন্যরূপ কিছু তাঁর নিকট হইতে আমরা আশা করি নাই। তিনি তর্জুমানের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া আমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে একখানি পত্র লেখেন এবং 'তর্জুমানে'র আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদিগকে বারম্বার অবহিত করেন যে, তিনি এক জন সাহিত্যিক, শাস্ত্রিক নন। ব্যক্তিগত ভাবে লিখিত হইলেও তাঁর প্রথম পত্রে এমন কতকগুলি বিষয় আলোচিত হইয়াছিল যে-গুলি আমাদের পরিগৃহীত নীতির সহিত সম্পর্কিত এবং নীতিগত ব্যাপারে কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণা যাহাতে সৃষ্টি হইতে না পারে, তজ্জন্য চিঠিখানির আবশ্যক অংশ তর্জুমানে প্রকাশ করিয়া আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার জওয়াব দিয়াছিলাম। জনাব মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি ছাহেব আমাদের কৈফিয়ৎরূপী উত্তরের প্রত্যুত্তর স্বরূপ পুনশ্চ এক খানি বিস্তারিত পত্র লিখিয়াছেন। পুরাতন পরিচয়ের টানে তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের জন্য অনেকখানি কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহার নিকট অনুগৃহীত, কিন্তু আহলেহাদিছ আন্দোলনের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যে পদ্ধতীর অনুসরণ করিয়াছেন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহাকে 'সাহিত্যিক রীতি' বলিয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

আমরা কস্মিন কালেও তাঁহাকে কাট্টা বা হাল্কা হানাফী মনে করি নাই অথবা তিনি যে আহলে-হাদিছ, সেরূপ মারাত্মক ধারণারো কখনো বশ-বর্ত্তী হইনাই, কারণ সত্যিকার ভাবে হানাফী বা আহলেহাদিছ মতবাদকে বুঝিবার জন্য কখনো মাথা ঘামাইবার তিনি অবসর পান নাই। অবশ্য নিতান্ত নিরপেক্ষ ভাবে তিনি তাঁহার পত্রে বাছিয়া বাছিয়া শুধু আহলেহাদিছদের গোঁড়ামি ও মূর্খতার কতক-গুলি নিদর্শন পেশ করিয়াছেন এবং পিতা হানাফী হইলেও তাঁহার নিরপেক্ষতার অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ তিনি আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার চাচা আহলে হাদিছ ছিলেন! কিন্তু আরাবী সাহি-ত্যের সুপ্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য (الولد سر الابيه) অনুসারে সন্তান পিতার গুপ্ত-রহস্য। চাচার স্নেহ প্রবণতা ও সদয় ব্যবহার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ন্যায় তাঁহার স্বভাব, রুচি, দোষগুণ ও রোগের উত্তরাধিকার হইতে সন্তানকে বঞ্চিত করিতে পারে না,—অবশ্য সমানাধিকারবাদ বা কমিউনিযমে উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে কিন্তু তাহা শুধু বস্তুতান্ত্রিক ভাবে, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া উহার দার্শনিকরা কি ভাবে উত্তরাধিকার ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটাইতে সক্ষম হইবেন তাহা আমি অবগত নই। ফলে পত্রলেখক শাস্ত্রীয় মতামতের কোন ধার না ধারিলেও স্বাভা-বিক রূপেই যে তাঁহার অজ্ঞাতসারে সম্পূর্ণ গতানু-গতিক ভাবে পিতার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন নাই, সে বিষয় তিনি কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন?

"এক খানি পত্রে"র বিস্তারিত ও সঠিক জওয়াব লেখার পথে আমাদের সম্মুখে দুই প্রকার বাধা আছে। প্রথমতঃ তর্জুমানের কলেবর আমরা আশানুরূপ পুষ্ট করিয়া তুলিতে পারি নাই। দ্বিতীয়, এরূপ করিতে হইলে আমাদিগকে আমাদের অবলম্বিত নীতি ও আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে হয়, কারণ তর্জুমানের সংকল্প এই যে, বাক্‌বিতণ্ডার ও বাহাছ রীতির প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না, সুতরাং উত্তর প্রত্যুত্তরের নিয়ম পরিহার করিয়া আমরা শুধু আমা-দের প্রয়োজনীয় বক্তব্যটুকু আরয করিয়া যাইব।

সাহিত্যিকগণ চরিত্রের সৃষ্টি ও বিশ্লেষণ কার্য্যে সুদক্ষ হইলেও কোন সাহিত্যিকের কাছে ইহা গোপন থাকা উচিত নয় যে, ব্যক্তিগত চরিত্র বা ব্যবহার আন্দোলন বিশেষকে যাচাই করার কষ্টি-পাথর রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। হানাফী নামে যাহারা পরিচিত, তাঁহাদেরমধ্যে অল্প বা অধিকসংখ্যক লোকের ব্যক্তিগত আচরণের সাহায্যে যেরূপ হানাফী মযহবকে যাচাই করা অন্যায়, সেই রূপ আহলেহাদিছ নামধারী অল্প বা অধিক সংখ্যক ব্যক্তির ব্যবহার ও চরিত্রদ্বারা আহলেহাদিছ—আন্দোলনকে বিচার করার কার্য্যও সঙ্গত নয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ধর্ম্মীয় আন্দোলনে যখন দলাদলি ও জয়পরাজয়ের স্পৃহা প্রবেশ করে, তখন একদেশদর্শিতা, গোঁড়ামি ও হিংস্রতার অসাধু বৃত্তিগুলি প্রখর হইয়া উঠে এবং আন্দোলনের স্রোত মন্দীভূত হইয়া যায়। শতাব্দীকালের ভিতর মুছল-মানদের সামাজিক দেহ যে ভাবে জরাজীর্ণ ও পক্ষা-ঘাতপ্রাপ্ত হইয়াগিয়াছিল, তাহার বিষময়ফল স্বরূপ সমাজের আভ্যন্তরীণ জীবন কর্ম্মবিমুখ ও কোন্দল উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল। ইছলামকে জয়যুক্ত ও কালজয়ী করার প্রচেষ্টার পরিবর্ত্তে মুছলমানকে কাফের বানাইবার সাধনা বিপুল উদ্যমে চলিতে-ছিল। এই মহৎকার্য্যে কে কে অগ্রণী ছিলেন এবং কোন্ দলের সাধনা বিজয়ের পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইতে পারিয়াছিল, তাহার আলোচনা এখন অপ্রা-সঙ্গিক ও নিরর্থক; কারণ আল্লাহর অসীম অনু-গ্রহে সে কাল-রাত্রির অবসান ঘটিয়াছে। দুঃস্বপ্নের প্রতিক্রিয়া যদিও সম্পূর্ণ ভাবে তিরোহিত হয় নাই, তথাপি আজ মুছলমানগণ বহুরূপী কঠোর কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইয়াছেন। তাঁহাদের জীবন আর দাস-ত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়, সুতরাং অসার বাক্‌সর্ব্ব-স্বতা ও কূপমণ্ডূকতার পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রে, অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনী জীবনে তাঁহাদিগকে ইছলামি ইন্‌কিলাব আনয়ন করিতে হইবে। ইছলামি ইন্‌কিলাব

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উত্থিতকরার জন্য যে আন্দোলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী ও প্রয়োজনীয়, ফের্কা-পরস্তী ও প্রবৃত্তি-পূজার মোহমায়াকে ছিন্নকরিয়া সকল মুছলমানের পক্ষে সেই আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তোলার চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

আমরা কোন সম্প্রদায়বিশেষের নামে আহ্‌লে-হাদিছ আন্দোলন পরিচালিত করিবনা। আহ্‌লে-হাদিছ নামে যে সমাজ দেশের ভিতর মওজুদ রহিয়াছে, তাহাদের দলগত বা ব্যক্তিগত প্রতিটী আচরণের ওকালতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের আন্দোলন কোরআন ও ছুন্নতের বাঁধা-ধরা নিয়ম, নির্দ্দেশিত নীতি এবং চিহ্নিত সীমা-রেখার উপর অবস্থিত। যাহারা এই সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলিবে, আমাদের সহোদর হইলেও তাহারা আমাদের সমর্থনলাভ করিতে পারিবেনা। যদি কোন আহলেহাদিছ বলেন যে, হানাফী মযহব ইছলামের অন্তর্গত নয়, তিনি মহামাননীয় ব্যক্তি হইলেও আমরা বলিব, তিনি নিজেই আহ্‌লে-হাদিছ নন! হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী, যাহেরী, জরিরি, ছুফ্‌য়ানি, ছাআদি, আওযায়ী, তায়মী প্রভৃতি সমস্তই ইছলামি ব্যবহার-শাস্ত্রের বিভিন্ন স্কুলের নাম, ইহারা সকলেই আহ্‌লে-ছুন্নত! এতদ্ব্যতীত খারেজী, রাফেযী, মু'তাযেলা, মুর্জিয়া, ও মুশাব্বিহাদের ইছ্‌লামকেও সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। আহ্‌লে-হাদিছ এমন একটী ইছ্‌লামি আন্দোলন যাহার উদ্দেশ্য সমুদয় মযহব ও স্কুলের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সৃষ্টি করা। আহ্‌লে-হাদিছ কোন ফের্কার নাম নয়, কারণ নির্দ্দিষ্ট কোন ফের্কার নির্দ্দেশ ও গবেষণাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা উক্ত আন্দোলনের মূলনীতির বহির্ভূত। ইছ্‌লামি আন্দোলনের সচলতা ও সাবলীলতা একগুঁয়েমি ও ফের্কা-পরস্তীর পরিপন্থী, কিন্তু একথা আরো একটু পরিষ্কার ভাবে বলা আবশ্যক।

—পত্র লেখক স্বয়ং বলিয়াছেন, "যে সব ইছলামি নীতি সমাজ, রাষ্ট্র ও ধন সম্পত্তির বণ্টন-ব্যবস্থায় স্পষ্ট ধর্‌তে পারেন, যুগের প্রয়োজনে তাদের ক্রমবিকাশ ঘট্‌তে না দিলে কালই ইছলামজয়ী হবে, ইছলাম কালজয়ী হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বেনা"। 'আয়াতে রাব্বেকুম' এর অর্থ ক্রমবিকাশকারী আল্লা-হর ইশারা না হইলেও লেখকের কথিত ক্রম—বিকাশ সংঘটিত করার পথে বর্ত্তমান মযহব বা স্কুল গুলি দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত দুই প্রকার প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। বিকশিত করার যে শক্তি, ইছলামি অছুলে-ফিক্‌হের (Principles of Islamic Jurisprudence) পরিভাষায় তাহাই ইজ্‌তিহাদ—(Power of Assertion) নামে কথিত। কিন্তু মযহব-বাদীরা নবুওতের মত মহামতি ইমামগণের পর ইজ্‌তিহাদের দ্বারও উম্মতের জন্য চিররুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কোর্‌আন বা হাদিছ হইতে প্রত্যক্ষভাবে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন নিয়মের আবিষ্কার ও প্রতি-পাদনের অধিকার আজ কাহারো নাই। ইহার চাইতে অধিকতর মুশকিল এই যে, এক স্কুলের অনু-সরণকারীর পক্ষে অন্য স্কুলের ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুমতিও মযহবওয়ালারা প্রদান করিতে রাযি নন।

আহলেহাদিছ আন্দোলনের দাবী এই যে, যাহা লিখিত ও সম্পাদিত রহিয়াছে, প্রয়োজনের দিক দিয়া তাহা যথেষ্ট নয় এবং যাহা সঠিক ও অভ্রান্ত তাহার সমস্তটাই এক মযহবে সমাবেশিত হয় নাই। যুগের চাহিদার ন্যায় মানবীয় প্রয়োজন সীমাহীন এবং যাহা সঠিক ও অভ্রান্ত তাহা বিভিন্ন ইমামের গবেষণাফলের মধ্যে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইজ্‌তি-হাদকে চিররুদ্ধ করিয়া রাখা রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওৎকে সীমাবদ্ধ ও অচল করিয়া ফেলার নামান্তর মাত্র, কারণ নবুওতের অবরুদ্ধতা ও চরমত্ব ইজ্‌তিহাদের সচলতার সাহায্যেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। সঠিক ও অভ্রান্ত যাহা, তাহা বাছাই করার প্রক্রিয়া অন্ধ-ভক্তি ও ফের্কা-পরস্তী নয়। শিয়া, ছুন্নী, খারেজী, মুতাযেলী নির্ব্বিশেষে সকল দফতর মন্থনকরিয়া বাস্তব ও যথার্থ যাহা, তাহা চয়ন করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু সকল অবস্থায় আল্লাহর নির্দ্দেশকেই সত্য ও জাল বাছাই করার কষ্টিপাথর এবং আরোহ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(Induction) ও অবরোহের (Deduction) মূল বলিয়া মান্য করিতে হইবে। নিছক কল্পনা-বিলাস ও উদ্যাম প্রবৃত্তিপরায়ণতা সাহিত্যিক ভাব প্রবণতার পক্ষে অমূল্য সম্পদ বিবেচিত হইতে পারে কিন্তু ইছলামি ইজ্‌তিহাদের জন্য ওগুলি অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। 'ওয়াহির' ভারকেন্দ্র হইতে নির্লিপ্ত থাকার উপায় কোন মুছলিম-মুজ্‌তাহিদের (Jurist) নাই। পত্রলেখক হাদিছের অন্যতম অর্থ কোর্‌আন শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন কিন্তু "তর্জুমানুল হাদিছে"র শিরোনামে উক্ত অর্থে ব্যবহৃত কোর্‌আনি আয়ৎ প্রতিমাসেই শোভা পাইতেছে এবং হাদিছ যাহা ছুন্নৎ অর্থে ব্যবহৃত তাহা যে 'ওয়াহ্‌য়ে-খফি' অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ ওয়াহি, তাহা কোন হানাফী বা শাফেয়ী বিদ্বানব্যক্তি আজপর্য্যন্ত অস্বীকার—করেন নাই আর যাঁহারা হাদিছের প্রামাণিকতা অস্বীকার করেন, তাঁরা আহলেছুন্নত দলের বহির্ভূত। ইছলামি ব্যবহার-শাস্ত্র (Jurisprudence) ফিক্‌হ নামে কথিত, তাহার প্রয়োজন ও গুরুত্বকে যে অস্বীকার করে—সে মূর্খ, আর উহাকে যাহারা ওয়াহির আসন দানকরিতে চায়, তাহারা বাচাল! সাময়িক প্রয়োজনমত প্রতিপাদন-প্রক্রিয়ার সাহায্যে উহা সম্পাদিত হইয়াছে এবং উল্লিখিত কারণ-পরম্পরায় উহা বৈচিত্র ও বৈষম্যে পরিপূর্ণ! ওয়াহি চিরন্তন ও অপরিবর্ত্তনীয় কিন্তু ফিক্‌হ আবশ্যক মত পরিবর্ত্তনশীল। আমরা পুরাতন ফিক্‌হের প্রয়োজন হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত নই, কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের জন্য পরিবর্ত্তিত অবস্থায় নূতন ফিক্‌হের একান্তভাবে মুখাপেক্ষী।

আল্লাহর একত্ব এবং রিছালতের চরমত্ব প্রাপ্তিকে যাহারা মানিয়া লইয়াছে এবং ইছলামের অবশ্য প্রতিপালনীয় বিষয়গুলি যাহারা অস্বীকার করে নাই, তাহারা সকলেই মুছলিম; তাহাদের সকলের ধর্ম্মই ইছলাম। এক মাত্র আহলেহাদিছ আন্দোলনের সাহায্যেই তাহাদের অন্তঃবিরোধের অবসান ঘটিয়া উহাদের সমন্বয় এবং ইছলামি ফিক্‌হের বিকাশ-সাধন সম্ভবপর হইতে পারে। সৃষ্টির প্রথম হইতে সকল নবী (দঃ) এক মাত্র ইছলাম প্রচার করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু যুগ-মহিমায় ইছলামের বিভিন্নরূপী সংস্করণ ঘটিয়াছে, সর্ব্বশেষ নবী মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) ভূতপূর্ব্ব কোন নবীর নবুওৎকে ব্যর্থ করিতে আসেন নাই, তাঁহার প্রচারিত ইছলামের সর্ব্বশেষ সংস্করণের সাহায্যে সকল নবীর শিক্ষা সমন্বিত, সুসমঞ্জস ও চিরঞ্জীব হইয়াছে। রছুলুল্লাহর (দঃ) ওয়াহি পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ন্যায় পরবর্ত্তী দলের মতভেদ ও অসামঞ্জস্য বিদূরিত করার পক্ষে সমান ভাবে অব্যর্থ। রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুসরণকারীগণ ঈছায়ী ও মুছায়ীদের সমকক্ষতায় মোহাম্মদী নামে পরিচিত হইতেন (ছুননে আবিদাউদ, বাবুল হাওয : [৪] ৩৮২ পৃঃ)। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহারা মুছলমান ছিলেন না? পুনশ্চ হাদিছের প্রামাণিকতাকে যাহারা সন্দেহ করেন, তাঁহাদের সমকক্ষতায় ছাহাবাগণের যুগ হইতে আহলেছুন্নৎগণ আহলেহাদিছ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন (তয্‌কি-রাতুল হুফ্‌ফায : [১] ৭৭ পৃঃ)। ইছলাম ও মুছলিম নামের অধিকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করার কাহারো অধিকার নাই। আমরাও ইছলামের বিভিন্ন রূপী আন্দোলন ও স্কুলসমূহের মধ্যে কাহাকেও ইছলামের অধিকার হইতে বঞ্চিত করার শক্তি রাখি না। আমরা সমষ্টিগত ভাবে সকলেই মুছলিম, হযরত আদমের যুগ হইতে আমাদের সকলের ধর্ম্ম ইছলাম। আহলেহাদিছ কোন ধর্ম্ম বা মজ্‌হাবের নাম নয়, উহা একটী আন্দোলন মাত্র। এই আন্দোলনের যে উদ্দেশ্য, প্রচলিত কোন ফের্কা ও দলের সাহায্যে তাহা সাধিত হইতে পারে না। সুতরাং আন্দোলনের বিশেষত্বকে রক্ষা করিবার এবং তাহার বহিঃপ্রকাশ ও পরিচয়ের জন্য আমরা আহলে-হাদিছ নামের প্রয়োজন অস্বীকার করিতে পারিতেছি না।

আহলেহাদিছ আন্দোলনের নাম সম্পর্কে ইহা আমাদের শেষ কৈফিয়ৎ।—পত্রের লেখক যদি ইহাকে সাম্প্রদায়িক ওকালতি বলিয়া ধরিয়া লন, তাহা হইলে আমরা নাচার। আমরা মনে করি প্রত্যেক আন্দোলনের নাম, উদ্দেশ্য ও কার্য্যপদ্ধতী সম্বন্ধে সেবক ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কর্ম্মীগণ যে কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাই সহজভাবে গ্রহণকরা সুধীসমাজের কর্ত্তব্য।

—পত্র লেখকের দাড়ির দুর্দ্দশার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আমরা সত্যই দুঃখিত হইয়াছি তাঁহার ন্যায় নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, বুদ্ধিজীবি সাহিত্যিকের পক্ষে শুধু "আমাদের খাশীর খাতিরে" দাড়িমাত্রার আসর সরগরম না করিলে কি "ইছলামিনীতির প্রবণতা" বাধা প্রাপ্ত হইত? দাড়ি রাখা ছুন্নতে মোওয়াক্কাদাহ, সুতরাং ইবাদৎ! কিন্তু ইবাদতে অল্পবিস্তর নিষ্ঠাবান ও মননশীল হইতে না পারিলে ছুন্নৎ কেন ফরয ইবাদতেরও কোন সার্থকতা থাকে না। আমি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি নাই যে, আপাদ মস্তকের সমস্ত চুলের মধ্যে কেবল তাঁর দাড়িটাই চুলকায় কেন? আর তাঁর বাড়ীর ছারপোকাগুলি শুধু তাঁর দাড়িতেই তাদের আশ্রয়নীড় বাঁধিল কেন? এই খাকছারকে পত্রলেখক যখন বন্ধুত্বের সম্মান দিয়াছেন, তখন সেই স্পর্দ্ধায় আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া যদি জিজ্ঞাসাকরিযে বন্ধু-পত্নীর সুদীর্ঘ কেশদামের অবস্থাও কি তাঁর দাড়ির মত হইয়াছে? তাহা হইলে আশা করি তিনি আমার প্রগলভতা ক্ষমা করিবেন এবং বিষয়টী আর একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

অদ্বৈতবাদকে তিনি শূয়োরের লেজের সহিত তুলনা করিয়াছেন, উত্তম কথা! কিন্তু অদ্বৈতবাদকে মুছলমানদের ধর্ম্মবিশ্বাসে কেহ ঘোর করিয়া ঢুকাইয়া দিয়াছে, ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ তিনি পাইয়াছেন কি? আহলে-হাদিছ আন্দোলন অদ্বৈতবাদের ভারতীয়, ইরানি ও নেওপ্লাটোনিক সংস্করণগুলির বিরোধী এবং তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে আন্দোলনের সূচনা হইতেই কৃত সঙ্কল্প! কিন্তু—আমরা ইহাই অবগত আছি যে, এই মারাত্মক মতবাদ তাছাউওফের ভিতর দিয়াই ইছলামে প্রবেশ করিয়াছে। ইছলামের ইতিহাসে এই মতবাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী Champion রূপে আমরা সর্ব্বপ্রথম—হুছাইন বিনে মন্‌ছুর হাল্লাজের (——৩০৯ হিঃ) নাম দেখিতে পাই। ইব্‌নে খল্লিকানের মত অনুসারে তিনি ভারতবর্ষে এই মতবাদে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তখন মুছলমানদের জাতীয় জীবনের ঠিক মধ্যাহ্ন, তখন কাহারো এরূপ ক্ষমতা ছিলনা যে, যবরদস্তি শূয়োরের এই লেজটা মুছলমানদের ঘাড়ে বাঁধিয়া দেয়। তাছাউওফবাদীদের একদল ইছলামি তওহিদের প্রবণতার মধ্যদিয়াই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অদ্বৈতবাদের আমদানি করিয়াছিলেন। প্রতিপাদন প্রণালীর মধ্যে কোর্‌আন ও হাদিছের সার্ব্বভৌমত্ব অস্বীকার করিয়া চলিলে এরূপ ঘটা অনিবার্য্য।

ইহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছিনা যে, অদ্বৈতবাদ যদি শূকরের লেজ হয় তাহা হইলে নিরীশ্বরবাদ যাহা কমিউনিজমের ভিত্তিপ্রস্তর, তাহা কুকুরের ঠ্যাং না হইয়া "ভারি খুবছুরৎ খাশী-ছাগলে" পরিণত হইল কেমন করিয়া?—পত্রলেখকের দাড়ির সঙ্গে "এক গাছি লম্বা দড়িও আছে আর ছেলে পিলেরা খাসীর সুন্দর চেহারা ও নর্ত্তন কুর্দ্দনে মুগ্ধ হয়" বলিয়াই কি পরস্বাপহরণ বৃত্তি অবলম্বন করা তাঁর পক্ষে বৈধ হইয়াছে? খাশীটা তাঁর খন্দ খাইয়া থাকিলে সরকারী-খোঁওয়াড়ে পাঠাইলেই চলিত! তা ছাড়া দ্রব্যের বৈধ-অধিকারের জন্য যেমন উহা হালাল হওয়া আবশ্যক, তেমনি তৈয়ব—বিশুদ্ধ হওয়াও যে প্রয়োজন তাহা তিনি ভুলিলেন কিরূপে? আসল কথা এই যে, খাশীটার রং আর চেহারায় তিনি এতদূর মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে এ সব কথা চিন্তাকরার তাঁর আদৌ অবসর ঘটেনাই! তাঁর ঘরে তার নিজস্ব হালাল ও তৈয়ব খাশীটার সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের কাছে ঐ পরের ক্ষেতের সর্ব্বনাশকারী খাশীর যে কোনই তুলনা হয়না, সে কথা যদি একবারও তাঁর মনে উদিত হইত তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি এতটা অভিভূত হইয়া পড়িতেন না।

সোশ্যালিযম বা কম্যুনিযমের ভিতর তিনি যে শান্তি ও সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিয়াছেন, ইছলামের ভিতর তাহা অধিকতর মাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে কিনা, সর্ব্বপ্রথম তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। যদি না থাকে তাহা হইলে আমরা বলিব যে, যাহাকে তিনি শান্তি ও সৌন্দর্য্য ভাবিতেছেন তাহা তাঁহার মনের ও দৃষ্টির বিভ্রম মাত্র। উহা আদৌ শান্তি ও সৌন্দর্য্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নয়। ইছলাম যে জীবনপদ্ধতীর সন্ধান তাঁহাকে এবং বিশ্বমানবকে প্রদান করিয়াছে, তাহাই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও পরম শান্তিদায়ক, কিন্তু সে কথা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিতে হইলে কষ্ট স্বীকার করিয়া ইছ-লামেরদিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিতে হইবে। ইছলামের বিকাশ সাধনের ব্যাপারে তাঁহার মূল অভিমতের সহিত আহলেহাদিছ 'আন্দোলনের পার্থক্য নাই, যত কিছু মতভেদ কেবল প্রক্রিয়া ও সাধন-প্রণালীর ভিতর। কোরআন ও হাদিছকে কেন্দ্র করিয়া তাহার ভিত্তিমূলে আমাদিগকে বিকাশ সাধনের কার্য্যে অগ্র-সর হইতে হইবে। সম্মোহিত অন্তঃকরণে বা— কল্পনাবিলাসের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া প্রবৃত্তির অর্চ্চনা করা যাইতে পারে, ইছলামের সেবা চলিতে পারে না।

—পত্রলেখক অক্ষর পূজকদের অনেকগুলি নযির দিয়াছেন, আমরা প্রবৃত্তিপরায়ণদের শুধু একটা ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

তখন অসহযোগ আন্দোলনের হিড়িক, কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে আমরা এক খ্যাতনামা সংবাদ-পত্রের সম্পাদকের কামরায় প্রবেশ করি, এবং কথায় কথায় অসহযোগনীতি সম্পর্কে রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবনা-দর্শের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ে। সম্পাদক প্রবর নিতান্ত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে আমাদের জনৈক সহচরকে সম্বোধন করিয়া বলেন :

Who Knows your Muhmmad?
Gandhi is adored every-where!

ইহার বাঙ্গালা তর্জমা করিয়া ধৃষ্টতা ও কুরুচির প্রশ্রয় দিব না। এখন বন্ধুবর স্বয়ং বিচার করিয়া বলুন যে, এই শ্রেণীর লোকেরা ইছলামের রুম-বিকাশ সাধনরূপ মহৎ কার্য্যে যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মনোনিবেশ করেন তাহা হইলে বেচারী ইছলামের কি গতি হইবে?

فان كنت لا تدرى فتلك مصيبة
و ان كنت تدرى فالمصيبة اعظم !

আমাদের মধ্যে ইছলামের নব ব্যাখ্যাকার এমন বহু সাহিত্যিক, রাজনীতিজ্ঞ ও অর্থশাস্ত্রবিদের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে যাহারা ইছলাম, কোরআন, রছু-লুল্লাহ (দঃ) সম্বন্ধে একটী অক্ষরও অবগত নহেন, অথচ ইছলাম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের আসন অধিকার করিতে চান; আরাবি ভাষা দূরের কথা, তাঁরা কোরআনের একটী আয়তও বিশুদ্ধরূপে লিখিতে সক্ষম নহেন, কিন্তু ইছলামের বিকাশসাধন কল্পে তাঁহারা মিলন ও সমন্বয়ের নামে যত কুফর, ইল্হাদ, বিদ্আৎ ও অনাচারের আবর্জ্জনা ইছলামের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টায় গলদঘর্ম্ম হইতেছেন। আমরা ইছলামকে কদাচ কতিপয় মূর্খ, নাস্তিক, সুবিধা-বাদি ও প্রবৃত্তিপরায়ণদের ভোগ-বুভুক্ষার ইন্ধনে পরি-নত হইতে দিব না— ইহা আমাদের মৃত্যু পণ! এই সাধনায় জনাব মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি ছাহে-বের ন্যায় প্রতিষ্ঠাপন্ন সাহিত্যিকের সাহচর্য্য লাভ করিতে পারিলে আমরা কৃতার্থ হইব, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি তাহা সম্ভবপর হইয়া না উঠে, তাহা হইলে আল্লাহর এই বাণী আমাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিবে :—

قل اتحاجوننا فى الله ؟ و هو ربنا و ربكم و لنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون !

বাঙ্গালা ও উর্দ্দু :—

বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর সমবায়ে যে রাষ্ট্র গঠিত হয়, তাহার নাগরিকগণ আপন সংহতি রক্ষাকল্পে সম্মিলিত ভাবে একটী রাষ্ট্রভাষা নির্ব্বাচিত করিয়া লন। পাঠান, তুর্ক ও মুগলদের আমলে ফার্ছি আর ইংরাজ আমলে ইংরেজী পাক-ভারতের রাষ্ট্র ভাষা রূপে ব্যবহৃত হইত। স্বাধীনতা অর্জ্জন করার পর হিন্দুস্তানের হিন্দুরা সাংস্কৃতিক হিন্দি ও দেবনাগরী অক্ষরকে রাষ্ট্র ভাষা ও রাষ্ট্র-অক্ষর রূপে গ্রহণ করি-য়াছে এবং এই সিদ্ধান্ত বলপূর্ব্বক সংখ্যা লঘিষ্ঠদের ঘাড়ে চাপাইয়াছে। ফলে মুছলিম সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট আজ হিন্দুস্তানে একান্ত অসহায় অবস্থায় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, কারণ ভাষা ও অক্ষরের সহিত জাতীয় আশা আকাঙ্খা, ঐতিহ্য ও তামাদ্দুনের সম্পর্ক ঠিক রক্ত ও গোশ্তের সম্পর্কের ন্যায়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে উর্দ্দু নির্ব্বাচিত হইয়াছে। আমাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিবেচনায় এই মীমাংসা সদ্বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক, কারণ আরাবী, ফার্ছি, সংস্কৃত, মগধী পালি, দ্রাবিড়ি, গুজরাতি, হিন্দি ও পশ প্রভৃতির সংমিশ্রণে উর্দ্দু ভাষা জন্ম লাভ করিয়াছে। উর্দ্দুর জন্ম ও জনন কার্য্যে হিন্দু ও মুছলমানের দান সমান কিন্তু মুছলিম নরপতি জাহাঁগীরের সময় এই ভাষা ভূমিষ্ঠ হওয়ায় আজ পর্য্যন্ত ইছলামি ইতিহাস, সাহিত্য, কোরআন, হাদিছ, ফেক্‌হ, তফছির, রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বের যে বিরাট সম্ভার সাড়ে তিন শত বৎসর ধরিয়া উর্দ্দুর ভিতর জমিয়া উঠিয়াছে পাক-ভারতের প্রচলিত অন্য কোন ভাষায় তাহার শতাংশও বিদ্যমান নাই। মুছলিম রাজত্বের নিদর্শন ও ইছলামি তামাদ্দুনের বাহন বলিয়া অধিকাংশ হিন্দু এই ভাষার নিধনকল্পে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল হইতে উর্দ্দুবিরোধী আন্দোলন চালাইয়া কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া আসিতেছিল, হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্দুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করা হইয়াছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র যে সকল প্রদেশ লইয়া গঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন প্রদেশের মাতৃ-ভাষাই উর্দ্দু নয়, সিন্ধুর সিন্ধি, পাঞ্জাবের পাঞ্জাবী, সীমান্তের পশ্‌তু, বেলুচিস্তানের বেলোচি, ও বাঙলার বাঙ্গালাই হইতেছে মাতৃভাষা কিন্তু উর্দ্দু সকল প্রদেশেই অল্প বিস্তর ভাবে বোধগম্য ও কথিত হইয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙলাদেশের মাটি হইতে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ হিন্দু ও মুছলমান উর্দ্দুসাহিত্যিকের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। কোন প্রাদেশিক ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার আসন দেওয়া যাইতে পারেনা, বিশেষতঃ পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য-প্রস্তাবে ইহা স্বীকৃত ও বিঘোষিত হইয়াছে যে, ইছলামি আদর্শের ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র রচিত হইবে; সুতরাং পাকিস্তানে ইছলামি তামাদ্দুনের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দের সম্মিলন ও সংহতির সংরক্ষণ কল্পে উর্দ্দু ছাড়া আরাবী বা বাঙ্গালা কোন ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হইবার যোগ্য বিবেচিত হইতে পারেনা।

সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষাকে বাঁচিয়া থাকিতেই হইবে এবং মরিয়া বাঁচা নয়, ভাষার সর্ব্বপ্রকার গৌরব, সুবিধা ও ক্রমবিকাশের সুযোগ লইয়া বাঁচিতে হইবে কিন্তু বাঙ্গালাকে উর্দ্দু বা আরাবী অক্ষরে (Script) লেখার যে আন্দোলন সৃষ্টি করা হইতেছে, বাঙ্গালা ভাষাকে নির্ম্মূল করা ছাড়া উক্ত আন্দোলনের আর যে কি সার্থকতা থাকিতে পারে, তাহা চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। হাজার বৎসর হইতে গুজরাটি ভাষা আরাবী অক্ষরেও লিখিত হইয়া আসিতেছে কিন্তু আরব, মিছর ও পারস্যের কয় জন সিন্ধুর ভাষার সহিত পরিচয় লাভ করিতে পারিয়াছেন? রোমান অক্ষরে ইউরোপের ভাষাগুলি লিখিত হয় বলিয়াই কি রুষ ও জার্ম্মান সাহিত্য প্রত্যেক ইংরাজের নখদর্পনে রহিয়াছে? পশ্‌তু, ফার্ছি উর্দ্দু অক্ষরেই লিখা হয় কিন্তু কয়জন উর্দ্দু সাহিত্যিক পশ্‌তুর সহিত পরিচয় লাভ করিতে পারিয়াছেন? উর্দ্দু Script বাঙ্গালা সাহিত্যে চালু করিতে পারিলে পশ্চিম পাকিস্তান আফগানিস্তান, ঈরান, আরব ও মিছরের সহিত পূর্ব্ব-পাকিস্তানের একটা আক্ষরিক যোগসূত্র ঘটিতে পারে, কিন্তু তার সার্থকতা কি? আর যদি কিছু থাকেও তাহা তুর্কীর রোমান অক্ষর বরণকরার সার্থকতার চাইতে বেশী নয়। উত্তরপশ্চিম ভারত এবং—পশ্চিম পাকিস্তানের Script এর সঙ্গে এতদিন পর্য্যন্ত ইছলামজগতের যোগসূত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাহার কোন সার্থকতা ঘটে নাই।

উর্দ্দু Script এর বর্ত্তমান অবস্থার সাফল্য সম্বন্ধেই অনেক কিছু ভাবা দরকার। উর্দ্দু টাইপ ও প্রেসের দুরবস্থাও হিন্দুস্তানে উর্দ্দুর পরাজয় এবং হিন্দির বিজয়লাভের অন্যতম কারণ। উর্দ্দুর প্রসার এ যাবৎ হস্তলিখিত লিথো প্রেসের সাহায্যেই ঘটিয়াছে আর হস্তলেখার সাহায্যে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কোন ভাষাকে তিষ্ঠাইয়া রাখা সহজসাধ্য নয়।

প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব একটা উচ্চারণ ভঙ্গী আছে, আর সেই ভঙ্গীকে রক্ষা করিয়া সেই ভাষার বর্ণমালা ও অক্ষর আবিষ্কৃত হইয়াছে, হিন্দি ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাঙ্গালা বর্ণমালা গুলির নাম অভিন্ন, কিন্তু উচ্চারণ-বৈষম্য কাহারো অবিদিত নাই। ফাছি Script কে বদ্‌লাইয়া ইংরাজী অক্ষর প্রতিষ্ঠিত করার যে ফল মুছলমানরা একবার ভোগ করিয়াছেন, বাঙ্গালা অক্ষরের উচ্ছেদ ও উর্দ্দু বা আরাবী Script এর প্রতিষ্ঠা দ্বারা পূর্ব্ব পাকিস্তানের মুছলমানরা সেই ভাবেই সর্ব্বস্বান্ত হইবেন, বাঙলা দেশে ইছলামি ভাবধারার প্রচার ও বিকাশ অবরুদ্ধ হইবে অথচ আজ পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালায় বিপুল উদ্যম সহকারে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইছলামের প্রচার কার্য্যে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা অক্ষর তো প্রশ্নের বাহিরে, দেবনাগরী অক্ষরকেও আমাদের আয়ত্ত করা উচিত।

তর্জুমান-হিতৈষী ঃ

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শুধু দিনের খিদ্‌মতের উদ্দেশ্যে তর্জুমানুল-হাদিছের জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করিয়াদিয়াছেন। বর্ত্তমান রুচিবিকারের যুগে ছবিহীন, বিজ্ঞাপন-শূন্য, সিনেমা ও অশ্লীলতা বিবর্জ্জিত, কম্যুনিযম ও পুঁজিবাদ-বিরোধী খালেছ ইছলামি ভাবধারার একখানি মাসিক ক্ষুদ্র মফঃস্বল-টাউন হইতে পরিচালিত করা এবং তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আশা পোষণ করা যে কতদূর দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু তর্জুমানের গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা আমাদের পরিগৃহীত আদর্শ ও নীতির সহিত সহানুভূতিশীল, তাঁহারা যদি মাত্র দুইজন করিয়া নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে আল্লাহর ফযলে অচিরেই তর্জুমানুলহাদিছ আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইতে পারিবে। যাঁহারা আমাদের আবেদনের পূর্ব্বেই এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, "আছ্‌ছাবেকুনাছছাবেকুন" নীতির অনুসরণ করিয়া আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন করিতেছি।

রাজসাহী যিলার মওলানা মোহাম্মদ আবদুল আযিম আযিমুদ্দিন আম্‌হারি (বাদুড়িয়া), মওঃ আবুলকাছিম ছম্‌ছামুলহক (নরসিংহপুর), মওঃ মনছুরুররহমান (দুয়ারী), মিঃ আবদুছ ছামাদ (কাশিরগঞ্জ), মওঃ মোহাঃ ইছমাইল আরিফ (চাঁদপুর) **রঙ্গপুর** যিলার মওলানা রহিম বখশ (মহিমাগঞ্জ), মওঃ শাহ আবদুল বাকী আল্‌মুহাজির (মৌভাষা), জনাব মোহাঃ রহিম বখশ ছরদার (মথুরাপাড়া), ডাঃ মোঃ ইছহাক (খোলাহাটি), মওঃ মোহাঃ ইছহাক (জুমারবাড়ী)। **দিনাজপুর** যিলার মওঃ মোঃ আবদুল মতিন (নুরুলহোদা), মওঃ শাহ মাহমুদুর রহমান (সুখীপীর)। **বগুড়া** যিলার মওলানা মোঃ ইছহাক (বলাইল), ডাক্তার গোলামুদ্দিন আহমদ (রংরারপাড়া)। **ঢাকা** যিলার মওলানা মোঃ রামাযান (পাঁচলাখী), মওঃ মোঃ আরিফ এম, এ (বংশাল)। **ময়মনসিংহ** যিলার মওঃ আইনুদ্দীন ও মওঃ নিযামুদ্দিন (আরামনগর) মওঃ রঈছুদ্দীন (হরিপুর), মওঃ আবদুল মজিদ (ছবিলাপুর), মওঃ আছগর আলি (বানেশ্বরদী), মওঃ আবদুল মান্নান (ডুবাইল)। **যশোহর** যিলার মওঃ আবদুররহমান (কিছমৎ ঘোড়াগাছা)। **খুলনা** যিলার মওলানা আহমদ আলি (বুলারআটি)।

فجزاهم الله سبحانه احسن الجزاء وجعل سعيهم مشكورا -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইছ্‌লামি আবেহায়াতের পয়গাম

বঙ্গাসামের দ্বারে দ্বারে

পৌছাইবার দায়িত্ব নিয়াছে

"তর্জুমানুল হাদিছ"

হাজার হাজার পাঠকের ঘরে ঘরে আপনার ব্যবসায়ের পয়গাম আপনিও পৌছাইতে পারেন তর্জুমানের মধ্যস্থতায়।

এমছাক পীল ঃ—

যে কোন কারণেই ধাতুদৌর্ব্বল্য বা পুরুষত্বহানি হউক না কেন ইহা সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা।

জানানা শাফা ঃ—

বাধক, বন্ধ্যাত্ব, প্রদর প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রী ব্যাধিতে শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। মূল্য ৭৲ টাকা মাত্র।

মুগাল্লেজ ঃ—

তরল শুক্র গাঢ় করিতে ও অল্প সময়ে রেতঃ পাত বন্ধ করিতে উৎকৃষ্ট মহৌষধ। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

হাকিম—আবুল বাশার।

পাবনা বাজার, (পাবনা)।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জ্জমানুলহাদিছ

(মাসিক)

আহ্লে হাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র

সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী

আল্-কোরায়শী।

প্রকৃত ইছলামি ভাবধারার সাহিত্যিকগণ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট।

নিয়মাবলী—

১। তর্জ্জুমানুলহাদিছ প্রতি চান্দ্রমাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়।

২। বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷৴, ভি, পিতে ৬৸৴।

৩। গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে এবং রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকেট না পাঠাইলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না।

৫। গ্রাহকগণকে বৎসরের প্রথম মাস হইতে কাগজ লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

৬। শরিআৎ বিগর্হিত কোন বিষয় বা বস্তুর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে না।

৭। কভারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পৃষ্ঠা… মাসিক ১০০৲

” ”	” পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক	”	৬০৲
” ”	” পৃষ্ঠার চতুর্থাংশ	”	৩৫৲
”	চতুর্থ পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৫৲
” ”	পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক	”	৭০৲
” ”	” একচতুর্থাংশ	”	৪০৲
সাধারণ	পূর্ণ পৃষ্ঠা——	মাসিক——	৬৫৲
”	এক কলাম——	” ——	৩৫৲
”	অর্দ্ধ ” ——	” ——	২০৲
”	প্রতি বর্গ ইঞ্চি	” ——	২৷৷০

৮। বিজ্ঞাপনের খরচ অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

৯। মনি অর্ডার, ভিঃ পিঃ ও বিজ্ঞাপনের অর্ডার ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে।

লেখকগণের জ্ঞাতব্য

১০। তর্জ্জুমানুল হাদিছের অবলম্বিত নীতির প্রতিকূল প্রবন্ধ গৃহীত হইবে না।

১১। তর্জ্জুমানে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও আলোচনা গৃহীত হইবে।

১২। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক।

১৩। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতা ফেরৎ লইতে হইলে ৫ সংখ্যারী খরচের ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

১৪। পরিশ্রমের সহিত লিখিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য প্রতি কলাম তিন টাকা হিসাবে ওযিফা দেওয়া হইবে।

১৫। সকল প্রকার রচনা সম্বন্ধে সম্পাদকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।

১৬। প্রবন্ধ ও রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিনীত—

ম্যানেজার,

আল্হাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস।

পোঃ ও যিলা পাবনা, পাক-বাঙ্গালা

আল্-হাদিছ পাবলিশিং হাউস

কয়েক খানি উপাদেয় পুস্তিকা

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্ কোরায়শী প্রণীত বাঙ্গলা ভাষায় কোর্আনি রাজনীতির শ্রেষ্ঠ অবদান

ইছলামি শাসনতন্ত্রের সূত্র।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

২। ইছলামের মূলমন্ত্র কলেমায় তৈয়েবার বিস্তৃত কোর্আনি ব্যাখ্যা। ইছলামি আকিদা, আদর্শ ও কর্ম্মযোগের বিশ্লেষণ—

কলেমায় তৈয়েবা।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

৩। মওলানা আবু সাইদ মোহাম্মদ কৃত—

মুছলিম সমাজে প্রচলিত কবর পূজার খণ্ডন ও যিয়ারতে কবুরের মছনূন তরিকার বর্ণনা—

গোর যিয়ারৎ।

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

ম্যানেজার,

আল্ হাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস

পাবনা, পাক-বাঙ্গালা।

www.ahlehadeethbd.org